













# কুমার সন্তন

পুরল গড়ে শ্লোকানুবাদ  
বিশদ ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত ভূমিকা সমেত

রায় বাহাদুর

শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম-বি

AMORAGORI PUBLIC LIBRARY

Serial No. .... Call No. .... Date .

Second Edition

Revised & Enlarged

১৯৩৫

—প্রকাশক —

ঐ অমিতাভ সান্যাল L.M.E.

৩৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন

—কলিকাতা—

—প্রিন্টার—

ঐ নরেন্দ্র নাথ দাস

—বী প্রেস—

৩৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন

—কলিকাতা—

## নিবেদন

কুমার-সম্ভবে প্রদত্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ভূমিকায় ও ব্যাখ্যাতে কিছু-কিছু নূতন কথা সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

কালিদাসের এই কাব্যখানির প্রথম সাত সর্গই হৃদীভূতের সমাদৃত। এ সম্বন্ধে ১৯২৭ সংবৎসরে তৎকালিক পণ্ডিত-কেশরী তারানাথ বসু বাচস্পতি সম্পাদিত “কুমারসম্ভব” কাব্যের ভূমিকা হইতে উহার মূল উদ্ধৃত করিলাম;—

“অশ্লিষ্ট কাব্যে প্রাথমিকাঃ সপ্তসর্গাঃ এব সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধাঃ ব্যাখ্যাভিষ্টি প্রায়েণ ত এব সর্গা ব্যাখ্যাতাঃ। তদন্তর-সর্গেণ তু পার্বতী-পরমেশ্বরয়োঃ সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণনেন মাতাপিরোরিব অনাস্বাদ-তয়া তেহনাদরনীয়েন লোকেণ প্রচারাভাবঃ ব্যাখ্যাভূণামুপেক্ষা চ।”

ঐ মত অনুসরণে এই গ্রন্থখানি “উমা-প্রদান”-নামক সপ্তম সর্গেই সমাপ্ত।

কালিদাসের এই সুপ্রসিদ্ধ ও ভাব-ঘন কাব্যখানিকে বাঙ্গালা-গণের যথার্থরূপে প্রতিকলিত করাষ্ট এ গ্রন্থখানির গুণমানে অসংখ্য উদ্দেশ্য। সে নিমিত্ত মূলের অম্বুবাদে সর্বত্রই আমাকে কবির প্রকাশ-ভঙ্গির অনুসরণ করিয়াই কান্ড থাকিতে হইয়াছে;—কোথাও ভাব-বিস্তারের প্রলোভনে কাব্যিক ভঙ্গিমাতে নষ্ট করিতে সাহসী হই নাই। বস্তুতঃ ভাবই কাব্যের অন্বনিহিত প্রাণ-বস হইলেও, কবির প্রকাশ-ভঙ্গিনাষ্ট উহার রূপ। সেষ্ট রূপ নষ্ট হইলে, কাব্যের কাব্যই নষ্ট হয়। অন্যদিকারি কে কাব্য-রসাস্বাদন করাইবার বিফল চেষ্টায় কাব্যকে গ্রাম্যের পথ্য্যাদ্যে পরিণত হইতে গেলে উদ্দেশ্য

সংস্করণের পরিবর্তে কবির ও কাব্যের নিধন-সাধনই করা হয়। কাল-দোষে বাঙ্গালা-সাহিত্যে আত্মকাল কাবিন্যাসের আদিরসাত্মক কাব্য-সম্বন্ধে একরূপ চেণ্টা মনো-মনো হইয়া থাকে বলিয়াই প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে এই কথাটি বলিতে হইল।

বিচিত্র-রূপ-মণ্ডিত প্রকাশ-ভঙ্গির ভিতর দিয়া ভাব-ধারণা ও রস-গ্রহণ করিতে উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই নিমিত্তই জগতে সর্বত্র উচ্চাঙ্গের বেলা-নাটকাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সীমা নাই। এ ক্ষেত্রে, সংস্কৃত-কাব্য-ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মল্লিনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পাঠকের সহায়তা করিতে আমি সাধ্য-পক্ষে যত্নের ক্রটি করি নাই। কেবল, কয়েক স্থলে ভাব-স্বরেতে নূতন ব্যাখ্যার প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। মহাদয় পাঠক গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে সে পরিচয় করিবেন।

অন্যথেষ্ট, একটি কথা না বলিলে প্রত্যাঘাত হয়;—প্রথম-প্রকাশিত ‘সু-মারসম্বন্ধ’-খানি আমি যখন সংস্কৃত-কাব্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহোদয়ের কর-কমলে প্রদান করিয়া দণ্ড হট, তখন উহার ভূমিকাংশ আগন্ত ও শ্লোকানুবাদ স্থানে-স্থানে গুনিয়া, তিনি যে-সব প্রশংসা-বাচক কথায় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, সে-সব কথা আমার নিজমুখে বলা শোভা পায় না। পরে, বৃদ্ধ বয়সে আমি-যে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সক্ষম হইলাম, ইহা কবিরত্ন মহোদয়ের আশীর্ব্বাদেরই ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্ববির কবিরত্ন মহোদয়ের পাদপদ্মে নমস্কার করিতেছি।।

কলকাতা  
অগ্রহায়ণ—১৩৭১

শ্রীদীননাথ সান্যাল

## ভূমিকা

কুমারসম্ভব-কাব্যের ভূমিকায় আমি দুইটা মাসে বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই;—কাব্যের গুঢ় ভাব এবং তন্নির্দেশক চিত্র-সমাবেশ। কাব্যের মৰ্মগত ভাবের নিত্যতায় ও মাহাত্ম্যে এবং ঐ ভাবের পরিম্পূর্ণনোপযোগী চিত্র-সমাবেশের কৌশলে ও সৌন্দর্য্যে, কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ। এই দুইটা ভিন্ন কাব্য-সৃষ্টিকে অত্যান্ত প্রসঙ্গের আলোচনা অব্যাহত রাখ।

মানুষ গোড়ায় পশুধর্ম্মী। এই পশুধর্ম্মী মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিতে, নরুণ-সমাজকে প্রকৃত নরুণ্যেরই সমাজ করিতে, এবং তাহা অপেক্ষাও বাহ্যিক, নরুণ্যের পশু-ভাব নষ্ট করিয়া, তাহার স্থলে দেব-ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে, নীতিকার ও কবি—উভয়েরই আবির্ভাব। উভয়েরই একই লক্ষ্য, কিন্তু পথ ভিন্ন; একই উদ্দেশ্য, কিন্তু উপায় ভিন্ন; একই সাধনা, কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। নীতিকার কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করেন, কর্তব্যের বিধি দেন, অকর্তব্যের নিষেধ করেন;—কর্তব্য-পালনে পুণ্য ও পুরস্কারের আশা-ভরসা দেন। এবং অকর্তব্য-করণে পাপ ও শাস্তির বিভীষিকা দেখান। কিন্তু কবির ‘শাস্তা’ ভিন্নরূপ। তিনি কল্পনায় সংসারের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আঁকিয়া, তাহাতে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপযোগী কতকগুলি চিত্র ও চরিত্রের সমাবেশ করেন এবং ঘটনা-পরম্পরার অভিনয়ে কাব্যত ভাল-মন্দ চক্ষের উপর দেখাইয়া দেন। নীতিকারের শাসন-বাক্য—‘শাস্ত্র’; কবির রসায়ক বাক্য—‘কাব্য’। নীতিকার নীরস বাক্যে বাহ্য উপদেশ করেন, কবি চিত্তকে চিত্র-চরিত্রে তাহাই

উদাহৃত করেন। এইজগত নীতির পথ কঠিন ও কঠোর; কিন্তু কবির পথ সর্বথাই সরল ও সুগম। জ্ঞানভবে নীতি-পলনে লোকের শৈথিল্য জন্মিত্বে পারে—জন্মিয়া ও থাকে; কিন্তু কবির স্থিতিস্থিত সংসার-পট সকলেরই নয়নানন্দ-কর ও মনোরঞ্জন। নীতির উপদেশ মস্তিষ্কের উপরে কৃথিকর; কিন্তু কাব্য হৃদয়ের সামগ্রী, হৃদয়ই উহার লীলাভূমি। জ্ঞানীর কাছে ও কাব্যের আদর—সে কেবল উদাহরণে উপদেশকে দৃঢ় করে বলিয়া। কিন্তু অজ্ঞানকে কিছু বুঝাইতে হইলে, কাব্যাকারেই বুঝাইতে হয়—নীতির মর্ম্ম তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া হৃদয়ে পৌঁছিতে পারে না। আমাদের হিন্দু-সমাজে নীতিবাক্য কাব্যাকারে সরল করিয়া, তরল করিয়া, কত রকমে জনসাধারণকে শুভান হইতেছে বলিয়াই হিন্দু জন-সাধারণ সামাজিক গুণে অগ্ৰাণ্য জাতির জন-সাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক রামায়ণে ভারত ব্যাপিয়া বাহা করিয়াছে, শুধু নীতির উপদেশে কি তাহা কখনও সাধিত হইতে পারিত? এইজগতই আখ্যা-সাহিত্যে সমাজ-শাসনের জগৎ যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তেমনই সেই সঙ্গে লোক-শিক্ষার্থ শাস্ত্রোপদেশের উদাহরণ-স্বরূপ পুরাণাদি অসংখ্য কাব্যও আছে। দেশকালপাত্রভেদে ঐ সকল পুরাণ-কথাকে আরও সরল করিয়া, অনায়াসে সমাজের নিরন্তর শ্রুত্ব লোক-শিক্ষার বিস্তার করা হইয়াছে। ঐ সকল কথা পড়িতে-পড়িতে বা শুনিতে-শুনিতে লোকে ভাল-মন্দ বুঝিতে শিখে, সুন্দর-কুংসিতের তারতম্য, অলুভব করে,—দেখে যে, বাহা সং, তাহাই সুন্দর; আর বাহা অসং, তাহাই কুংসিত। নিরন্তর এইরূপ পড়িতে-পড়িতে বা শুনিতে-শুনিতে, নিত্যন্ত অশিক্ষিতের মনেও সত্যের আদর্শের একটা ছায়া পড়িয়া যায়। ইহা হইতেই গৃহের উন্নতি এবং সমাজের উন্নতি। অবশ্য এখানে চরিত্র-গত নৈতিক উন্নতির কথাই বলিতেছি।

এইরূপে কাব্যাকারে লোক-শিক্ষা প্রচার করায়, লোকের মনে সামাজিক ধর্ম্ম কেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাবিয়া দেখিলে অবাক হইতে হয়। শিক্ষিতের

ত কথাই নাই, এই সমগ্র ভারতগোপী হিন্দুর মনো অশিক্ষিতের মনেও সন্তী-ধর্মের একটা চমৎকার আদর্শ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যীত্বের প্রতি সমাদর, অসত্যীত্বের প্রতি ঘৃণা, হিন্দুজাতির নিম্ন-স্তরেও যেন মজ্জাগত। নিরস্তুর রাম-সীতা, হর-পার্বতী, সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যা, কালকেতু-ফল্লরা, ধনপতি খুস্কনা, নগিন্দর-বেহলা প্রভৃতির কথা কান্দো, গানে, যাত্রায়, পাচালীতে, কথায়, গাথায় শুনিতে-শুনিতে নিতান্ত অজ্ঞানের মনেও এই আদর্শের একটা ছায়া পড়িয়াছে। সমাজের পক্ষে ইহা কি কম উপকার! সামাজিক ধর্মের বাহা মূল, কবি সেই মূলে রস সেচন করিয়া, নিতান্ত নিম্নস্তরেও তাহা প্রসারিত করিয়া, সামাজিক ধর্ম-বৃক্ষকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। ইহাতেই কবির জয়!

সামাজিক ধর্ম প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং এই সত্য-ধর্ম বা দাম্পত্য প্রেমই প্রেমের মূল। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি প্রথমে গৃহে অঙ্কুরিত হয়; এবং ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ব-সমাজ ও স্বদেশে আলিঙ্গন করিয়া, অবশেষে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। এই দাম্পত্য-প্রেমের উৎকর্ষই সমাজের উৎকর্ষ ও গৃহের উৎকর্ষ; সুতরাং সমাজের উৎকর্ষের মূলও উহাই।\* এই প্রেম নষ্ট কর, দেখিবে গৃহ থাকিবে না, —সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। গৃহ না থাকিলে, সমাজ কোথায় থাকে? কোন্ ইতিহাসাতীত যুগে, যে-দিন মানুষ গৃহ ব্যাধ্য তাহাতে গৃহিণী-স্থাপনা করিয়াছিল, সেইদিন হইতে অন্তর্কুল ক্ষেত্র পাইয়া মানব-হৃদয়ের এই প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হয়। তার পর, যুগ-যুগান্তরের লালন-পালনে

---

\*কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত “The Story of Philosophy” (by Will Durant: Ph D) হইতে উদ্ধৃত—

“Love is the best eugenics”. “The family is the avenue of human perpetuity, and therefore still the basic institution among men.”



বৃন্দাবন ও বর্জিত হইয়া এবং শাপ-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া, নান'-ভানে নান'-আকারে উহা এখন সমাজ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহ বহো, ভক্তি বহো, প্রীতি বহো, নৈরী বহো, সহনশীলতা বহো,—সকল সামাজিক দাম্পত্য মূলই এই। গৃহে উহার জন্ম, সমাজে উহার ব্যাপ্তি, এবং পরিণামে প্রেমময়ের পাদমূলে উহার সমাপ্তি। যে বিশ্ব-প্রেম প্রেমিকের চরম আদর্শ, গাইস্তা ধর্ম্মই তাহার দক্ষা, সমাজ-ধর্ম্মই তাহার সাধনা, এবং দেবত্ব-লাভই তাহার সিদ্ধি।

কবির। অন্তর্দর্শী বলিয়াই এই প্রেমের সাহায্য করেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের উৎকৃষ্ট কবি-মাত্রই এই প্রেমের উপাসক। তাঁহাদের কাব্যের রহস্য ভেদ করিলে দেখা যায় যে, এই প্রেমই তাঁহাদের কাব্যের রাজমন্ত্র। যিনি উহার যত উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাঁহার কাব্য ততই উৎকৃষ্ট। এই প্রেমের উৎকর্ষ-গুণেই প্রেমের প্রশংসা ‘রামায়ণ’ আজিও কাব্যের আদর্শ, এবং রাম-সীতা প্রেমিকের আদর্শ হইয়া, যুগযুগান্তর ধরিয়া হিন্দুর হৃদয়ে পূজা পাইতেছেন। এই আদর্শ-গুণেই ভারতের সর্বত্র যুগ-যুগে কত কবিই উহার আশ্রয় লইয়াছেন! কাব্যে, নাটকে, গানে, ভজনে, কথায়, লীলায়, এক “রামায়ণ” হইতে ভারতে যে কি সুবিপুল সাহিত্য সঞ্চিত হইয়া, হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এই আদর্শ প্রেমের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়! কবির মত কবি হইলে, এবং আদর্শের মত আদর্শ ধরিতে পারিলে, লোক-শিক্ষায় কাব্যেরই জয়!

আমাদের পুরাণ-সাহিত্যে এই প্রেমের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হর-পার্কীতী তাহার মধ্যে অগ্রতম। রাম-সীতার পরেই হর-পার্কীতীর প্রেম সংস্কৃত-সাহিত্যে দ্বিতীয় আদর্শ-স্থানীয়। প্রেমের প্রবর্তক, প্রেমের প্রগাঢ়তায়, পার্কীতী সীতারই সমতুল। আর মহাদেব ত

প্রেমেই পাগল, প্রেমেই সন্মানী ! প্রেমের তীব্রতায় এই হর-ঘরগীই দক্ষ-মুণ্ডে  
 . শ্রুতি-নিন্দা শ্রবণে মৰ্মাহত হইয়া দক্ষালয়ে দক্ষের সমক্ষে যোগায়িতে প্রাণ  
 বিসর্জন করিয়াছিলেন। তার পর, সেই “সতী”ই আবার “পার্কসতী”-  
 রূপে সেই মহাদেবকেই পতিরূপে পাঠবার নিমিত্ত তপের পরাকাষ্ঠায়  
 প্রেমের প্রগাঢ়তা দেখাইয়া, হিন্দুর হৃদয়ে প্রেম-দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া  
 রাখিয়াছেন। পুরাণে তুরকাসুরবদোপায়ে সেনানী-সৃষ্টি উপলক্ষ করিয়া  
 হর-পার্কসতীর পরিণয়-কল্পে যে কাহিনী বিবৃত, এই প্রেমতরুই তাহার  
 নিগূঢ় মর্ম।

দক্ষালয়ে দিন “সতী”, পরে হিমালয়ে তিনিই “পার্কসতী”। সেই  
 সতী-লীলায় দিন পতি ছিলেন, এই পার্কসতী-লীলাতেও তিনিই পতি  
 হইবেন;—অত্ৰ কেতই না। রূপে তাঁহাকে মিলিল না, দূর হউক রূপ, তপে  
 তাঁহাকে মিলিতে পারে। তপেও তাঁহাকে না মিলে, তবে তপেই বরং দেহ-  
 ত্যাগ শ্রেয়, তবু অত্ৰ পতি চাই না, ইচ্ছাদি কাহাকেও না—ইহাই পার্কসতীর  
 প্রেমিকতা; এবং ইহাই হিন্দুধর্মে দাম্পত্য-প্রেমের “একমেবাদ্বিতীয়ম্”-  
 ভাব। রামের স্তুতি যখনই হৃদয়-বেদনায় কাতর হইয়াছেন, তখনই তাঁহার  
 মনে,—জন্মজন্মান্তরে যেন রামকেই পতি পাই—এই ভাব উদ্বেলিত হইয়া  
 উঠিয়াছে। ইহা সতী মাত্রেয়ই মনোভাব। এই স্তমহান্ ভাবটাকে নজ্জা  
 করিয়া পুরাণের ঐ হরপার্কসতী-পরিণয়-কাহিনী গঠিত। প্রেমের পূর্বরাগের  
 অপূর্ণ প্রগাঢ়তাই ইহার প্রাণ! তার পর, রূপের ব্যর্থতায় এবং কামের  
 দ্বন্দ্বের ইহার বিমুক্ততা সম্পাদন করিয়া, অবশেষে তীব্র তপের সাধনে  
 ইহার উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে।

প্রেমের এই পরম তত্ত্বটুকু ঐ পুরাণ-কাহিনীতে আছে বলিয়াই, কালিদাস  
 ঐ সমগ্র কাহিনীটাকে অক্ষুণ্ণ-ভাবে তাঁহার কাব্যের বস্তু-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া,  
 তাঁহার অল্পম তুলিকায় উহার সর্বদ্বন্দ্বীন পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

এ কারো কালিদাসের কৃতিত্ব ঐ পরিপুষ্ট সাধনে। পুরাণ-কাহিনীতে যাহা কেবল উল্লেখ মাত্র, কালিদাসের কারো তাহা অগূৰ্ব বর্ণনায় পরিণত। পুরাণে বর্ণনা যেখানে তরল, কালিদাস সেখানে প্রগাঢ়তা ঢালিয়া দিয়াছেন, পুরাণে যাহা রেখাঙ্কিত, কালিদাস তাহাকে বিচিত্র বর্ণে সমৃদ্ধাঙ্গিত করিয়া, শুদ্ধ শিল্পীর চাষ, এই কাব্যখানিকে সর্বত্র সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইহা প্রেমের এক পরম হৃদয় মহাচিত্র।

যে স্বভাব-চিত্রণে কালিদাস জগতে অদ্বিতীয়, এ কারো তাহারও শুদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের স্বভাব-চিত্র জড়চিত্র নহে;—উহা সৰ্বাংশেই ভাবময় ও চেতনাময়। বাহু জগতের ঐ ভাব ও চেতনার বন্ধারে অন্তর্জগতে অন্তরূপ ভাব ও চেতনার তন্দ্রাগুলি বদ্ধত এবং সুপ অল্পভূতিগুলি জাগৃত হইয়া উঠে। তখন অন্তর্জগৎ, বহির্জগতের সহিত একই তানে রণিত হইতে থাকে এবং একই তালে নাচিতে থাকে। বাহিরের সহিত অন্তরের এই একতান-হই ও একতাল-হই অন্তরের আনন্দ;—সুতরাং মানব-হৃদয়ে উহাই বাহু জগতের “সৌন্দর্য্য”। এই সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভূত মন বহির্জগতের সহিত একপ্রাণ হইয়া পড়ে। মনোজগতে যেমন অন্তরের সহিত অন্তরের একপ্রাণতা-সাধনে মানব-হৃদয়ে প্রেমের প্রতিষ্ঠা; তেমনি বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের এই একপ্রাণতা-সাধনেই মানব-হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা। “প্রেম” ও “সৌন্দর্য্য”-এই দুইটী অন্তর্ভূতিই মানব-হৃদয়ের পরম উপাদেয় উপাদান বস্তু—মানব-মনের মহাভাব; সুতরাং এই দুয়ের পরম উৎকর্ষ সাধনই কবিদিগের চরম লক্ষ্য। এই দুই মহাভাবে যিনিই অন্তর্প্রাণিত, তিনিই মহাভাবক; এই দুই মহাভাবকে যিনিই সূচিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই মহাকবি; এবং এই দুই মহাভাবের চিত্রই মহাকাব্য। কালিদাসের এই মহাকাব্যে এই দুইটী মহাভাবই মূর্তিমন্ত! ঐ দুই মহাভাব অবলম্বন করিয়া, এবং তাহার সহিত আবশ্যকীয় কতকগুলি উপচিত্র সংযোগ

করিয়া, কবি এই স্বন্দর সংসারপট আঁকিয়াছেন। স্তম্ভপুত্র চিত্রকরের ন্যায়,  
•এই সকল উপচিহ্নেও তাহার প্রথম দৃষ্টি ও প্রচুর সাবধানতা। ইহাতে মূলচিহ্ন  
অরও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে উপম-পুণে, "উপমা কালিদাস" প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত হইয়াছে,  
সেই উপমাদি গুণ এই কাব্যের অলঙ্কার;—শ্লোকে-শ্লোকে মণিমুক্তার ন্যায়  
অল-জল করিতেছে! কসই উপমাগুলি যেমন স্বন্দর, তেমনই সুমার্জিত ও  
পরিপাতি; •ভাবের সৌন্দর্যকে যেন ফুটিয়া তুলিয়াছে! অলঙ্কার-মণ্ডনে  
পার্বত্য যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বিবিধ উপমা-ভূষণে কবির এই কাব্য-  
স্বন্দরীও তেমনই, কুহুমভূষণে লতার ন্যায়, নক্ষত্র-ভূষণে রাশির ন্যায়, এবং  
বিহঙ্গ-ভূষণে নদীর ন্যায়, পূর্ণসৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

কালিদাসের এই অপূর্ণ চিত্র-শালিকার চিত্রগুলি একটু-একটু পরিচয়  
দিয়া, উদ্দেশ্যের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সঙ্গে-সঙ্গে কাব্যের  
পরিচয়নাট্যও পাঠকের চক্ষে পরিষ্কৃত হইবে।

## ১। হিমালয়

গ্রন্থারম্ভে নগাদিরাজ হিমবান্। জড়-হিমালয়ের নামাবলি ঐশ্বর্য্যই কবির  
অসাধারণ তুলিকার নগাদিরাজের রাজৈশ্বর্য্যে পরিণত হইয়াছে; ইহার অনন্ত  
রত্ন, ধাতুমস্ত শিখর-সকল, গজ, সিংহ, চমরী, কিল্লর-কিল্লর, বিজ্ঞান-  
বিজ্ঞান;—ইহার স্বাভাবিক বেণু-নিদাদ, অরতি উপবন, পদ্ম-যচিত্র  
সরোবর, জ্যোতির্ময় ওষধি;—এ সকলই হিমবানের অদিরাজ্যের  
পরিচয়। এ কাব্যে যেখানেই হিমবানের উল্লেখ আছে, সেইখানেই  
তাহা কাব্যাত্মরোপে স্পষ্টতঃ নগাদিরাজ জন্ম হিমবানের প্রতি প্রবৃত্ত  
হইলেও, তাহাতে স্থাবর হিমালয়ের প্রতি চমৎকার ইঙ্গিত লক্ষ্য এবং  
উপভোগ্য।

## ২। পার্শ্বতী

হিমবানের একমাত্র কন্যা পার্শ্বতীর দৌলনারস্তুে রথ যেন ফুটিয়া উঠিল! এই রূপ স্বজনে বিবাহের লাবণ্যভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায়, তাঁহাকে পুনরায় লাবণ্য সৃষ্টি করিয়া পার্শ্বতীর রূপ স্বজন সমাপা করিতে হইয়াছিল! জগতের দাবহীর দৌলদা যেন এই পার্শ্বতীতে একত্রীকৃত! -

“সর্বোপমাশ্রয় সমুচ্চয়েন যথা প্রদেশবিনিবেশিতেন।

স। নির্মিতা বিশ্বমজা প্রব্রাহ্মদেকস্ত দৌলদা-দৌলদেব ॥”—(১'-৭২)

## ৩। ব্রহ্মসমীপে দেবগণ

তাদৃকাস্তর কর্তৃক উপদ্রুত দেবগণ, তাহাকে বধ করিতে সক্ষম, এমন এক মেনানী সৃষ্টির মানসে, ব্রহ্ম-সমীপে আসিয়াছেন। হতরাজা ও রুতদাস সেই দেবগণের তখনকার মলিন-মুগ্ধশ্রী দেখিয়া এবং বৃহস্পতির মুখে তাঁহাদের দাসত্ব-দুন্দশার কাহিনী শুনিয়া, মাতুষ-যে-আমরা—আমাদেরও চক্ষে জল আসে!

## ৪। হিমালয়-প্রান্তে মহাদেব . . .

দক্ষ-রোষে সতীর প্রাণত্যাগের পরে, মহাদেব আসক্তিশূন্য হইয়া, শান্ত তপস্কার্থ হিমালয়ের এক প্রস্থ-ভাগে বাস করিতেছিলেন। দেবদাক-ক্রমে, গঙ্গা-প্রবাহে, মৃগনাভি-গন্ধে ও কিম্বর দিগের স্তম্ভের সঙ্গীতে, এই তপোবনটী যেন শান্তির আবাসভূমি।

## ৫। ইন্দ্রসমীপে মদন

ইন্ড্রের আহ্বানে মদন আসিয়া উপস্থিত। তাহার রতি-বলয়চিহ্নিত স্কন্ধে জগদ্বিখ্যাত সূচাক-বক্র পুষ্পবহু। আসিয়াই—কি করিতে হইবে, তাহা না ওনিয়াই,—তিনি নিজমুখে ইন্ড্রের ক্ষমতা খ্যাপন করিতে লাগিলেন।

সে কি বিহম দৰ্প! কল্পদৰ্প যেন দৰ্প মূৰ্ত্তিমান! শেষে, যখন তিনি সেই  
দৰ্পের কোঁকে বসিয়া ফেলিলেন,—

“কুৰ্ঘাঃ হরস্তাপি পিনাকপাণে

দৈৰ্ঘ্যচ্যুতিং কে মম দম্বিনোত্তমো!”—(৩—১০)

—তখনই মনে হয় যে, মদনের “পাখা উঠিয়াছে”;—মদন স্বয়ং-সদনেরই যাত্রী।

### ৩। রুদ্রাশ্রমে বসন্ত-বিকাশ

প্রিয় সহচর বসন্ত এবং ভাষা রতির সঙ্গে মদন রুদ্রাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত  
হইলে, বসন্ত তথায় স্ব-রূপ বিকাশ করিলেন। পনয়টী-মাত্র শ্লোকে কবি  
এই বসন্ত বিকাশ চিত্রিত করিয়াছেন; কিন্তু এমন জীবন্ত বসন্ত-চিত্র, বৃক্ষ,  
আর কোনও কাব্যেই নাই! এই চিত্রে স্বাভাবিক বসন্ত-ঋতুটী যেন চক্ষের  
উপরে দেখিতে পাওয়া যায়। মলয়-পবন, অশোক-কর্ণিকার-পলাশদি  
কুশুম, ভ্রমর-পংক্তি-সম্মিবেশিত সগ-মুগুরিত চূতবাণ, তাহাতে নব-পল্লবের  
পঙ্কজ, এ সকলই ঐ চিত্রে সুচারু-চিত্রিত। শুধু তাহাই নহে;—কে কি  
করিতেছে, তাহাও ঐ চিত্রে কেমন চিত্রিত! মদোদ্ধত মুগ কি করিয়া  
বেড়াইতেছে; চূতাকুরাস্বাদে গলা শানাইয়া পুংস্কোকিল কেমন স্বস্থের কুত-  
ধ্বনি করিতেছে; ভ্রমর-ভ্রমরী কেমন করিয়া একই কুশুমে যধুপান করিতেছে;  
রুক্মনার কেমন করিয়া মুগীর গাত্র কণ্ঠ্যন করিয়া দিতেছে; আর, তাহাতে  
মুগী কেমন চক্ষু মুদ্রিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছে; করিণী কেমন করিয়া  
করীর গায়ে জল ছিটকাইয়া দিতেছে; চক্রবাকু কেমন করিয়া প্রিয়াকে  
আদর দেখাইতেছে; কিয়রেরা কি করিতেছে—এমন কি, নবপল্লবিতা ও  
পুষ্প-ভারাবনতা লতা-বধু কেমন করিয়া তরুকে আলিঙ্গন করিতেছে—  
এ সকলই, কেমন সুন্দর চিত্রিত! চক্ষের সমক্ষে যেন বসন্তের একটী  
পূর্ণ ও জীবন্ত (“বায়ুস্কোপিক”) চিত্রপট!

## ৭। বসন্ত-প্রাচুর্ভাবে স্থাণু-বন

বসন্ত-প্রাচুর্ভাবে যখন সেই আশ্রন বিচলিত, তখন তাহারই মধ্যে, মহাদেবের তপোবনে লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া ; তাঁহার বামহস্তে হেম-বেত্র, মুখে তর্জিনী ;—নন্দী সঙ্কেতে প্রমথগণকে এই বসন্ত-সঙ্কেতে স্থির থাকিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। নন্দীর শাসনে বসন্ত-প্রভাব সে স্থানটাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। চারিদিকে বসন্তের সেই বিচলিতার মতো স্থাণু-বন প্রশান্ত, স্থির ও নিস্তব্ধ ! : সেখানকার সমস্তই যেন চিত্রার্পিত !—

“নিকম্পবৃক্ষঃ নিভৃতবিরেফঃ মুকাণ্ডঃ শাস্তমৃগপ্রচারন।

তচ্ছাসনাং কাননমেব সর্বঃ চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্তে ॥” ( ৩—১২ )

## ৮। সমাধিস্থ মহাদেব

নন্দীর ভয়ে, নমেক-বৃক্ষরাজীর অন্তরাল দিয়া মদন ঐ স্থাণু-বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মহাদেব সমাধিস্থ !—বীরাসন, স্থির-কায়, উত্তান-পাণি ; —ভুজের সহিত উদ্বৃত্ত জটা-কলাপ, কর্ণাবলম্বী অঙ্কমালা, অজিন-বাস ; —কুভঙ্গিবিহীন, অর্ধ-নিম্নীলিত ও নাসাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টি !—সমাধি যেন মূর্তি-মান ! অন্তঃস্থ বায়ুগণের নিরোধে মহাদেব তখন—

“অবৃষ্টি সংরম্ভমিবাম্ববাহ মপামিবাদারমন্তুরজম্।

অন্তঃচরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত নিকম্পমিব প্রদীপম্ ॥”—(৩—১৮)

## ৯। স্থাণু-বনে মদন

নন্দীর শাসনে স্থাণু-বনের সেই অবিচলিত ও প্রশান্ত ভাব দেখিয়া, মদন তথায় প্রবেশ করিবার-মাত্রই শক্তি হইয়াছিলেন ; এখন মহাদেবের ঐ প্রশান্ত

সমাদি-মূর্তি দেখিয়া মদনের “চক্ষু স্থির” ! যে ধনুধর ইতিপূর্বেই ইন্দের কাছে  
• স্পন্দিত পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ;

“কুখ্যাং হরস্তাপি পিণাকপাণে—

ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধম্বিনোহতে !”

সেই “ধনুধর” এখন, পিনাক-পাণির “ধৈর্য্যভঙ্গ” করা দূরে থাকুক,  
তাহার মূর্তি দেখিয়াই ভয়ে একবারে হতজ্ঞান ! “ধনুধরের” হস্ত-হইতে  
ধনুঃশর পড়িয়া গেল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাট ! দপী কন্দপের  
এই বিষম দুর্গতি দেখিয়া হাসিও পায়, কান্নাও আসে ।

### ১০। মদন-দহন

এমন সময়ে বসন্তপুষ্পাভরণা রক্তবস্ত্রবাসনা পার্কবতী, যেন সর্কারিণী  
লতাতীর মত, শিবসেবার্থ যাইতেছিলেন । এই সর্কারস্বন্দরীকে দেখিয়া  
মদন মনে একটু সাহস পাইলেন । তখন তিনি ধনুতে জ্বা আক্ষালন করিয়া  
বগন দেখিলেন, মহাদেব ধ্যান হইতে বিরত হইয়াছেন এবং সেবা-মালা  
প্রদানার্থ পার্কবতী তাহার সন্নিহিতা হইয়াছেন, তখনই উপযুক্ত অবসর মনে  
করিয়া, তাহার পুষ্পধনুতে “সম্মোহন”-বাণ যোজন করিলেন । অমনি,—  
ঐ দেখ, মহাদেব কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চাহিন্মা দেখিলেন,—বনের প্রান্ত-  
ভাগে মদন তাহার প্রতি বাণক্ষেপে সমুত্তত ! সেই সময়ে মদনের মূর্তি  
মহাদেব যেমন দেখিয়াছিলেন, কবির তুলিকা-গুণে আজ আমরাও ঠিক যেন  
তাহাই দেখিতেছি :—

“স দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্ট-মুষ্টিং নতাঃসমাকৃষ্ণিত-সব্যাপাদম্ ।

দদর্শ চক্রীকৃত-চাক্র-চাপং প্রহস্তুং মভ্যাদতমাস্বযোনিম্ ॥”—(৩—৭০)

বাণক্ষেপী মদনের কি স্বন্দর “ফোটো”-চিত্র !



এই দেখিবামাত্র মহাদেবের কোপোদয়,—কোপোদয় মাত্র তৎক্ষণাৎ জ্বালা-  
নয় কপালাগ্নি-নির্গম এবং সেই অগ্নিতে নিবেশের মধ্যে মদন ভস্মীভূত !

### ১১। মহাদেবের সে-স্থান ত্যাগ

মদনের নিধন সাধন করিয়া, তপস্কার বিদ্বকর স্বীলোক-সম্বন্ধ ত্যাগ  
করিবার মানসে, ভূতগণ-সহ ভূতপতি রোষে সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

### ১২। পার্শ্বতীর প্রত্যর্গমন

সখিদেগের সন্ক্ষে রূপের এই বার্থতায় পার্শ্বতীর, ক্ষোভে ও লজ্জায়  
শ্রিয়মাণ হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। অমন রূপ এমন বার্থ হইল,  
মহাদেব একবার তাকাইয়াও দেখিলেন না ; পরন্তু সে-স্থানই ত্যাগ করিয়া  
চলিয়া গেলেন ;—ইহাতে কোন্ স্বীলোকের ক্ষোভ না হয় ? আর, সখিদের  
সম্মুখে এইরূপ ঘটিলে, কোন্ রমণী লজ্জায় শ্রিয়মাণা না হয় ?

### ১৩। পতিশোকাতুরা রতি

অকস্মাৎ এই অদ্ভুত বিপৎ-পাতে, রতি মুচ্ছিত হইয়াছিলেন। ক্ষণেক  
পরে চেতনা পাইয়া রতি দেখিলেন যে, সত্য-সত্যই মদন নাই,—ধরাতলে  
কেবল পুরুষাকৃতি ভস্মরাশি পড়িয়া রহিয়াছে ! তখন ধরাবলুর্গণে দুঃসরি-  
তাকী বিকীর্ণ-কেশা রতির সেই মশ্ম-ভেদী বিলাপে বনস্থলীও রতির দুঃখে  
সমহুঃখিনী হইয়াছিল ! রতি সৰুৰূপে এক-এক পূৰ্ব্ব-স্থখের কত-কথাই-  
না স্মরণ করিলেন ! পরে, পতির সহগামিনী হইতে উত্ততা হইয়া, রতি  
যখন বলিলেন,—

‘শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।

প্রমদা পতিবদ্যুর্গা ইতি প্রতিপল্লং বিচেতনৈরপি ॥’—( ৪—৩৩ )

এবং পরে, প্রিয়গাত্রভঙ্গে অন্ধ-রাগ করিয়া সখা-বসন্তকে চিতা-সজ্জা করিবার জন্ত কৃতান্তলিপুটে বলিলেন,—

“কুসুমাস্তরণে সহায়তাং বহুশঃ সৌম্য গতস্তমাবয়োঃ ।

কুরু সম্প্রতি তাবদাশু মে প্রণিপাতাঞ্জলিযাচিতশ্চিত্তাম্” ॥—( ৪—৩৫ )  
—ইহা শুনিয়া পাষণ্ড গলিয়া যায় !

### ১৪। গৌরী-শিখরে তপস্চারিণী পার্শ্বতী

রূপে শিবলাভ ঘটিল না দেখিয়া, পার্শ্বতী রূপের দিক্কার করিয়া, স্নেহময়ী জননীর নিবেদন না মানিয়া, অবশেষে পিতার অনুমতি লইয়া, তপস্চরণার্থে সগিসঙ্গে গৌরী-শিখরে আসিয়াছেন। তপস্শ্রায় হয় শিবলাভ, না-হয় তপস্শ্রাতেই দেহত্যাগ,—ইহা পার্শ্বতীর প্রতিজ্ঞা ! প্রগাঢ় প্রেমের কি অপূর্ণ পূর্বরাগ !

পার্কতা এখন তপস্চারিণী ! শিরীষ-কুসুমাদিক কুসুমার দোহে এখন বৃদ্ধল ; চামরলাঙ্ঘন চাঁচর-চিকুরদাম এখন জটা-কলাপে পরিণত ; মেথলাম্পদ নিতুখে এখন কর্কশ তুণের রজ্জু ; চন্দন-চর্চিত ও মুক্তা-হার-শোভিত বক্ষে এখন বালারূপ-পিঙ্গল-বঙ্কল ; অধর-পল্লবে আব রাগ-রঞ্জন নাই ; স্নেহময় অঙ্গুলিগুলি এখন কুশাকুর সংগ্রহে ক্ষত-বিক্ষত ; করে এখন অক্ষমালা ! পার্কতা তপস্শ্রা করেন ; আর, বিরামচ্ছলে যুগগণকে আরণ্য-বিজ্ঞাঞ্জলি দানে এবং বৃক্ষাদিকে জলসেচনে লালন-পালন করেন ;—এবং রাত্রিকালে কেবলমাত্র বাহুলতাকেই উপাধান করিয়া ভূমিতলে শয়ন করেন। স্নানান্তে হোম করিয়া, বঙ্কলের উত্তরীয় ধারণ করিয়া, পার্কতা বগন স্তবপাঠ করেন, তখন তাহা শুনিতে মূনিগণও তথায় আসিয়া থাকেন।

এইরূপ তপস্শ্রাতেও যখন কোন ফল ফলিল না, তখন পার্কতা গভীরতর তপঃসাগরে অবগাহন করিলেন—গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ—অগ্নি-চতুষ্টিয়ের মধ্যবস্তু

হইয়া, যখন তিনি সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল অতিতপ্ত হইয়া আরক্তকমলশ্রী ধারণ করে! অযাচিত-লজ্জা মেঘবারি এবং চন্দ্ৰের স্নানারশ্মিট তাঁহার পারণ-বস্ত্র! এইরূপে বর্ষায় দিবানিশি অনাবৃত স্থানে থাকিয়া, শীতে জলমগ্ন থাকিয়া, পার্শ্বতী কুঙ্কুম-সাধ্য তপের সাধনে প্রগুপ্ত হইলেন। লাবণ্যময়ীর এই কঠোর তপে কঠিনদেহী তপস্বীরাও পরাজিত। তাই, কবি পার্শ্বতী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, -

“ধ্রুবঃ বপুঃ কাঙ্কনপদ্মানির্মিতঃ—

মুহু প্রকৃত্য চ সসারমেব চ।”—( ৫—১২ )

গলিত-পদ্মাহার তপের পরাকর্ষ্য বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। পার্শ্বতী তাহাও পরিত্যাগ করিয়া “অপর্ণা” হইয়াছেন। স্তম্ভহং প্রেম-ব্রতের কি কঠোর সাধন!

১৫। এক জটামারী পুরুষ ও পার্শ্বতী

পার্শ্বতীর ব্রতের কথা মহাদেব জানিতে পারিয়াছিলেন; তদু পার্শ্বতীর মন পরীক্ষার নিমিত্ত, অর্থাৎ শিবাত্তরাগের গাঢ়তা পরীক্ষার নিমিত্ত, তিনি একদিন মুক্তিমান ব্রহ্মচর্যাশ্রম-স্বরূপ এক জটামারী সন্ন্যাসীর বেগে সেই গৌরী-শিখরে আসিয়া, পার্শ্বতীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি তপঃকুশলাদি প্রশ্নের পরে, তিনি পার্শ্বতীর এই কঠোর তপশ্চরণের কারণ জিজ্ঞাস্য হইলে, সখী তাহাকে পার্শ্বতীর শিবাত্তরাজি বিবৃত করিয়া কহিল। তখন চলনা করিয়া, সেই বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী, মহাদেবের রূপপ্তনের নানা নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। এই নিন্দাবাদের ভিতর গৃঢ়ভাবে বেশ-একটু হাস্তরস আছে। কিন্তু ইহা-যে চলনা মাত্র, পার্শ্বতী তাহা জানেন না; হতবাক তিনি উহা প্রকৃত শিবনিন্দা ভাবিয়া, সন্ন্যাসীর সকল-কথাই শিবপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া, অবশেষে বলিলেন,—

“অনং বিবাদেন যথা কৃতং তথাবিধং প্রাবদ্যেঃ সমস্তং সঃ

• মমাত্র ভাবেকরসং মনঃ দ্বিতং ন কামবৃত্তি বর্চনীয়মীকতে ॥”—(৫—৮২)

তখনও সন্ন্যাসী আবার কিছু বলিতে উদ্যত হইলে, পার্শ্বতীর তাহা  
অদৃশ হইল। তিনি সখীকে বলিলেন—সখি, বটুকে নিবারণ কর;  
কারণ,—

• “ন কেবলং যো মহতোঃপভাষতে—

শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ।”—(৫—৮৩)

যিনি পূর্জ্ঞয়ে পিতৃমুখে শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগে সে পাপের  
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, তিনি আবার শিবনিন্দা সহিবেন কেন? পাছে  
বটু আবার শিবনিন্দা করে, এবং পার্শ্বতীরকে তাহা শুনিতে হয়, এই ভয়ে  
তিনি সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন, মহাপ্রেমিক  
মহাদেব পার্শ্বতীর প্রেম-ভাবে প্রীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ নিজরূপ প্রকাশ  
করিয়া, সহস্রো পার্শ্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন। পার্শ্বতীও সহস্রা সাক্ষাৎ  
মহাদেবকে সমক্ষে দেখিয়া, সার্বিক-ভাবে বিভোর হইয়া, “ন যদ্যো ন তদ্যো”  
অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

### ১৬। সপ্তর্ষিগণ

বিরাহার্থী মহাদেব, সপ্তর্ষিগণকে দিয়া হিমবানের কাছে কণ্ঠা-ঘাট্ণা  
করাইবেন, এই মানসে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে, অরুন্ধতী-সহ সপ্তর্ষিগণ,  
তাঁহাদের প্রভামণ্ডলে বোমনদেশ সমুজ্জলিত করিতে-করিতে, তৎক্ষণাৎ  
মহাদেব-সমীপে আগমন করিলেন। এই সপ্তর্ষিগণের বর্ণনায় তাঁহাদের পবিত্র-  
ব্রত, সৌন্দর্য, ও মাহাত্ম্য সুপরিব্যক্ত। মুক্তার যজ্ঞোপবীত, সুবর্ণের  
বঙ্কল, এবং রত্নের অক্ষমালা ধারণ করিয়া, তাঁহারা বানপ্রস্থাবলম্বী কল্প-  
বৃক্ষের ছায় দেখাইতেছেন; আর তাঁহাদের মধ্যবস্ত্রিনী, পতিপদার্পিত-নেত্রা  
অরুন্ধতী দেবী যেন মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধি!

### ১৭। হিমবানের রাজধানী

মহাদেবের সহিত পার্কিতর বিবাহ প্রস্তাব করিতে, সপ্তর্ষিগণ অরুক্ষতীকে সঙ্গে লইয়া, হিমবানের রাজধানী ওষধিপ্রস্তুপূরে উপস্থিত হইলেন। এই ওষধিপ্রস্তু যেন দ্বিতীয় স্বর্গ! ধনসমৃদ্ধিতে ইহা অলংকারও অধিক এবং সৌন্দর্যে ইহা অমরাবতীর ত্রায়। গঠনে ইহা সুরক্ষিত দুর্গ, অথচ শোভায় মনোহর! যক্ষ-কিন্নরেরা ইহার নাগরিক এবং বনদেবতারা ইহার যৌষিৎ-বর্গ। এখানে জরা নাই, বার্ককা নাই, যমভয় নাই, শত্রুভয় নাই। অধিক কি—স্বপ্নসম্বোধে ইহা স্বর্গেরও অধিক! এইজন্ত এই ওষধিপ্রস্তু দেগিয়া সপ্তর্ষিগণও ভাবিতে লাগিলেন যে, স্বর্গোদ্দেশে সুরুতি-সঞ্চয়—শাস্ত্রের এ উপদেশ কেবল বকুন। মাত্র।

### ১৮। হিমবান্-ভবনে-সপ্তর্ষি—বিবাহের ঘটকালি

সপ্তর্ষিগণ যখন বেগে ওষধিপ্রস্তুে অবতরণ করিলেন, তখন তাহাদের শিরঃস্থ জটাজুট চিত্রিত-অনলের ত্রায় দেখাইতেছিল। পরে, তাঁহার। যথাবৃক্ষ-পুরঃসর হইয়া সারি দিয়া চলিতে লাগিলেন—ঠিক যেন জলমগ্নে প্রতিবিম্বিত ভাস্কর-পংক্তি!

হিমবান্ তাহাদের প্রত্যাগমন করিলেন। এই স্থলে দ্বার্থঘটিত বর্ণনায় হিমবানের স্বাবর ও জঙ্ঘম উভয় মূর্ত্তিই শ্রব্যাক্ত।

অকস্মাৎ সপ্তর্ষিদিগের এই আগমনে হিমবান্ নিজেকে কিরূপ সম্মানিত জ্ঞান করিলেন, হিমবানের উক্তিভে তাহা কবি অতি সুন্দররূপেই দেখাইয়াছেন। হিমবানের উক্তিগুলি বিনয়ের পরাকাষ্ঠা;—

“অপমেঘোদয়ঃ বর্ষমদৃষ্টকুসুমং ফলম্।

অতর্কিতোপপন্নং বো দর্শনং প্রতিভাতি মে ॥”— (৬—৫৪)

\* \* \* \*

“অইবিমি পৃথমাঙ্গানং ছয়েনৈব ছিজোত্তমাঃ ।

মুক্তি গঙ্গা প্রপাতেন দৌতপাদাভুসা চ বঃ ॥” — (৬—৫৭)

\* \* \* \*

“ন কেবলং দূর সংস্থং ভাস্বতাং দর্শনেন বঃ ।

অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোহপি পরং তমঃ ॥” — (৬—৬০)

জঙ্গম-হিমবানের এই-সব উক্তিতে তাহার স্থাবর-রূপও বেশ দৃষ্টি  
উঠিয়াছে । ইহাই এ বর্ণনার নিগূঢ় সৌন্দর্য্য ।

ঋষিদিগের পক্ষ হইতে অগ্নিরাঃ হিমবানের খাখোচিত সাধুবাদ করিয়া  
তাহার সম্মাননা ও সংবর্দ্ধনা করিলেন । এই-সব কথাও হিমবানের স্থাবর  
জঙ্গম উভয়-রূপকেই লক্ষ্য করিয়া দ্ব্যর্থ-ভাবে কথিত ।

তাহার পরে, বিবাহ-প্রস্তাব ও ঘটকালি । যেমন মহতের বিবাহ-  
প্রস্তাব, তেমনই সুপণ্ডিত ঘটক,—সুতরাং ঘটকালিও ইহল উচ্চ-অঙ্গের ।  
এবশেষে অগ্নিরাঃ হিমবানকে বলিলেন,—

• “উনা বপুর্ভবান্ দাতা যাচিতার ইমে বয়ম্ ।

বরঃ শস্ত্রবলং হোদ ব্রহ্মলোভু ভয়ে বিধিঃ ! — (৬—৮২)

অন্তোভুঃ স্তয়মানশ্চ বন্দ্যস্তানন্তাবন্দিনঃ ।

• স্তূতাসম্বন্ধবিধিনা ভব বিশ্বগুরো গুরুঃ ॥” — (৬—৮৩)

এই বলিয়া সপ্তর্ষিগণ ঘটকালির চূড়ান্ত করিলেন ।

এই-সব কথার সময়ে পার্শ্বতী পিতার পার্শ্বে বসিয়া, মাথাটা হেঁট করিয়া,  
লীলা-কমলের পাপড়ি গুলিতেছিলেন ।

মেনকার মন বুঝিয়া শৈলরাজ কণ্ঠা-দানে সম্মত হইয়া, পার্শ্বতীকে  
কহিলেন—বৎসে, তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের জ্যেষ্ঠ ভিক্ষা-স্বরূপে নির্দিষ্টা ;  
এখন ইহাদিগকে প্রণাম কর ।—পার্শ্বতী প্রণাম করিতে থাকিলে, হিমবান  
সপ্তর্ষিগণকে বলিলেন—এই “ত্রিলোচন-বধূ” আপনাদিগকে প্রণাম

করিতেছেন। তখন আশীর্বাদ করিয়া, অক্ষতী সেই লজ্জাশীলা পার্বতীকে নিঃ-ক্রোড়ে বসাইলেন।

### ১৯। পার্বতীর প্রসাধন

মাস্তুলিক স্নানাদি সমাপনান্তে, প্রসাধিকাগণ 'অলঙ্কার-রাশি লইয়া পার্বতীর সমক্ষে বসিলেন—পার্বতীকে অলঙ্কারে সাজাইবেন' বলিয়া। কিন্তু সাজাইবেন কি, বিনা-অলঙ্কারেই পার্বতীর অপরূপ শ্রী দেখিয়া তাঁহারা অবাক! তবু তাঁহারা পার্বতীর সর্বাত্মক—যেখানে: যা শোভা পায়, তাই দিয়া,—সাজাইতে লাগিলেন। ভূষিত অলক-নামে সে মুখের কি সুন্দর শ্রীই হইল!—

“লগ্নদ্বিরেকং পরিভূয় পদ্মং সমেঘরেণং শশিনঞ্চ বিধম্।

তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্য-কথা-প্রসঙ্গম্॥”—(৭—১৬)

অলঙ্কার পরিতে-পরিতে পার্বতীর শ্রী যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল;—

“স। সম্ভবন্তি: কুসুমৈলভেব জ্যোতির্ভির্কৃষ্ণভিরিব ত্রিযামা।

সরিষ্ভৈরিব লীয়মানৈরামৃচ্যমানাভরণা চকাশে॥”—(৭—২১)

মণ্ডন-কার্য সমাপ্ত হইলে, মেনকা আনন্দ-বাস্পাকুল-লোচনে পার্বতীর ললাটে মাস্তুলিক তিলক প্রদান এবং হস্ত মঞ্জল-মুত্র বন্ধন, করিলেন। তখন নব-বস্ত্র পরিয়া এবং দর্পণ হাতে করিয়া পার্বতী, ফেনপুঞ্জাচ্ছাদিত কীরোদ-বেলার স্নায় এবং পূর্ণচন্দ্র-শোভিতা শরৎসজ্জার স্নায়, শোভা পাইতে লাগিলেন!

### ২০। মহাদেবের বিবাহ-সজ্জা

এদিকে সপ্তমাতৃকাগণ মহাদেবকে প্রথম-বিবাহের মত করিয়াই সাজাইবার জন্ত প্রসাধন-সামগ্রী আনিয়া, কুবের-শৈলে তাঁহার সমক্ষে রাখিলেন। মহাদেব তাহা কেবল-মাত্র স্পর্শ করিয়া, মাতৃকাগণের সন্মান রক্ষা করিলেন; কিন্তু কোন সামগ্রীই গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার

অন্ধের স্বাভাবিক ভ্রম-কপালাদিষ্ট ভাবান্তর-প্রাপ্ত হইয়া বিবাহোপযোগী বেশ-  
 সজ্জায় পরিণত হইল। মহামোহীর যোগ-বলে কি না হয়? ভ্রম, শুভ্র  
 অন্ধরাগ হইল; কপাল, শিরোভূষণ; গজাজিন, ঢকুল; পিঙ্গল-তার ললাট-  
 নেত্র, হরিতাল-তিলক; এবং যোগানকার যে ভুজঙ্গ, সে সেইখান-  
 কারই অলঙ্কার হইল—কেবল, ভুজঙ্গ-মণির কোন পরিবর্তন হইল না,—  
 উহা ঐ-ঐ-অলঙ্কারের মণি-রূপেই শোভা পাইতে লাগিল। আর, যাহার  
 শিরে অকলঙ্ক শিশু-শশী দিব্যনিশি কিরণ-কান্তি বিকীরণ করিতেছে, তাহার  
 আর অত্র চূড়-মণিতে কি প্রয়োজন?

## ২১। বর-বাত্রা।

সজ্জা সমাপ্ত হইলে, মহাদেব নন্দীর হাতে ভর দিয়া, বায়ুচক্ষ্মাভূত-পাঠ  
 রূপে উঠিয়া বসিলেন। কৈলাস-সম রহস্যকায় সেই রূপভ, এখন যেন  
 ভক্তি-সঙ্কচিত দেহ!

মহাদেবের পশ্চাতে সপ্তমাতৃকা। গতি-নিবন্ধন চঞ্চল কুণ্ডলের শোভায়  
 এবং প্রভানুগলে, উহাদের মুখশ্রী নীলাকাশকে যেন পদ্মাকর সরোবর  
 করিয়া তুলিল!

কনক-প্রভা-মাতৃকাগণের পশ্চাতে কপালাভরণা কালী—ঠিক যেন সম্মুখে  
 বিদ্যুদ্দগীরণ করিয়া নীল-মেঘরাজী বলাকামালায় শোভা পাইতেছে!

প্রমথগণের তৃত্য-নাদে দেবতার। আসিয়া শিবসেবার্থ বরযাত্রায় যোগ  
 দিলেন :—

সূর্য্য, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত নূতন চত্র শিব-মন্ত্রকোপরি ধারণ করিলেন;  
 মূর্ত্তিমতী গঙ্গা-যমুনা, মহাদেবকে চামর-ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মা ও  
 বিষ্ণু, শিব-সমক্ষে আসিয়া জঘোচ্চারণ করিলেন; ইন্দ্ৰাদি লোকপালগণ  
 চত্র-চামর ও বাহনাদি নিজ-নিজ গৌরব-চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া, পদব্রজে ও



বিনীত-বেশে আসিয়া, কুতাজলিপুটে মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। সপ্তর্ষি-গণ ত সেই বরদাতায় আছেনই। গন্ধর্ষি-গায়ক বিধাবস্ত্র, মহাদেবের ত্রিপুর-বিজয়াদি গুণ-গান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বরদাতা পার্বত-রাজের নগরাভিমুখে চলিল।

## ২২। বর-দর্শনে পুর-সুন্দরীদের লালসা ও কৌতুক

পার্বতরাজকণা পার্বতীর বর—সেই লোকবিশ্রুত মহাদেবকে দেখিতে পুরন্দরীরা লালায়িত। বর আসিতেছেন শুনিয়া, সকল-কন্ধ্য ছাড়িয়া প্রাসাদ-গবাক্ষে ঘাইতে তাঁহাদের দেরূপ বাস্ততা কবি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুনির্মল হাস্য-রসের উদ্দীপক। তাড়াতাড়ি সুন্দরীরা যখন গবাক্ষ-মুখে আনিয়াছেন, তখন কাহারও হাতে আলুনায়ািত কেশপাশ—দ্রুত আসিতে যোঁপা খুলিয়া গিয়াছে। মালা পড়িয়া গিয়াছে; কাহারও এক চক্ষু মাত্র অঙ্গন-রাগ-রঞ্জিত, তিনি সেই অঙ্গন-শলাকা হাতে করিয়াই গবাক্ষে উপস্থিত; কাহারও পায়ের দ্রব অলক্তক-রাগে গবাক্ষ পর্য্যন্ত সারা-পথ অলক্তকাক্ত; কাহারও হস্তে শিথিল বসন-গ্রন্থি—দ্রুত আসিতে তাঁহার নীবিবন্ধ খুলিয়া গিয়াছিল, তিনি তাহা বাধিতে সময় পান নাই; কাহারও অঙ্গুষ্ঠে মুক্তা-মালার শুধু সূত্রটি রহিয়াছে—তিনি মালা গাঁথিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি আসিতে সেই অসমাপ্ত মালার মুক্তাগুলি প্রতি-পদক্ষেপে একটা-একটা করিয়া খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে!

শিব-সন্দর্শন-পিপাসা সুন্দরীদের যেন তৃপ্ত হয় না! তাঁহারা সর্বেশ্বরকে চক্ষুগত করিয়া, সেই চক্ষু ঘারা শিব-রূপ যেন “পান” করিতে লাগিলেন। আর, মুখে কেবল—“আহা আহা! মরি মরি! কুহুম-কোমলা পার্বতীর “অপর্ণা” হওয়া সার্থক; এমন পুরুষ-প্রবরের অঙ্ক-লক্ষ্মী হওয়ার ত কথাই নাই, উহার দাসী হওয়াও সৌভাগ্যের কথা! এখন বুঝা গেল যে, মদনকে

ইনি দক্ষ করেন নাই; নিশ্চয়ই ইহার অপরূপ রূপ দেখিয়া মদন নিজেই দেহুত্যাগ করিয়াছে!”

### ২৩। বর-বধূর যুগল মূর্তি

যে হরগৌরীর অধিষ্ঠান-প্রভাবে সংসারের বর-বধূ-মায়েই বিবাহ-কালে স্বকান্তি ধারণ করে, আজ স্বয়ং সেই হরগৌরীই বর-বধূ! স্বতরাং বিবাহের সময়ে তাঁহাদের অপরূপ শ্রী-হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। যথার্থিতি উদ্ভা-ক্রিয়া সমাপ্তির পরে বর-বধূ, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, কুহুমাস্তৃত বেদীর উপরে স্ববর্ণাসনে আসীন হইলে, লক্ষ্মী তাঁহাদের মন্তকোপরে দীর্ঘনালাদণ্ড কমল-ছত্র ধারণ করিলেন; তখন সেই কমলদলের প্রান্তলয় শিশির-বিন্দুজালে চত্রের মুক্তাফল-শোভা সম্পাদিত হইতে লাগিল! সরস্বতী তখন বরকে সংস্কৃতে এবং বধূকে প্রাকৃত্তে স্তুতি করিলেন।

\*

\*

\*

\*

• এই-সব চিত্রে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই কাব্যের পরিকল্পনায় পাত্র-পাত্রীগণ কেহই প্রাকৃত মানব-মানবী না হইলেও, কাব্যের উদ্দিষ্ট বিষয় এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহাদের কাব্য-কলাপ-সবই পূর্ণমাত্রায় মানবতা-মণ্ডিত। বলা বাহুল্য, তাহা না হইলে উহাতে মানবের উপভোগ্য রসাদি থাকিতেই পারিত না।—এ কাব্যে দেবাদিদেব স্বল্প মহাদেব বিপরীত; এবং বয়সের গাঢ়-পাথর না থাকিলেও, ঐ অবস্থায় সাধারণ মানবেরই মত পুনরায় দার-পরিগ্রহে সমুৎসুক। ইনিই এ কাব্যে নায়ক। এমন-যে জড়াগ্রগণ্য হিমালয়-পর্বত, তাহা এ কাব্যে যজ্ঞ-ভাগাধিকারী ও নানা-রাজৈশ্বর্য-বিশিষ্ট পর্বতাধিরাজ হিমবান। সপ্তবিংশকে প্রত্যাগমনার্থ ইনি যখন অর্ঘ্য-হস্তে, গুরু-পাদ-বিক্ষেপে যেদিনীকে কাঁপাইয়া চলিতে থাকিলেন, তখন সেই রক্তাধর, প্রোণ্ড-দেহ, দীর্ঘ-কুজ, শিলা-বক, হঠে-পুটে ও ভার-পরিচি সচল পুরুষটিকে হিমালয়-পর্বত

ভাবে কাহার সাধ্য ? তাই কবি স্বয়ংই বলিয়া দিয়াছেন—“হিমবানিতি” । বাস্তবিক, এ কাব্যে হিমবান্ মহৈশ্বর্যবান্ গৃহস্থ । ইহার রাণী মেনকা এবং পুত্র-কন্ডাও আছে । এই কন্ডাই পার্কতী—এ কাব্যের নায়িকা । পার্কতীর পরিণয়ই কুমারসম্ভবের ( এ অংশের ) উদ্দিষ্ট বিষয় । এই বিবাহ-ব্যাপারেও কোথাও তাত্‌কালিক মানব-সামাজিকতা হইতে চ্যুতি লক্ষিত হয় না—রোমাণ্টিকতার প্রলোভনেও না । উপরে উক্ত ১ঃ সাক্ষ্যক চিত্রে, যখন ছন্দ-বেশী মহাদেবের মুখে শিব-নিন্দা শুনিয়া পার্কতী বিরক্ত ভাবে চলিয়া যাইতে উচ্চতা, তখন মহাদেব নিজমূর্তি ধারণ করিয়া পার্কতীর হস্ত ধারণ করিলে, পার্কতী সান্ত্বিক-ভাবাপন্ন হইয়া “ন যযৌ ন তস্মৌ” অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । তখন মহাদেবও বলিলেন—“তবান্মি দাসঃ” । রোমাণ্টিক কবিদিগের কাব্যে ইহাই “পরিণয়” বলিয়া গণ্য হইতে পারিত । কিন্তু কালিদাস তাহা করেন নাই ; পার্কতীও নিজেকে “পরিণীতা” জ্ঞান করেন নাই ;—তিনি সখি-মুখে মহাদেবকে জানাইলেন—“দাতা মে ভূভূতাঃ নাথঃ প্রমাপীক্ৰিয়তামিতি”—ভূধরের্বর হিমবান্ আমার সম্প্রদাতা, ইহাই আপনি সম্প্রদায় করুন । ইহাই হিন্দুর গার্হস্থ্য-ধর্মোচিত হৃন্দর মানবতা বা সামাজিকতা । বাস্তবিক, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক সত্যাদি বাদ দিয়া কেবল মাত্র ব্যক্তিগত নর-নারীর “কপোত-কপোতী সম” মিলন কেবলমাত্র ভাব-রাজ্যের ব্যাপার ; পীতি-কাব্যাদিতে শোভন ও উপভোগ্য হইলেও কাব্য-নাট্যাদি সংসার-চিত্রে, বাহ্যতে নানারূপে, নানা-রঙ্গে, নানা-রসের উদ্ভাবনা করিতে হয়, সেখানে শুধু ভাব-গত প্রেম দ্বারা নানাবিধ রূপ কোটান একেবারেই অসম্ভব । এই জন্তই সর্বত্রই কাব্য-নাট্যাদি মানবতা-মণ্ডিত হইয়া থাকে । পুরাণে হর-পার্কতীর কাহিনীটিতে বেশ মানবতা বিদ্যমান এবং আরও মানবতার অবসর আছে বলিয়া, কালিদাস উহা তাঁহার কাব্যের বস্ত-রূপে গ্রহণ এবং তাঁহার অসাধারণ তুলিকাপাতে এক মনোহর সংসার-পট রচনা করিয়াছেন ।

তরকার-বধোণায়ে সেনানী-সৃষ্টি ইহার ভূমি ও অগ্র-পশ্চাৎ ভাগ ; অস্ত্রাস্ত্র চিত্রগুলি ইহার আত্মবলিক ও পারিপার্শ্বিক ; এবং ঐ আদর্শ প্রেমমুষ্টি হর-পার্বতীই এই মহাপটের কেন্দ্র-স্বরূপ । বিস্তৃত প্রেম এই মহালেখের লক্ষ্য বস্তু ও মন্ত্র ; ভাব-চিত্রণে ভাবোদ্দাপনা ইহার সৌন্দর্য্য ; পরিপাটী ভাষা ইহার বর্ণ, এবং সুমার্জিত উপমারাজী ইহার সমুদ্রল অলঙ্কার । ইহার সর্ব্বাংশই সুচিহ্নিত ও সৌন্দর্য্যময় । কবির কথাতেই তাঁহার এই অল্পম কাব্যের উপমা দিয়া, “গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা” করি—প্রসাধনাতে পার্বতীর বিকশিত-শ্রী ও সর্ব্বাঙ্গ-পরিপুষ্ট বরবপুর জায়, এই কাব্যখানিও —

“উন্নীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং—

সূর্য্যাংগুভির্ভিন্ন মিবাববিন্দম্ ।”—(১—৩২)

*"I revere the rhythm as well as the rhyme by which poetry becomes poetry ; but that which is really, deeply, and fundamentally effective—that which is really permanent, and furthering, is that which remains of the poet when he is translated into prose."*

*(Goethe on Shakespeare)*

# কুমারসম্ভব

— \* \* \* —

## প্রথম সর্গ

১।—উত্তর প্রদেশে হিমালয় নামে দেবতাস্থা পর্বতরাজ  
বিরাজ করেন। ইহার দেহ, পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকেই  
সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিয়া, যেন পৃথিবীর মানদণ্ড-স্বরূপে  
অবস্থিত।—

“উত্তর প্রদেশে” হিমালয়ের দেবভূমিষের সূচক।

“দেবতাস্থা”—হিমালয় জড়রূতি হইলেও জড়প্রকৃতি নহেন;—ইনি  
দেবতাস্থা। ইহাতে বক্ষমাণ মেনকা-পরিণয়, পার্শ্বভী-জনন, মহাদেবের  
সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-স্থাপনাদি হিমালয়ের চৈতন্য ও দেবোচিত ব্যবহার-সকলের  
উপযোগিত্ব সিদ্ধ হইল।

মানদণ্ড—মাপিবার কাঠি “গজকাঠি”। “পৃথিবীর মানদণ্ড” হিমালয়ের  
বিশাল দৈর্ঘ্য-সূচক।

২।—যখন শৈল-সকল দোহন-দক্ষ মেরুকে দোকা করিয়া  
পৃথু-প্রদর্শিতা গো-রূপা ধরিত্রীকে দোহন করাইয়া, (হৃদ্যাকারে)

দ্ব্যতিমন্ত রত্ন-সকল ও মহোষধি-সকল লাভ করেন, তখন তাঁহারা এই হিমালয়কেই ঐ গো-রূপা ধরিত্রীর বৎস-স্বরূপ করিয়াছিলেন।—

হিমালয়কে “গো-রূপা ধরিত্রীর বৎস-স্বরূপ” বলায় মাহুনেহাস্পাদক-হেতু হিমালয়ের সারগ্রাহিক স্থচিত। দোহনের পূর্বে গো-বৎস মাহুন্তের সার-ভাগ পান করিয়া থাকে।

( এই পৃথিবী-দোহন আখ্যায়িকা-সংক্ষেপে বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে আছে। )

৩।—এই হিমালয় অনন্ত রত্নের আকর বলিয়া, শুধু একমাত্র শৈত্য-দোষ ইঁহার সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্য বিলোপ করিতে পারে নাই;—যেমন চন্দ্রের ( স্নিগ্ধ ) কিরণ-রাশির মধ্যে তাঁহার একমাত্র কলঙ্ক-দোষ ডুবিয়া যায়, গুণরাশির, মধ্যে একমাত্র দোষও সেইরূপ।—

হিমের আলয় হইলেও, হিমালয় অনন্তরত্নের আকর বলিয়াই চির-প্রসিদ্ধ।

৪।—এই হিমালয় তাঁহার ( সু-উচ্চ ) শিখর-সকলের দ্বারা ( সিন্দূর-গৈরিকাদি-সম্বলিত ) ধাতুমস্তা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার শিখরগুলির এই ধাতুমস্তা ( দৃশ্যতঃ ও কার্য্যতঃ ) ঠিক যেন অকাল-সন্ধ্যার মত; ধাতুমস্তা-জনিত এই অকালসন্ধ্যা-শ্রী দেখিয়াই হিমালয়ের অঙ্গরাগণ প্রকৃত-সন্ধ্যা-ভ্রমে সন্ধ্যা-বেশভূষাদি-কার্য্য স্বরায় সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়; কখনও বা স্বরা-হেতু অলঙ্কারাদির বিপরীত বিস্তারও করিয়া কেলে।—

সূর্যাস্তকালে অশ্বগামী সূর্যের কিরণমালা বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড-সকলের উপরে সংক্রমিত ও প্রতিফলিত হইয়া রক্তিম-রাগ-সম্পন্ন এক প্রকার বিশিষ্ট স্রী উৎপাদন করে, যাঁহা দেখিলেই বুঝা যায় যে, সন্ধ্যাকাল সমাগত। হিমালয়ের মেঘসম্পন্ন শিখরসকলের সিন্দূর-গৈরিকাদি ধাতুরাগও সন্নিবিষ্ট-সঞ্চারী মেঘসকলে সংক্রমিত ও প্রতিফলিত হইয়া আকাশে সন্ধ্যা-স্রীর অনুরূপ স্রী উৎপাদন করিয়া অঙ্গরাদিগের মনে অকাল-সন্ধ্যা-ভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

হিমালয়ের শিখরসকল সিন্দূর-গৈরিকাদি ধাতুময় এবং হিমালয় অঙ্গরা-দিগের বিহারস্থল; ইহাই বর্ণিতে হইবে।

৫।—সিন্ধুগণ এই হিমালয়ের নিভৃৎ-প্রদেশ-সঞ্চারী মেঘ-মণ্ডলের অধস্তনস্থ ছায়া উপভোগ করিয়া, শুধু বৃষ্টি-ক্লেশ দূরীকরণার্থ, ইঁহার আতপবস্ত শিখর-দেশ আশ্রয় করিয়া থাকেন।—

হিমালয়ে অগ্নিমানি-সিন্ধু দেবযোনি-বিশেষেরও বাসযোগ্য ভূমি, এবং ইঁহার শৃঙ্গসকল মেঘমণ্ডলাতিক্রমী হ-উচ্চ,—যেহেতু মেঘমণ্ডল ইঁহার “নিভৃৎপ্রদেশ-সঞ্চারী” মাত্র।

৬।—এই হিমালয়ে তুষার-শ্রুতি-নিবন্ধন, রক্তচিহ্নসকল ধৌত হইয়া যাওয়ায়, কিরাতগণ, গজ-হননকারী কেশরীদিগের পাদপ্রক্ষেপ-স্থান দেখিতে না পাইলেও, ঐ সকল গজহস্তা সিংহগণের নখরঙ্ক-যুক্ত গজমুক্তা-সকল দেখিয়াই, সিংহদিগের গমন-মার্গ জানিতে পারে।—

হিমালয়ের ব্যাধসকল সিংহঘাতী এবং গজসকল মুক্তাকর, ইহাই ভাব। সিংহের পশুরাজ্য-হেতু হিমালয়ের ব্যাধগণের, এবং মুক্তাকর-হেতু হিমালয়ের



গজগণের শ্রেষ্ঠতা; এবং এই উভয়ের বাসস্থান বলিয়া অগ্ন্যগ্নি পৰ্ব্বতাপেক্ষা  
হিমালয়ের উৎকর্ষ।

৭।—এই হিমালয়ের ভূর্জ্বক্ষের বৃক্-সকল সিন্দূরাদি  
দ্রব ধাতুরস-চিহ্নিত হওয়ায় ঠিক যেন গুস্তাকরবৎ প্রতীয়মান  
হয়; এবং ধাতুরসের রক্তবর্ণ-হেতু ঐ সকল ভূর্জ্বক্ষ দেখিতে  
পদ্মকাথা কুঞ্জর-বিন্দু সকলের মত রক্তবর্ণ। তাহাতে ঐ  
ভূর্জ্বক্ষসকল বিজ্ঞাধরী-সুন্দরীদিগের অনঙ্গ-লেখার (প্রেম-  
পত্রীর) কাৰ্য্য করিয়া তাহাদের উপকার করে।—

প্রেম-পত্রীর গায় ঐ বৃক্গুলিও ‘গুস্তাকরবৎ’ ও ‘রক্তবর্ণ’; সুতরাং  
হিমালয়ের দিব্যাক্রনাদের বিহারোপযোগি-সুচক।

৮।—বংশী-বাদক যেমন মুখোথিত বায়ুদ্বারা বংশীর ছিদ্র-  
ভাগসকল পূর্ণ করতঃ স্বরোৎপাদন করিয়া গায়কের সহিত  
তান দেয়, এই হিমালয়ও তদ্রূপ স্বীয় গুহামুখোথিত বায়ুদ্বারা  
কীচক-নামক বেণু-বিশেষের রক্তভাগ-সকল পূর্ণ করতঃ এক  
উচ্চস্বর নির্গত করিয়া, তদ্বারা উচ্চ-গ্রাম-গায়ক কিন্নরদিগের  
সহিত যেন তানপ্রদান করিতেই ইচ্ছা করিতেছেন।—

হিমালয় দেব-গায়ক কিন্নরদিগের বাসস্থান এবং তাহাদের গীতাভ্যাসাদির  
উপযোগী।

৯।—এই হিমালয়ে, গণ্ডস্থল-কণ্ঠ-অপনয়নার্থ গজগণ  
কৰ্ণুক ঘর্ষিত হওয়াতে, সরল দ্রুমসকলের গাত্র হইতে সুগন্ধ  
ক্লীর নিঃসৃত হইয়া সামুদ্রেশসকলকে সুরভি করিতেছে।—

ইহাতে হিমালয়ের গজাকরত্ব ব্যক্ত।

১০।—এই হিমালয়ে রাত্রিকালে ওষধি-বৃক্ষ-সকলের জ্যোতিঃ কন্দর-গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে, উহা তথায় বনিতা সহিত রমণান বিরাতদিগের তৈলসেকানপেক্ষী সুরত-প্রদীপের কার্য্য করিয়া থাকে।—

প্রদীপ জাশিয়া অগ্নিক করিতে গেলে, উহাতে তৈল-নিষ্কেদের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই ওষধি-জ্যোতিঃতে সে প্রয়োজন নাই, অথচ প্রদীপের কাণ্ড হইতেছে।

১১।—এই হিমালয়ের ঘনীভূত-হিম-বজ্রল পথ অশ্বমুখা কিল্পরত্নীদিগের পদাঙ্গুলি ও পার্শ্বভাগের ফ্রেশদায়ক হইলেও, তাহারা নিতম্ব-ও-পয়োদর-ভার-পীড়িতা বলিয়াই মন্দগতি ত্যাগ করিতে পারেন না।—

হিমমণ্ডিত পদ পাদপীড়াকর হইলেও, কিল্পর-দ্বীগণ গুরু-নিতম্ব ও পীন পয়োদর-ভার হেতু শীঘ্র চলিতে অক্ষম।

১২।—এই হিমালয়, পেচকের গায় দিবাভীত ও গুহালীন অন্ধকারকে দিবাকর হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন; যেহেতু, শরণাগত সজ্জনের প্রতি উচ্চশিরঃ ( উন্নত ) লোকদিগের যেমন মমতাভিমান হয়, শরণাগত জন ক্ষুদ্র ( নীচ ) হইলেও তাহাদের প্রতি তাহাদের তেমনই মমতাভিমান হইয়া থাকে।—

হিমালয় যেমন আকৃতিতেও উচ্চশিরঃ, তেমনই প্রকৃতিতেও উচ্চশিরঃ অর্থাৎ উন্নত। তাই তাহার মহতোচিত এই ক্ষুদ্র-সংরক্ষণ।

১৩।—এই হিমালয়ের চমরীগণ ইতস্ততঃ তাহাদের সুশোভন লাদুল বিক্রেণ করিয়া চন্দ্র-কিরণ-শুভ্র চামর বাজন দ্বারা হিমালয়ের “গিরিরাজ” অর্থাৎ সার্থক করিতেছে।—

ভূতা কড়ক চামরবাজন রাজ-চিহ্ন।

১৪।—এই হিমালয়ে, বহুক্ষেপনিবন্ধন অতিশয় লজ্জিতা কিম্বদন্তীদিগের পক্ষে গুহা-গুহ-দ্বারাবলম্বা মেঘমণ্ডলগুলি যবনিকার কাৰ্য্য করিয়া থাকে।—

আচ্ছাদনের কাৰ্য্য করিয়া, মেঘমণ্ডল কিম্বদন্তীদিগের লক্ষ্য নিবন্ধন।

১৫।—এখানকার বায়ু ভাগীরথী-নিবাসী-শীতল-বহা, (সুতরাং শীতল ও শীতল);—পুষ্পিত দেবদারুগণকে মুহুমুহ কাপাইয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, (সুতরাং সুবতি);—এবং, এমন মুহুরগসম্পন্ন যে, উহা কড়ক কিবাতদিগের কড়িবদ্ধ শিখণ্ডবহ ভিন্ন হইতেছে নাত্র।—মৃগয়া-ক্রিষ্ট কিবাতেরা হিমালয়ের এই (শীতল, সুবতি ও হুহ) বায়ু সেবন করিয়া ভ্রামুদ্রব করিয়া থাকে।—

১৬। এই হিমালয়ের উদ্ধদেশস্থিত সরোবরের প্রস্ফুটিত গন্ধগুলি সপ্তষিগণ অতি প্রাতে নিজ হস্তে অবচয়ন করিয়া লইয়া গেলে, যে-সব (অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত) পদ্য অবশিষ্ট থাকে, অধোদেশ-ভ্রমী সূর্য্য তাহার উদ্ধমুখ কিরণদ্বারা এ অবশিষ্ট গন্ধগুলিকে প্রস্ফুটিত করেন।—

অগ্নি পাদির সরোবরের পশ্চিমকূল ঘরের অদেখুণী রশ্মি দ্বারা প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু হিমালয়ের এই উদ্গদেশ মাত্র গুমণলাপেক্ষাও উচ্চে অবস্থিত শালিনী, স্বয়ংকৈ তাঁহার উদ্গম্য কিরণ দ্বারা তথাকার পশ্চিমকূলে ফুটিতে হয়।

সপ্তর্ষিগণ তথায় নিজ হস্তে পদ্মাবচন করেন; ইহাতে ব্যক্তি হইবে,—  
হিমালয়েব এই উদ্গদেশ সপ্তর্ষিমণ্ডলের সন্নিবর্তি।

১৭।—এই হিমালয় যজ্ঞসারণোপযোগী সর্বপ্রকার দ্রব্যাদির জন্মস্থান এবং ইনি ভূভার-ধারণোপযোগী বলেরও অধিকারী; ইহা জানিয়াই প্রজাপতি সয়া হিমালয়ের জন্ম যজ্ঞ-ভাগ নির্দ্ধা-  
বিত করিয়া, তাঁহাকে শৈলাধিপতা প্রদান করিয়াছেন।

১৮। মেনকসখা এই হিমালয় মর্যাদাভিজ্ঞ; সেই জন্ম তিনি কুলরক্ষার্থ পিতৃগণের মানসী কন্যা, মুনিদিগেরও মাননীয়, এবং কুলশীল-সৌন্দর্য্যাদি সকল বিষয়েই নিজ-সদশী মেনকা দেবীকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়াছিলেন।

১৯।—কালক্রমে তাঁহার। উভয়ে শাস্ত্রানুসারী সুরত-কণ্ঠে প্রবৃত্ত হইলে, মনোরম যৌবন-শালিনী ভূধর-রাজ-পত্নীর গর্ভ-সঞ্চার হইল।

২০। মেনকার এই প্রথম গর্ভে (রাপে-গুণে সর্বথা) নাগবধূপভোগ্য মৈনাক নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মশত্রু ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পর্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করিতে থাকিলে, তখন এই মৈনাকই কেবল ইন্দের কুলিশাঘাতের বেদনা

জানিতে পারেন নাট—কলিষাঘাত হইতে কেবল এট মৈনাকই নাচিয়াছিলেন; এবং সেই অবধি ইনি সমুদ্রের সহিত সখাবদ্ধ।

ইন্দ্র-সকল, পক্ষতেরই পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলেন : কেবল হিমালয়-তনয় মৈনাকের পক্ষচ্ছেদ করিতে পারেন নাট, ইহা মৈনাকের উৎকর্ষ-বাহক; এবং এ-ই-ইন্দ্র পুত্রের পিতা বলিয়া হিমালয়ের উৎকর্ষ।

মৈনাক, নগাদিরাজ হিমালয়ের পুত্র হইয়াও ইন্দ্রভয়ে ভ্ৰূণাগ ভাণ করিয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন, এট অপরকণ অশেষা করিয়া কবি বলিতেছেন যে, বিতর্কিত হইলেও মৈনাক, জনাবিপতি সমুদ্রের অর্থাৎ নহতেরই দক্ষিণ সখাবদ্ধ।

অভ্যাতক-কথা-বিবাহ নির্দিষ্ট; এট হেতু মৈনাকবর্নন দ্বারা দেখান হইল যে, বর্ণিতবা হর-পার্বতী-বিবাহ-ব্যপার পার্বতী অভ্যাতক দেখা-বিরহিতা অর্থাৎ পার্বতী ভ্রাতৃমতী।

২১। মৈনাক-জন্মের পরে, দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা, মহা দেবের পূর্ব পত্নী, পতিব্রতা সতী-দেবী পিতা কর্তৃক ( শিবনিন্দা রূপ ) অবমাননা সহিতে না পারায়, যোগাশ্রিতে দেহ বিস-র্জন করিয়া, পুনর্জন্ম হেতু শৈল-বধু মেনকাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

২২। সাধু-আচরণ হেতু অশ্রষ্ট-নোতি-ক্ষেত্রে উৎসাহগুণ কর্তৃক যেমন সম্পদের সৃষ্টি হয়, নিয়মবতী মেনকাতে ভূধরাধিপতি কর্তৃক তেমনই সেই কল্যাণী সতী উৎপাদিতা হইলেন।

২৩। এই কন্যার জন্মদিনে দিচ্ সকল প্রসন্ন, বায়ু  
রঞ্জোরহিত (নির্মল), ( আকাশে ) শব্দ-ধ্বনি ও তৎপরে  
পুষ্পবৃষ্টি, অধিক কি, শৈলবন্ধাদি স্থাবর ও দেব-তির্থস্বল্পাদি  
শরীরী-মাত্রেয়ই পক্ষে সেই দিন সুখময়, হইয়াছিল।

২৪। নব-মেঘগর্জমকালে বিদূর-পর্বতের অন্তঃস্থ বৈদূর্য্য-  
মণির প্রভা উজ্জ্বল হইতে থাকিলে, উহার প্রাপ্তভূমি যেমন  
শোভা পায়, নব-প্রসূতা কন্যার দেহ-সমুদ্ভূত সুকান্তি-প্রভা-  
মণ্ডলের দ্বারা জননীও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

উজ্জ্বল বৈদূর্য্যমণি-প্রভার সহিত সন্তোজাতা প্রভাময়ী কন্যার উপমা।

২৫। বাল-চন্দ্র-লেখা যেমন অভাদয়ের পর হইতে দিন-  
দিন বাড়িবার কালে জ্যোৎস্নাময়ী কলারামির দ্বারা পুষ্পি লাভ  
করে, নব-প্রসূতা এই কন্যাও তেমনই দিনে-দিনে বাড়িতে-  
বাড়িতে লাবণ্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা পুষ্পিলাভ করিতে  
লাগিল।

২৬। পিতাদি সকল-বন্ধুজনের প্রিয় এই কন্যাকে বন্ধুজনে  
আভিজাতিক নামে অর্থাৎ পর্বত-বংশসমুদ্ভূত বলিয়া “পার্বতী”  
নামে ডাকিতেন। পরে, এই কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া যখন তপস্বী  
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মাতা মেনকা ইঁহাকে তপস্বী  
করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন—“উমা” (হে বংসে,

তপস্যা করিও না); সেই অবধি পার্বতী “উমা” নামে  
পাঠিয়াছিলেন।

২৭ বহু-অপহাবান্ হইলেও, হিমালয়ের দৃষ্টি এই  
সম্মানটীতে (পার্বতীতে) ভূপ্তি পাইত না; অনন্ত পুষ্প  
সদেও বসন্তের ভঙ্গ-মালা চুত-কুমুদেই সাতিশয় আসক্ত হইয়া  
থাকে।—

বসন্তের নানাবিধ পুষ্পের মধ্যে চুত-মঞ্জরীর ছায়া, হিমালয়ের বহু সম্মানের  
মধ্যে পার্বতীই মাদ্যগুণে সৰ্ব পক্ষা সমধিক কৰ্ম্মায়।

২৮। সমধিক প্রভাবতা শিখা দ্বারা দাপের ন্যায়, ত্রিপথগা  
(মন্দাকিনী) দ্বারা স্বর্গপথের ন্যায়, এবং বিহুদ্রা বাণী দ্বারা  
বিদ্বানের ছায়, এই কন্যা দ্বারা হিমবান্ শোভিতও হইয়াছিলেন  
এবং শোভিতও হইয়াছিলেন।

২৯। বাল্যকালে ক্রীড়ারস আশ্বাদন করিবার জন্যই যেন,  
পার্বতী সখীগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া, মন্দাকিনী-সৈকতে বালির  
বেদী, কন্দুক ও (কৃত্রিম) পুত্রক রচনা দ্বারা বারংবার ক্রীড়া  
করিয়া বেড়াইতেন।

সতীত্ব যখন পার্বতী-স্বরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন পুনরায়  
স্বাভাবিক বাল্যক্রীড়া করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; তবু যে পার্বতী  
এ জন্মেও আবার বাল্য-খেলা করিতেন, সে যেন কেবল ছমধুর ক্রীড়ারস  
উপভোগ করিবার জন্তই।

৩০। শরৎকাল সমাগত হইলে হংসমালা যেমন ( সংস্কার-কশেট ) গঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হয়, রাত্রিকাল সমাগত হইলে নদ্যৌষধি ( ভৃগুবিশেষ ) যেমন ( প্রকৃতি-বশেট ) নিজ দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়, স্থিরোপদেশা ( মেধাবিনী ) পার্শ্বতীর শিক্ষাকালে তাহার পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা-সকল তেমনই সংস্কারবশেই তাহাতে প্রতিভাত হইয়াছিল !

অন্যাদেই পার্শ্বতীর বহুল বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন।

৩১। পরে, পার্শ্বতীর বালোর পরবর্তী বয়স—যে বয়স অঙ্গ-যষ্টির অযত্নসিদ্ধ আলঙ্কার-সাধন স্বরূপ, যে বয়স আসব-নামে খাত না হইলেও তদ্বৎ মত্ততা-সাধক এবং যে বয়স মদনের পুষ্পহীন অঙ্গ-স্বরূপ,— পার্শ্বতীর বালোর পরে সেই নবযৌবন প্রাপ্ত হইলেন।—

মদনের পাঁচটা ফলবাণ ; যুবতীর নবযৌবন যেন মদনের ষষ্ঠ-বাণস্বরূপ ; তাহে ফলহীন। যুবতীর নবযৌবন-রূপ বাণের দ্বারা মদন পুরুষের হৃদয় বিদ্ধ করেন বলিয়া, ইহা মদনের “অঙ্গস্বরূপ”।

মদনের পঞ্চফলবাণ অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমগ্নিকা ও রক্তোৎপল।

৩২।—তুলিকা দ্বারা উদ্ভাসিত চিত্রের জায়, সূর্য্যাংশু দ্বারা বিকাশিত অরবিন্দের জায়, পার্শ্বতীর নবযৌবন দ্বারা অভিবাঞ্ছিত ( পূর্ণায়ত ) বপু চতুর্ভাষা-শোভি ( যেখানে যেমনটী হইলে শোভা পায়, তাহার কমও নয়, বেশীও নয়,—এমন সর্বদা সুন্দর ) হইয়া উঠিল !—



৩৩। পার্শ্বতীর চরণদ্বয়ের অভ্যন্তর অঙ্গুষ্ঠ-নখের এমনট প্রভা যে, পাদনিক্ষেপ-কালে নির্ভর-ন্যাস-হেতু যেন অমৃনিহিত রক্তরাগ উদগীরণ করিয়া, চরণ-দুখানি পৃথিবীতে সঞ্চারিণী স্থলারবিন্দ-শ্রী ধারণ করিত !—

৩৪। প্রতাপদেশ-লুপ্ত রাজহংসেরা সেই অবনতান্নী পার্শ্ব-তীর নৃপুৰ-ধ্বনি আদায় করিবার জন্যই যেন তাঁহাকে গতি-বিষয়ে তাহাদের বিলাস-সুন্দর পাদক্ষেপ শিক্ষা দিয়াছিল !—

বাক্য রাজহংসদিগের ইচ্ছা ছিল যে, পার্শ্বতীকে তাহাদের গতি-বিলাস শিখাইয়া প্রতাপদেশ-স্বরূপ তাঁহার নৃপুৰ-ধ্বনিটা তাহার আদায় করে ! তাই, তাহার পার্শ্বতীকে তাহাদের বিলাসগতি শিখাইয়াছিল !

তাৎপর্যার্থ—পার্শ্বতীর “হংসগতি” ত ছিলই, তার উপর ছিল তাঁহার সেই লীলাসুন্দর পাদ-বিস্তারের সহিত স্মধুর নৃপুৰধ্বনি (যাহা রাজহংসের নাই)। ইহা পার্শ্বতীর গতি-সৌন্দর্যের উৎকর্ষ-বাক্যক।

৩৫। পার্শ্বতীর উরুদ্বয় বর্ষুলাকার ও অমুপূর্ণ (ক্রমশঃ ক্রশ), অথচ নাতিদীর্ঘ; এই সুশ্রী উরুদ্বয়ের সৃষ্টিতে সৃষ্টি-কর্তার লাবণ্য-ভাণ্ডার একেবারেই নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায়, অন্যান্য অঙ্গ নিষ্কার্ণার্থ তাঁহাকে পুনরায় লাবণ্য-সৃষ্টির জন্য যত্ন করিতে হইয়াছিল !—

রাসীকৃত গঠন-লাবণ্য পার্শ্বতীর উরুদ্বয়ে বিদ্যমান।

উরুদ্বয়েই বিধাতার সমস্ত লাবণ্য ‘নিঃশেষিত’ বলায় উরুদ্বয়ের পূর্ণতা হ্রাসিত।

৩৬। উপমান-যোগ্য সুপরিচয় রূপ পাইয়াও, ঐরাবতাদি হস্তী-বিশেষের কর কর্কশ-স্পর্শ-হেতু, এবং রামরজাদি কদলী-বৃক্ষ-বিশেষ একান্ত-শৈত্য-হেতু, পার্বতীর উরুদ্বয়ের উপমান-বহির্ভূত !—

পার্বতীর উরুদ্বয়ের গঠন করীকরের গ্রায় হইলেও, উহা করীকরের মত কর্কশ নহে ; আর, কদলীতরুর গ্রায় হইলেও, উহা কদলীতরুর মত শীতস্পর্শ নহে । কার্কশ-দোষে করীকর এবং শৈত্য-দোষে রজাতরু, বিপুলরূপ সত্ত্বেও, পার্বতীর উরুর উপমান হইতে পারে নাই ।

৩৭। অনিন্দ্য-রূপা পার্বতীর নিত্য-দেশের শোভা কেবল ইহা হইতেই অনুমেয় যে, মহাদেব ( বিবাহান্তে ) তাঁহার নিজ ফ্রোড়ে,—যেখানে বসিবার ইচ্ছা পর্যান্ত অন্য কোন নারী করিতে পারে না,—মহাদেব তাঁহার সেই ফ্রোড়ে পার্বতীকে বসাইয়া ছিলেন !—

পার্বতীর বিপুল নিত্যের শোভা এমনই অনির্বচনীয় যে, কবি তাহা বর্ণনা না করিয়া কেবল অনুমান করিয়া লইবার ইচ্ছিত করিলেন !

৩৮। পার্বতীর সূক্ষ্ম নবরোমরাজ্য বস্ত্র-গ্রন্থি অতিক্রম করিয়া সুগভীর নাভি-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া এমনই শোভা পাইতে লাগিল, যেন মেখলার মধ্যবর্তী ইন্দ্রনীল-মণির আভাই বৃষ্টি নাভি-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া শোভা পাইতেছে !—

রোমরাজ্যের বর্ণ ও আভা ইন্দ্রনীল-মণির সদৃশ ।

মেখলার মধ্যমণি নাভির সন্নিকট বলিয়া, দেখিতে যেন উহারই আভা নাভিমধ্যে শোভা পাইতেছে !

৩৯। ( ডমরু-সদশাকৃতি ) বেদিবৎ কৃশমধ্যা তরুণী পার্শ্ব-  
তীর কটিদেশে সুচারু বলীত্রয় বিরাজিত। এই ত্রিবলী যেন  
মদনের আরোহণার্থ নবযৌবন কর্তৃক রচিত সোপান !—

৪০। উৎপলাক্ষি পার্শ্বতীর সুগৌর স্তনযুগল পরস্পরকে  
ঠেলিয়া একরূপ-ভাবে প্রবন্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, শ্যামমুখ সেই  
স্তনদ্বয়ের মধ্যে একগাছি মুগাল-সূত্রের বাবধানও ছিল না !—

৪১। পার্শ্বতীর ভুজযুগল শিরীষ-পুষ্পের অপেক্ষাও অধিক  
সুকুমার বলিয়া মনে হয় ; কারণ, মদন ( নিজের পুষ্প-বাণ  
সঙ্গেও ) মহাদেবের কাছে পরাজিত হইয়া, পরে এই দুই বাহু-  
পাশ দ্বারাই তাঁহার কণ্ঠবন্ধন করাইয়াছিলেন ।—

পুষ্প-বাণের দ্বারা যাহা হয় নাই, এই দুই বাহু দ্বারা তাহাই হইয়াছিল,  
ইহাই বাহুদ্বয়ের পুষ্পাধিক সৌকুমার্যব্যঞ্জক ।

৪২। পার্শ্বতীর পীনস্তনোন্নত কণ্ঠ ও সেই কণ্ঠলগ্ন  
বর্ষুলাকার মুক্তাভরণ, পরস্পর শোভাসম্পাদন-হেতু, ইহাদের  
ভূষণ-ভূষণ-ভাব উভয়তঃ সমান হইয়াছিল !—

মুক্তাহার কণ্ঠের যেমন শোভা সম্পাদন করিয়াছিল, সেই কণ্ঠও তেমনই  
মুক্তাহারের শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। ইহা পার্শ্বতীর কণ্ঠ-সৌন্দর্যের  
চরমোৎকর্ষ-ব্যঞ্জক ।

৪৩। লোলা অর্থাৎ চঞ্চলা লক্ষ্মী-দেবী যখন চন্দ্রে বাস  
করেন, তখন তিনি পদ্মের সুগন্ধ ভোগ করিতে পান না ;

আবার যখন পদ্মে বাস করেন, তখন চন্দের শোভা ভোগ করিতে পান না ; কিন্তু উমা-মুখে আসিয়া তিনি চন্দ্র ও পদ্ম, উভয়-জনিত আনন্দই ভোগ করিয়াছিলেন ।—

উমা-মুখে লক্ষ্মী-শ্রী-বিরাজমানা, ইহাই পিণ্ডিত মর্থ ।

লক্ষ্মী কহু চন্দ্রগতা, কহু পদ্মাশ্রিতা, “চক্ৰা” বলার ইহাই সার্থকতা ।  
“লোনা” অর্থ লোলুপা, লোভশালিনী; বুঝিলেও হৃদয় অর্থ হয়, যথা,—  
রূপাভিমানিনী লক্ষ্মীদেবী চন্দ্রাশ্রয়ে পদ্মগুণ উপভোগ করিতে পান না ;  
আবার পদ্মাশ্রয়ে চন্দ্রগুণ উপভোগ করিতে পান না ; তাই চন্দ্র ও পদ্ম,  
উভয়ের গুণ এককালীন উপভোগের নিমিত্ত লোলুপা লক্ষ্মী উমা-মুখে আসিয়া  
দুই-ই পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন ।

৪৪। পার্বতীর ( সূমুখের ) ঈশং-হাস্ত যখন তাঁহার তাত্ত্বিক ও ঈশের উপরে শুভ শোভা বিস্তার করিত, সে হাস্ত-শোভার অনুকরণ কেবল নবপল্লবের উপরে রক্ষিত স্নেহপদ্মাদি পুষ্প দ্বারা, অথবা নির্মল পদ্মরাগমণির উপরে স্থাপিত মুক্তাকল দ্বারাই সম্ভব ;—অন্য কোন কিছু দ্বারা নহে ।—

৪৫। মধুরভাষিনী পার্বতী তাঁহার যেন-অমৃতস্রাবী স্বরে যখন বাক্যালাপ করিতেন, তখন শ্রোতার কাছে কোকিলও বিতন্ত্রী বাদকের ন্যায় কর্ণের অপ্রীতিকর বোধ হইত !—

পার্বতীর কণ্ঠস্বর কোকিলের সুবিখ্যাত পঞ্চম-স্বরের অপেক্ষাও সমধিক সুমিষ্ট ও কর্ণসুখকর ।

“বিতস্তী বাদক অর্থাৎ বিষমবদ্ধ-যন্ত্র-বাদক, ঠিক করিয়া হুর মিলান হয় নাট, অথচ বাজান। এইরূপ “বেহুরো” বাজনা নিতান্তই শ্রুতি-কঠোর।

৪৬। আয়ত-লোচনা পার্শ্বতীর চঞ্চল দর্শন, বায়ু-বহুল স্থানের নীলোৎপল হইতে নির্বিশেষ;—বাঁয়ু-তাড়িত নীলোৎপল যেমন চঞ্চল, পার্শ্বতীর আয়ত-লোচনযুগলও সেইরূপ চকিত-বিলোকিত; এই চকিত-দর্শনটী পার্শ্বতী কি মৃগাক্সনাদিগের নিকট শিখিয়াছিলেন? অথবা কি, মৃগাক্সনারাই তাহাদের চকিত-দর্শন পার্শ্বতীর কাছে শিখিয়াছিল?—

সুন্দর চক্ষুর তিনটী শুণই এখানে বর্ণিত,—আয়ত, নীল ও চঞ্চল।

যাহার দেখিয়া অমুকরণ বা যাহার কাছে শিক্ষা করা যায়, তাহারই প্রাধান্য থাকে। এ স্থলে, কে কাহার দেখিয়া শিখিয়াছিল, নিশ্চয় না বুঝিতে পারায়, উভয়ের একান্ত সৌসাদৃশ্য সূচিত।

৪৭। পার্শ্বতীর দীর্ঘ-রেখা ক্রয়গুলের কাস্তি যেন কঙ্কলী দিয়া তুলি দ্বারা চিত্রিত! ক্রয়ের এই লীলাচতুরা (বিলাস-সুন্দর) কাস্তি দেখিয়া অনঙ্গ স্বীয় ধনু-সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন।—

মদনের পুষ্পধনুর শোভা ভগতে অতুলনীয়। কিন্তু পার্শ্বতীর সুবক্র ক্রয়গণের কাস্তি তাহাকেও পরাজিত করিয়াছে।

৪৮। তির্যাক্-জাতি ক্রন্তর চিন্তে যদি লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে পার্শ্বত-রাজপুত্রীর সেই (সুন্দর) কেশপাশ

দেখিয়া চমরীগণের নিজেদের কেশপ্রিয়স্থ নিশ্চয়ই শিথিল হইত।—

পার্বতীর কেশ-কলাপ চমরীদিগেরও লজ্জা-জনক ; কেবল পশু-বুদ্ধিতে লজ্জা-জ্ঞানাভাবেই তাহারা নিজ-নিজ চামরের প্রিয় !

৪৯। ( অধিক কি ! ) বিশ্ব-স্রষ্টা যেন জগতের সর্ববস্তু-গত সৌন্দর্য্য একত্র দেখিবার ইচ্ছায় চন্দ্রাবিন্দাদি সমস্ত উপমান-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া এবং যেখানে যেটা সাজে সেইখানে সেইটা সন্নিবেশিত করিয়া, অতি যত্নে পার্বতীকে নিশ্চান করিয়াছিলেন !

এক কথায়, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন একত্রিত হইয়া পার্বতীতে বিরাজমান !

৫০। যথেষ্ট-বিচরণশীল নারদ ঋষি একদা এই কন্যাকে পিতা হিমালয়ের নিকটে দেখিয়া সমাদেশ করিয়াছিলেন যে, কালে এই কন্যা প্রেম-বশে মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ও তদীয় অসপত্নীকা ভার্য্যা হইবেন।

পতির প্রেম আর অসপত্নিত্ব, এই দুইটাই রমণীদিগের সৌভাগ্য-মুচক ; হুতরাং আকাজকনীয়।

৫১। এই নারদ-বাক্যে নির্ভর করিয়া, হিমালয়, কল্যাণ প্রগল্ভ বয়স হইলেও, অন্ত-বরাভিলাষ করেন নাই ; কারণ, মন্ত্রপুত হুত, অগ্নি বিনা অন্ত কোন তেজেরই প্রাপ্য নহে।

এখানে, পার্শ্বতী যেন নারদ-বাণী রূপ মন্ব দ্বারা সংস্কৃত হৃত ! এমন পবিত্র ঘৃত কেবল মহাদেব-রূপ অগ্নিরই ভোগ্য, অন্য কাহারই নহে।

৫২। (আবার) যখন দেবদেব প্রার্থী নহেন, তখন তাঁহাকে ডাকিয়া কল্যাণ-পরিগ্রহ করাইতেও হিমাদ্রি সমুৎসুক ছিলেন না ; কারণ, পাছে প্রার্থনা বিফল হয়, এই ভয়ে বুদ্ধি-মান্ লোকে অভীষিত বিষয়েও মাধাস্থ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন।

“মাধাস্থ্য” অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও তাক্তিলা এই দুয়ের মধ্যস্থ ভাব—ঐদাসীক্য।

৫৩। সুন্দরী পার্শ্বতী পূর্বজন্মে যেদিন দক্ষ-রোষ-হেতু স্বরীর বিসর্জন করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে পশুপতি বিষয়া-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অপত্নীক আছেন ; এ পর্য্যন্ত পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন নাই।

মূলের ‘হৃদতী’র এখানে সুন্দরী অর্থই প্রশস্ত ; কারণ, সুন্দর দম্পতির সার্থকতা এখানে দেখা যায় না।

৫৪। সেই অবধি কৃষ্ণিবাস, তপস্কার্থ হিমাদ্রির কোন (এক অতি মনোরম) প্রস্থ-দেশে বাস করিতেছেন। ঐ প্রস্থদেশ গঙ্গা-প্রবাহ-ধৌত দেবদারু ছায়ায় শীতল, মৃগনাভি-কস্তুরীর স্নগ্ধে আমোদিত, এবং কিন্নরদিগের স্তম্ভাবা সঙ্গীতে মুখরিত।

এহলে প্রস্থদেশটির বর্ণনায় যে-তিনটি বিশেষণ আছে, তাহাদের সার্থকতা সম্বন্ধে মল্লিনাথ কিছুই বলেন নাই। কালিদাস কিন্তু নিরর্থক বিশেষণ ব্যবহারের কবি ছিলেন না। আমার মনে হয়, সার্থকতা এইরূপ—

প্রস্থ-দেশটি শাক্ত তপস্কার পক্ষে সর্বথা উপযোগী ; —গঙ্গা-প্রবাহে পবিত্রীকৃত, দেবদাক্ষায়ায় স্থলীতল, যুগনাভি-কস্তুরীর গঙ্গে চিত্তের প্রসন্নতা-সাধক, এবং তপোবিঘ্নকর, প্রতিকূল-শব্দাদি-বিরহিত, —যে-কিছু শব্দ, তাহা কেবল দেবারধনার অন্তুকুল কল্পিতদিগের স্বকণ্ঠ-সঙ্গীত-ধ্বনি। বলা বাহুল্য, বিপত্তীক মহাদেবের পক্ষে উগ্রতপস্কাপেক্ষা শাক্ত-তপস্কাই সতীবিয়োগ-বিধুর ননের শাস্তিদায়ক।

৫৫। মহাদেবের প্রমথগণ সুরপুন্নাগ-কুশ্মে ভূষিত হইয়া, সুখ-স্পর্শ ভূজ্জ-বকুল পরিধান করিয়া, এবং দেহে মনঃশিলা অতুলেপন করিয়া, গন্ধৌষধি-ব্যাপ্ত শিলাতলে উপবিষ্ট।

৫৬। সেখানে যখন মহাদেবের দর্পকল বুঝত কুরাগ্র দ্বারা তুষারসজ্জাত-কঠিন শিলা-সকল বিদৌর্ণ করিতে-করিতে, ( দূরা-গত ) সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, উচ্চরবে গর্জ্জন করিতে থাকিত, তখন তাহা শুনিয়া মহাভীত গো-সদৃশ এক-প্রকার পার্শ্বতীয় যুগগণ অতিকণ্ঠে ঐ ( ভীষণ ) বুকের দিকে তাকাইয়া দেখিত।

স্বন্দর স্বভাবোক্তি।

৫৭। স্বয়ং ইন্দ্রাদি তপঃফলদানের কর্তা হইয়াও, অ-মহাদেব ঐ প্রস্থে নিজেরই মূর্ত্যন্তর অগ্নি স্থাপন করিয়া ও তাহা



সমিৎ-কাষ্ঠের দ্বারা উদ্দীপিত করিয়া, কোন ফলকামনায় তপশ্চরণ করিতেছিলেন।

মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি—পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, ও অগ্নি।

৫৮। দেবারাধ্য মহাদেব অৰ্ঘ্যাভীত হইলেও, তাঁহাকে অৰ্ঘ্য-দানে পূজা করিয়া আরাধনা করিবার নিমিত্ত, অজিনাথ তনয়াকে সখিগণের সহিত সংযত-ভাবে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

৫৯। যুবতী কুমারী সমাধির প্রতিপক্ষভূতা হইলেও মহাদেব পার্শ্বতীর শুক্রাষা স্বীকার করিয়াছিলেন;—চিত্ত-বিকারের হেতু বিচ্যুত থাকিলেও ষাঁহাদের চিত্ত-বিকার নম ঘটে তাঁহারাই ( প্রকৃত ) ধীর !

ষে-পার্কতীতে জগতের সকল প্রকার সৌন্দর্য্য একত্র হইয়া বিরাজমান, সেই পরমরূপবতী যুবতী কুমারী হইতেও মহাদেব কিছুমাত্র তপোবিস্মের আশঙ্কা করিলেন না, ইহাতে তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্যগুণ স্ফুটিত।

৬০। সেই-অবধি স্নেকেশী ( পার্কতী ) প্রত্যহ পূজা-কুসুমাদি অবচয়ন, অতি দক্ষতার সহিত বেদিসম্মার্জন, এবং নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানের কুশ ও জল আনয়ন ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা গিরিশের সেবা করিতে লাগিলেন এবং ( যেন ইহার পুরস্কার-স্বরূপ ) চন্দ্রমৌলীর শিরঃস্থ চন্দ্রকলার নিক্ককিরণে পার্কতীর অমজ্জনিত ক্লান্তি দূর হইতে লাগিল।

“উন্মোৎপত্তি” নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

## দ্বিতীয় সর্গ

১। যে সময়ে হিমালয়-প্রান্তে পার্বতী তপোনিরত মহা-দেবের সেবা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তারকাসুর কর্তৃক উপক্রান্ত দেবগণ দেবেশকে অগ্রে করিয়া ( তারক-নাশ-ক্ষম সেনানী সৃষ্টি প্রার্থনা করিবার জন্ত ) স্বয়ম্ভু-ধামে ( ব্রহ্মসমীপে ) গমন করিলেন।

২। সরোবরে মুকুলিত পদ্মগুলির পক্ষে যেমন প্রাতঃ-সূর্য্য, মলিন-মুখশ্রী দেবগণের সমক্ষে তখন ব্রহ্মা তেমনই আবির্ভূত হইলেন।

মুকুলিত-পদ্ম সরোবর ও তারকাসুরের উপদ্রবে হত-সম্মান দেবগণ উভয়েই “মলিন-মুখশ্রী”। ঐরূপ পদ্মের পক্ষে যেমন সূর্য্য, মানমুখ দেবগণের পক্ষে ব্রহ্মা তেমনই মানিহর।

৩। পরে দেবগণ, জগতের স্রষ্টা, বাগীশ্বর চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, অর্থযুক্ত বাক্যাবলী দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ;—

৪। “সৃষ্টির পূর্বে আপনি অবিভক্ত ( নিরূপাধি ) আত্মা-রূপী ছিলেন ; পরে সৃষ্টি-প্রবৃত্তি-কালে সৎসাদি ত্রিগুণের বিভাগ-

হেতু উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; অতএব, হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্র-রূপী ত্রিমূর্তি, আপনাকে নমস্কার !—

৫। “হে অজ ( জন্মরহিত )! আপনি জন্মমধ্যে যে অনোষ বাজ নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ( স্বাবর জন্মাত্মক ) এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এই হেতু, আপনি বিশ্বের প্রভব অর্থাৎ কারণ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন।

মহু-সংহিতায় আছে—“তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া দ্যানযোগে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে আশ্রয় দি-বান্ধ অর্পণ করিলেন।”— ১ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক।

৬। “সৃষ্টির পূর্বের কেবলমাত্র আপনিই ছিলেন :” পরে সহরজস্তুমঃ এই তিনগুণ দ্বারা হরি-হর-ব্রহ্ম-রূপাত্মক তিন শক্তি বিজ্জু-স্তিত করিয়া, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আপনিই একমাত্র কারণ হইয়াছেন। -

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অব্যবহিত কারণ হইলেও, যখন ঐ ত্রিশক্তি নিরূপাধি ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত, তখন প্রকৃত পক্ষে নিরূপাধি ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের একমাত্র ( মূল ) কারণ।

৭। “প্রজা-সৃষ্টি হেতু আপনি নিজেকে ( দ্বিধা ) বিভক্ত করিয়া, তদ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রসূতি-স্বরূপ

আপনার এই দুই ভাগ সৃষ্ট প্রাণীবর্গের পিতামাতা বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে।—

মহুসংহিতায় আছে—“তিনি আপনার দেহ দ্বিধা করিয়া, অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন ;”—১ম অধ্যায়, ৩২ শ্লোক।

৮। “আপনি নিজকাল-পরিমাণ দ্বারা আপনার রাত্রিদিন ( অর্থাৎ বিশ্রাম-কাল ও কার্য্য-কাল ) বিভাগ করিয়াছেন। বাহ্য আপনার জাগরণ ( কার্য্যকাল ), তাহাই পঞ্চভূতাত্মক জগতের সৃষ্টিকাল ; আর বাহ্য আপনার সৃষ্টি ( বিশ্রাম-কাল ), তাহাই জগতের প্রলয়-কাল।—

মহুসংহিতায় আছে :—যখন সেই পরমদেব জাগরিত হন, তখন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চেষ্টিত থাকে, এবং যখন সেই শাস্ত্রাত্মা সূর্য্যপ্লাভ করেন, তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও নিম্নলিখিত হইয়া যায়।”—১ম অধ্যায়, ৫২-তম শ্লোক।

৯। “আপনি জগতের যোনি ( উৎপত্তি-স্থল ), কিন্তু স্বয়ং অযোনি ( আপনার উৎপত্তি-স্থল নাই ); আপনিই জগতের অমৃতক ( সংহারক ), কিন্তু স্বয়ং নিরমৃতক ( অমৃতহীন ); আপনিই জগতের আদি, কিন্তু আপনার আদি নাই ; আপনিই জগতের দৈশ্বর ( নিয়ন্তা ), কিন্তু আপনার নিয়ন্তা নাই।

১০। “হে ভগবন্ ! আপনি নিজের দ্বারাই নিজেকে জানেন ; নিজের দ্বারাই নিজেকে সৃষ্টি করেন ; এবং নিজের

দ্বারাই আপনি নিজেতেই লীন হয়েন ;—আপনি সর্ব ব্যাপারেই সমর্থ ।—

সকল ক্রিয়াই জ্ঞান-সাপেক্ষ ; এখানেও সেইজন্ম আত্ম-সৃজন-ক্রিয়ার পূর্বে আত্মজ্ঞান কথিত হইয়াছে ! প্রথম কর্তব্যার্থজ্ঞান, পরে সৃষ্টি, অবশেষে লয় ;—এ সকলই সেই একই শক্তির বিভিন্ন অবস্থামাত্র । ইহাই বেদান্ত-দর্শনের মূল কথা ।

১১। “আপনি ( সরিৎসমুদ্রাদিবৎ রসাত্মক ) দ্রবরূপী ; আবার নিবিড় সংযোগ নিবন্ধন ( মহৌধরাদিবৎ ) কঠিনরূপী ; আপনি ( ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটাদিবৎ ) স্থূল ; আবার ( অতৌন্দ্রিয় পরমাণুবৎ ) সূক্ষ্ম ; আপনি ( তুলাদিবৎ ) লঘু ; আবার ( পাষাণাদিবৎ ) গুরু ; ( কার্ধ্যরূপে ) আপনি ব্যক্ত ; আবার ( কারণরূপে ) অব্যক্ত । এইরূপ অগ্নিাদি বিভূতি-নিষ্পন্নও আপনায় যথাকামত্ব,—আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়েন ।—

অগ্নিাদি বিভূতি যথা—অগ্নিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবসায়িতা—এই অষ্ট প্রকার ।

“অগ্নিমা”—অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম আকার ধারণ করিবার ক্ষমতা ।  
 “লঘিমা”—লঘুতম হইবার ক্ষমতা । “ব্যাপ্তি”—ব্যাপকতা-শক্তি ।  
 “প্রাকাম্য”—সর্ববিধ কামনাসিদ্ধির ক্ষমতা । “মহিমা”—মহত্তম হইবার ক্ষমতা । “ঈশিত্ব”—সর্ববিধ কাণ্ডের উপরে কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ! “বশিত্ব”—সর্বক্সিয়কে বশে রাখিবার ক্ষমতা । “কামাবসায়িতা” সর্ববিধ কামনায় সাফল্য অর্থাৎ চরিতার্থতা প্রাপ্তির ক্ষমতা ।

১২। “ওঙ্কারাত্মক প্রণব যে বাক্যের উপক্রম ; উদাত্ত, অগুদাত্ত, ও স্বরিং, এই তিন স্বরে যে বাক্যের উচ্চারণ ; যে বাক্যের কর্ম অর্থাৎ প্রতিপাত্ত-বিষয়, যজ্ঞ ; এবং ( ঐ বিহিত কর্ম দ্বারা ) যে বাক্যের ফল, স্বর্গ ;—সেই বাক্যের অর্থাৎ বেদের উৎপত্তি-কারণ, আপনি ।—

১৩। “আপনাকে ভোগাপবর্গ-রূপ পুরুষার্থের প্রবর্তিনী প্রকৃতি কথা হইয়া থাকে ; আবার আপনাকেই সেই প্রকৃতির সাক্ষী-স্বরূপ উদাসীন অর্থাৎ কূটস্থ পুরুষও কথা হইয়া থাকে ।—  
ইহা “সাম্ব্য” মতে শুভ ।

১৪। “আপনি অগ্নিষাভাদি সপ্ত-পিতৃগণেরও ( তর্পণীয় ) পিতা ; ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পূজ্য ; ঞ্চৈষ্ঠেরও ঞ্চৈষ্ঠ ; এবং ( দক্ষাদি ) প্রজাপতিদিগেরও বিধাতা ( স্রষ্টা ) ।—

১৫। “শাস্ত্রত আপনিই হবা ও হোতা ; ভোজ্য ও ভোক্তা ; কার্য্য ও কর্ত্তা ; এবং আপনিই ধাতা, আবার আপনিই পরম ধোয় বস্তু ।”

১৬। দেবগণের পক্ষ হইতে এইরূপ যথার্থ, ( সূত্রাং ) হৃদয়ঙ্গম স্তুতিবাক্য শ্রবণে তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রবণ হইয়া ব্রহ্মা যখন উত্তর করিলেন ;—

১৭। ( কবি বলিতেছেন ) তখন ( বেদশ্রষ্টা ) সেই পুরাতন কবির ( ব্রহ্মার ) চতুর্মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া, শব্দের চতুর্বিধ মূর্ত্তিই যেন চরিতার্থ হইল !

শব্দের চারি প্রকার অবয়ব, যথা:—দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, ও জাতি । চারিমুখে উচ্চারিত হইয়া, শব্দের চারি অঙ্গই যেন পরম সার্থকতা লাভ করিল ।

১৮। ( ব্রহ্মা উত্তর করিলেন )—“হে প্রভূত-পরাক্রম-শালী, দীর্ঘবাহু দেবগণ ! ( দেখিতেছি ) তোমরা সকলে একই কালে এখানে সমাগত হইয়াছে ; ( ভরসা করি ) স্বকীয় প্রভাব দ্বারা তোমরা নিজ-নিজ অধিকার রক্ষা করিতেছ ; তোমাদের শুভাগমন ত ?

এখানে প্রস্ফুটলে দেবগণের উপস্থিত দৃশ্যের ইঙ্গিত । “দীর্ঘবাহু” স্ববীর-লক্ষণ ।

১৯। “হে বৎসগণ ! নীহারাক্ষাদিত হীনপ্রভ নক্ষত্রগণের আয়, তোমাদের মুখগুলি পূর্বের সেই স্বাভাবিক জ্যোতিঃ ধারণ করিতেছে না কেন ?—

২০। “দেখিতেছি, ইন্দ্রের বজ্র, যাহা দ্বারা তিনি বৃত্র-সুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেই বজ্র আজ তেজঃক্ষয়-হেতু নিম্প্রভ ; তাহা হইতে আর সেই বিচিত্র বর্ণ-সকল নির্গত

হইতেছে না ; তাই বোধ হইতেছে, যেন উহার অগ্রভাগের সে  
তীক্ষ্ণ আর নাই।—

ইন্দের বজ্রাস্ত্র জ্বালাময়, বিচিত্র-বর্ণ, ও স্তম্ভীক ; কিন্তু আজ উহার সে  
জ্বালাও নাই, সে বর্ণ-বিচিত্রও নাই, আর সে তীক্ষ্ণতাও নাই।

২১। “কেনই বা অরি-দুর্ব্বার এই বরুণের হাতে তাঁহার  
পাশাস্ত্র, মস্তুর দ্বারা নষ্ট-শক্তি সর্পের মত, শোচনীয়তা প্রাপ্ত  
হইয়াছে ?—

২২। “ভগ্ন-শাখ বৃক্ষের ন্যায়, গদাহীন বাহু, কুবেরের  
পরানুব-জনিত শলাপ্রায় হৃদয়-বেদনা যেন কহিয়াই জানাই-  
তেছে !—

“যেন” বলার অভিপ্রায় এই যে, বাহুর নাকি কথা কহিবার শক্তি নাই।  
তদু লক্ষণে ‘যেন’ কথা কহারই মত সূক্ষ্ম করিয়াই জানাইতেছে !

২৩। “যমও ( দেখিতেছি ) ভেজোহীন দণ্ড দ্বারা মাটি  
পুড়িতে-খুঁড়িতে, তাঁহার এমন যে অমোঘ যমদণ্ড, তাহাতে  
নির্ব্বাণ অঙ্গারের লাঘব আনিতেছেন !—

নির্ব্বাণ অঙ্গারখণ্ড দিয়া লোকে অন্তমনস্ক ভাবে মাটি গোঁড়ে। আজ  
যম তাঁহার হাতের “দণ্ড” দ্বারা ঐরূপে মাটি গোঁড়ায়, “যমদণ্ডের” কি লাঘবই  
দটান হইয়াছে ! ‘নির্ব্বাণ অঙ্গার’ যমদণ্ড-পক্ষে নষ্ট-বীৰ্য্য-বাক্যক।

২৪। “কেনই বা ঐ আদিভাগণ, এখন তেজঃক্ষয়ে এমন



শীতল হইয়াছেন যে, চিত্রশাস্ত্র প্রতিকৃতির মত, তাঁহাদের দিকে  
সচ্ছন্দে দৃষ্টপাত করিতে পারা যাইতেছে ?—

২৫। প্রতিকূল গতি দেখিয়া যেমন জল-প্রবাহের স্রোত-  
প্রতিবন্ধ অনুমান করা যায়, উনপঞ্চাশৎ বায়ুগণের স্থলিত-গতি  
দেখিয়া তেমনই অনুমান হইতেছে যে, ইহাদের স্বাভাবিক গতি  
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।—

২৬। “আর ঐ ( একাদশ ) রুদ্রদিগেরও মস্তকের জটাজুট  
যে রূপ অবনম্র এবং তাহাতে চন্দ্ররেখা যে রূপভাবে লম্ববান্  
দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উঁহাদের লঙ্কারের  
সে প্রভাব আর নাই।—

উর্দ্ধমুখ জটা প্রভাব-ব্যঞ্জক ; অবনম্র জটা পরাভব-দুঃখ-ব্যঞ্জক । “হকারই  
রুদ্রদিগের অঙ্গ।

২৭। “বিশেষ-শাস্ত্র-বাক্য দ্বারা যেমন সাধারণ-শাস্ত্রের  
শাসনাধিকারের লোপ হয়, প্রথমাবধি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ হইয়াও  
আপনারা কি তেমনই এখন ( কোন ) প্রবলতর শত্রু কর্তৃক  
স্বাধিকারচ্যুত হইয়াছেন ?—

সাধারণ-শাসন-বাক্য, “মা হিংস্তাং” অর্থাৎ জীব-হিংসা করিও না।  
কিন্তু যেখানে যজ্ঞ-বিশেষে পশুবিশেষ-বধের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেখানে  
বৃথিতে হইবে যে, এই বিশেষ-বিধি দ্বারা সাধারণ-বিধির অধিকার-সম্বোধ  
করা হইয়াছে ; কোথাও বা একেবারেই লোপ করা হয়।

২৮। “সেই জ্ঞানী, বংসগণ ! জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকটে কি প্রার্থনা করিতে তোমরা সকলে মিলিয়া আসিয়াছ, বল,। ( আমি ত বৃষিতে পারিতেছি না, কারণ ) আমাতে লোক-সৃষ্টির কর্তৃত্ব অবস্থিত, লোক-রক্ষার কর্তৃত্ব তোমাদেরই উপরে হুস্ত ।”

লোক-রক্ষার ভার দেবগুণের হাতে থাকায়, উহার জ্ঞান তাহারা কেন লোকস্রষ্টার কাছে আসিলেন, ইহাষ্ট জানিবার জ্ঞান ব্রহ্মার এই প্রশ্ন।

২৯। ব্রহ্মা এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ইন্দ্র, মন্থানিল-স্পন্দিত কমলাবলীর ন্যায় শোভাশালী তাঁহার সেই নেত্র-সহস্র দ্বারা ( ইঙ্গিত করিয়া ) সুরগুরু বৃহস্পতিকে ব্রহ্মাকৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবর্তিত করিলেন।

মূল-আছে—“কমলাকর”। এখানে “আকর” অর্থে সমুদ্র ! “সহস্র” আগ্রহাতিশয়া-বাঙ্কর।

৩০। তখন বৃহস্পতি, ( যিনি তাঁহার দ্বিনেত্রে ইন্দ্রের সহস্রনয়ন অপেক্ষাও অধিক দর্শনক্ষমতাশালী, সুতরাং যিনি ইন্দ্রের পক্ষে দ্বিনেত্র-সম্পন্ন দর্শনেন্দ্রিয়-স্বরূপ ), কৃতাঞ্জলি হইয়া পদ্মাসন ব্রহ্মাকে এই কহিতে লাগিলেন :—

ইন্দ্রের সহস্র নয়নেও যে দূরদর্শিতা নাই, বৃহস্পতির দুইটা মাত্র নয়নেই তাহার অপেক্ষা অধিক দর্শন-ক্ষমতা বিद्यমান, এই হেতু বৃহস্পতি যেন ইন্দ্রের “দ্বিনেত্র চক্ষু”-স্বরূপ অর্থাৎ প্রধান পরামর্শ-দাতা, স্বদক্ষ মন্ত্রী। এখানে “চক্ষু” শব্দে মনশ্চক্ষু বুঝিতে হইবে।

৩১। “হে ভগবন্! আপনি যাহা বলিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে;—সত্যই আনন্দের অধিকার শত্রু কর্তৃক বিমর্দিত হইয়াছে। প্রভো! সর্ববাহুর্ঘ্যামী হইয়া, আপনি ইহা কেন না জানিবেন?—

৩২। “আপনার প্রদত্ত বরলাভে উদ্ধত হইয়া, তারক-নানে মহাসুর ত্রিলোকে উপদ্রব করিবার জগৎ ধূমকেতুর ন্যায় উদ্গীত হইয়াছে।—

৩৩। “(এই তারকাধিকৃত) পুরে, যতটুকু কিরণ-দানে উহার ক্রীড়া-বাণীর কমলগণের বিকাশমাত্র সম্পন্ন হয়, সূর্য্য-দেবকে কেবলমাত্র ততটুকু কিরণই বিস্তার করিতে হইতেছে।—

তারক-পুরে সূর্য্য-দেব তারকাসুরের ভয়ে অর্থাৎ পাছে প্রচণ্ড উত্তাপে উহার কষ্ট হয়, এই ভয়ে, তাঁহার স্বাভাবিক স্তম্ভের কিরণ-জাল বিস্তার করিতে পারিতেছেন না; কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ কিরণ-দানে তথাকার ক্রীড়া-বাণীর স্বকোমল কমলগুলিকে ফুটিয়া, সূর্য্যদেবকে তারকের স্তম্ভের সহায়তা করিতে হইতেছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের পক্ষে ইহা কি বিষম-হীনতা-বাঙ্ক!

৩৪। ‘চন্দ্রদেবকে সর্বদা (কি শুক্ল-পক্ষ, কি কৃষ্ণ-পক্ষ, দুই পক্ষেই, প্রতিরাত্রিতে) বোলকলায় পূর্ণ হইয়া তারকা-সুরের সেবা করিতে হইতেছে!—কেবলমাত্র হরচূড়ামণীকৃতা কলাটি লইতে হয় নাই, (ইহাই যাহা কিছু স্তম্ভের)।—

তারক নিজের স্থাপত্যভোগের নিমিত্ত চন্দ্রকে প্রতিরাত্রিতে বোলকলায়

গাঢ়ায় নষ্টেছেন। অহা! তারকের হাতে চন্দ্রদেবের কি অসাধারণ,  
‘অস্বাভাবিক’ দুর্গতি!

৩৫। “কুসুম-চুরির অভিযোগ-ভয়ে ( অথবা দণ্ড-ভয়ে )  
বায়ু তারকাসুরের উত্থান-সঞ্চরণে নিবৃত্ত হইয়া, কেবল তাহার  
পাশ্বে মৃচ্-মৃচ্ বহিতেছেন মাত্র,—এত মৃচ্ যে, তালবৃন্ত-  
বাজনেরই মত, তাহার অধিক নয়।—

অপ্রতিহত-গতি পবন-দেব সর্বদাই কুসুম-গন্ধ-ভোগী, কিন্তু তারকা-  
সুরের ফুল-বাগানে তাহা করিবার যো নাই, করিলেই চৌথাপরাধ ও দণ্ড।  
পরন্তু, পবন-দেবকে তারকের কাছে থাকিয়া, সামান্য ভূতোর দ্বারা মৃচ্-মৃচ্  
বাতাস করিতে হইতেছে! কোথায় বা তাহার সেই অপ্রতিহত-গতি,  
আর কোথায় বা কুসুম-গন্ধোপভোগ!

৩৬। “ঋতুগণ পর্য্যায়-সেবা ( ঋতুর পরে ঋতু অনুসারে  
পর্য্যায় ক্রমে সেবা ) পরিত্যাগ করিয়া, এখন সর্বদাই (সর্ববিধ)  
পুষ্প-সম্ভারে, উত্থান-মালী যেরূপ উত্থানপালকে সেবা করে,  
সেইরূপে তারকাসুরকে সেবা করিতেছে।—

তারকাসুরের শাসনে এখন আর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি-দোষযুক্ত ঋতুভেদ  
নাই; বরং সমস্তের ধরিয়া সকল ঋতুকেই তারকাসুরের জন্ত প্রচুর ফুল  
যোগাইতে হইতেছে; “এখন এ ফুলের ঋতু নহে,” “ও ফুলের ঋতু নহে,”  
ইত্যাদি বলিলে চলিতেছে না।

৩৭। ‘সরিং-পতি সমুদ্র, তারককে উপহার দিবার যোগ্য  
( উত্তম-উত্তম ) রত্ন-সকল যতদিন পরিপক্বাবস্থা-প্রাপ্ত না হয়,

কেবল ততদিন মাত্র নিজ জলাভাস্তুরে রাখিয়া, অতি আগ্রহের সহিত ( পরিপাক-কাল ) প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন !—

উৎকৃষ্ট মুক্তাদি রত্ন-সকল যেই পরিপক্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অগ্নি কিঞ্চিৎকাল-বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা তারকাস্তুরকে উপচৌকন দিবে

৩৮। “বাসুকি-প্রমুখ সিদ্ধ-সর্পগণকে তাহাদের শিরঃস্থ উজ্জ্বল-মণি-প্রভা দ্বারা রাত্রিকালে তারকাস্তুরের চারি পাশ্বে স্থির প্রদীপের কার্য্য করিতে হইতেছে !—

বাসুকি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সর্প-সকলকে তাহাদের মাথার মণির প্রভা দ্বারা তারকের আলোক-সেবা করিতে হইতেছে । মণির আভা বলিয়া উহা “স্ফির” অর্থাৎ অকম্প ও অনির্কেয় প্রদাপ ।

৩৯। “( অধিক কি ), দেবরাজ ইন্দ্রকেও তারকাস্তুরের অমুগ্রহাপেক্ষী হইয়া, ঘন-ঘন দূত দ্বারা কল্লজ্রম-প্রসূন পাঠাইয়া, তাহার মনস্তৃষ্টি-সাধন করিতে হইতেছে !

কল্লজ্রের ফুল মুহূর্ত্ত না পাঠাইলে ইন্দ্রেরও রক্ষা নাই !

৪০। “রবি-শশী-পবনাদি এইরূপে তাহাকে সেবা করিতেছে ; তবু সে ত্রিভুবনকে পীড়ন করিতে নিরস্ত হইতেছে না । প্রতাপকার দ্বারাই দুর্জ্জন শাস্ত হয় ; উপকার করিয়া দুর্জ্জনকে কখনই শাস্ত করা যায় না ।—

সেবা করিয়া, তাহাকে শাস্ত করা যাইবে না ; তাহাকে শাস্ত করিতে ইহলে যথোচিত প্রতীকার করা চাই, ইহাই ভাব ।

৪১। “নন্দন-কাননের ফ্রম-সকল,—( অলঙ্কারার্থে )  
বাহাদের পল্লবগুলি অমর-বধূরা তাঁহাদের সুকুমার হস্ত দ্বারা  
সদয় ভাবে চিড়িতেন,—নন্দন-কাননের সেই ফ্রমসকল ( আজ )  
নির্দয় তারক কর্তৃক ছেদন ও পাতনে অভিজ্ঞ হইতেছে !—

নন্দনকাননের পারিজাতাদি বৃক্ষ-সকল এতই শোভার বস্তু যে, কেহ  
উদ্ভাদিগকে কাটিয়া ফেলা দরে থাকুক, নির্দয়ভাবে স্পর্শ পয়াম্ব করিত না ;  
কেবল অমর-বধূরা অলঙ্কারার্থে তাঁহাদের সুকোমল হস্ত দিয়া পল্লব চয়ন  
করিতেন,—তাহাও অতি সদয়-ভাবে, পাছে বৃক্ষদিগের অঙ্গে আঘাত  
নাগে । আজ সেই বৃক্ষ-সকল তারক কর্তৃক ছেদিত ও পাতিত হইয়া ছেদ-  
পাতের দুঃখ অনুভব করিতেছে !

৪২। “তারকের নিদ্রাকালে, যখন সুরবন্দিনীরা নিশ্বাস-  
প্রমাণ বায়ু দ্বারা তাহাকে ব্যঞ্জন করেন, তখন সেই চামরগুলি  
( জুঃখিনী ) সুরবন্দিনীদিগের নেত্রবাস্পবিন্দু বর্ষণ করিতে  
থাকে !—

নিশ্বাসাপেক্ষা অধিক বায়ু-ব্যঞ্জে পাছে তারকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে  
বন্দিনীরা নিশ্বাস-সমান বায়ুই ব্যঞ্জন করিতেন ।

কেহ-কেহ ব্যাখ্যা করেন,—বন্দিনীদিগের মনস্তাপ-জনিত নিশ্বাসেব  
সহিত মিশ্রিত বায়ু দ্বারা ব্যঞ্জন । কিন্তু মূলে বা মস্তিষ্কনাথের টীকায় এ  
আভাস নাই । “শ্বাস-সাধারণ বায়ু” অর্থাৎ যে বায়ু নিশ্বাসের সমান, নিশ্বাস-  
প্রমাণ, নিশ্বাসের অনধিক ।

চামর-বাজন-কালে বায়ু যদি জলকণা-সিক্ত হয়, তাহা হইলে উহা ভোগীর পক্ষে বড়ই সুখকর। এ স্থলে, তুংগিনী বন্দিণীদের অশ্রুকণাই তারকের পক্ষে জলকণার কায়া করিত :—বন্দিণীরা কাদিত বটে, কিন্তু তাহাতে তারকের জলসিক্ত বায়ু উপভোগ হইত !

তারকাসুরের নিদ্রাকালেই তুংগিনী স্তর-বন্দিণীদের রোদানের অবসর !

৪৩। “সূর্যাস্থগণের ক্ষুরে চূর্ণিত মেরুশৃঙ্গসকল উৎপাটিত করিয়া, তারকাসুর তাহাদিগকে নিজের ( ত্রিভুবনস্থ ) ধাম-সকলের কেলি-পর্বত করিয়াছে !—

“সূর্যাস্থগণের ক্ষুরে চূর্ণিত” মেরুশৃঙ্গগণের অত্যাচতা-বাক্যক ।

সূর্যাদেবের এক-চক্র রথে সপ্তাং-যোজিত। ( সপ্তাং সপ্তবর্ণের রূপক )।

৪৪। “মন্দাকিনী এখন জলাবশেষ মাত্র ; তাহাও আবার দিগ্‌গজদিগের মদে আবিল। সেই জলের ( সার ) শস্ত্র-স্বরূপ যত কনক কমল, তারকাসুরের বাপীগণই ঐ সকল কনক-কমলের ধাম হইয়াছে !

স্বর্ণ-নদী মন্দাকিনীর সমস্ত কনক-কমলগুলি উপাড়িয়া আনাইয়া তারকাসুর নিজের দৌরিকায় লাগাইয়াছে !

৪৫। “তারকাসুরের অকস্মাৎ-আগমন-ভয়ে এখন দেব-রথের পথ দুর্গম হইয়াছে ; সুতরাং দেবগণ সম্প্রতি ত্রিভুবন-দর্শনানন্দে বঞ্চিত !—

৪৬। “মহা সমারোহে অভূষ্টিত যজ্ঞে যাজ্ঞিকগণ যখন অগ্নিতে আভূতি প্রদান করেন, তখন সেই মায়াবী আমাদের অগ্নিমুখ হইতে আমাদের সাক্ষাতেই সেই আভূতি বলপূর্বক কাড়িয়া লয়!—

অগ্নিই দেবগণের মুখ; এই মুখ দিয়াই তাহারা যজ্ঞের হবির্ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন মায়াবী তারকাসুর মায়াবলে এই সকল হবিঃ দেবতাদের মুখ হইতে কাড়িয়া থাইতেছে,—দেবতারা কেবল “ফ্যাল-ফ্যাল” করিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন মাত্র, নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। তারকের মায়াবলের কাছে দৈববল সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে!

৪৭। “সু-উন্নত উচ্চৈঃশ্রবা, যাহা ইন্দ্রের চিরকালার্জিত মূর্তিমান্ যশঃ-স্বরূপ—তারকাসুর সেই হয়-রত্নটিকেও অপহরণ করিয়াছে!—

৪৮। “ত্রিদোষজ সান্নিপাতিক জ্বর-বিকারে বীৰ্য্যবন্ত ঔষধ-সকলও যেমন বিফল হইয়া যায়, সেই ক্রুর তারকাসুরের প্রতি আমাদের-অবলম্বিত সকল উপায়ই সেইরূপ বার্থ হইয়াছে!—

বীৰ্য্যবন্ত ঔষধের সহিত তুলন। দ্বারা উপায়গুলির সাম্ব্যাতিকত্ব সূচিত।  
উদাহরণ-স্বরূপ দুইটা সাম্ব্যাতিক উপায় গেরেই কথিত হইতেছে।

৪৯। “যে হরিচক্রে আমাদের জয়াশা ছিল, তারকাসুরের প্রতি নিষ্কিপ্ত সেই হরি-চক্র দ্বারা যেন তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ-ভূষণট অর্পিত করা হইয়াছে!—বরং প্রতিঘাতে চক্রের অস্থানিহিত তেজঃ



সমুদগত হওয়ায় উহা সমধিক উজ্জ্বল কণ্ঠভূষণরূপেই তারকের  
কণ্ঠে শোভা পাইতে লাগিল !—

বিষ্ণুর অমোঘ “সুদর্শনচক্র” তারকাসুরের কণ্ঠচ্ছেদ না করিয়া, বরং  
তাহার ‘কণ্ঠভূষণ’ হইয়াছে। এমন চরম মাজ্জাতিক উপায় প্রয়োগ করিয়াও  
তাহা বিফল হইয়াছে !

৫০। ঐরাবতকে পরাজিত করিয়া, তারকাসুরের গজ-  
সকল এখন পুঙ্কর-আবর্ভূকাদি মেঘে বপ-ক্রীড়া অভ্যাস  
করিতেছে !—

ইন্দের “ঐরাবত গজ” আর-এক মাজ্জাতিক উপায়,—তারকের প্রতি  
প্রযুক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে !

৫১। “এমন-সকল শ্রেষ্ঠ উপায় যখন ব্যর্থ হইল, তখন  
হে বিভো ! মুমুক্শু ব্যক্তিগণ যেমন পুনরুৎপত্তির নিবৃত্তি-  
মানসে কৰ্ম্মবন্ধচ্ছেদক্ষম ধর্ম্মের আশ্রয় লয়েন, আমরাও সেইরূপ  
( এই আত্মরিক যন্ত্রণার নিবৃত্তি-উদ্দেশে, তারক-সংহার ক্ষম )  
এক দেব-সেনানী-সৃষ্টির ইচ্ছা করিতেছি ;—

৫২। “সুর-সৈন্যদিগের রক্ষা-কর্ত্তা-স্বরূপ যে-সেনানীকে  
অগ্রে করিয়া, ইন্দ্র বন্দীস্বরূপা জয়শ্রীকে শত্রু-হস্ত হইতে  
প্রত্যানয়ন করিবেন ;—( আমরা এমন-এক দেব-সেনানী-সৃষ্টির  
ইচ্ছা করিতেছি )।”

‘জয়শ্রী’ যেন স্ত্রী-স্বরূপা,—তারকাসুর কর্ত্তক বন্দীকৃত।

## দ্বিতীয় সর্গ

৫৩। বৃহস্পতির বাক্যাবসানে, স্বয়ম্ভু কথা কহিলেন ;  
মনোহরহে সে কথা যেন গর্জ্জনা-নৃত্য-বৃষ্টি-কণ্ড পরাজয় করিল,—

“গর্জ্জনায়ে বৃষ্টি” বৃহস্পতি কড়ক দুঃখ-পারজাপনের পরে ফলোদয়-স্বরূপ  
প্রকাব্যাক্যের সুভগদ্ব-ব্যঙ্গক ।

৫৪। ( স্বয়ম্ভু বললেন )—“কিছুকাল প্রতীক্ষা কর ;  
তোমাদের এই মনোবাসনা সফল হইবে । কিন্তু উহার সিদ্ধি-  
বশয়ে আমি স্বয়ং ঐ সেনানী-সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে  
পারিব না ।—

৫৫। “(কারণ), ঐ ‘তারক’-দৈত্য আমা-হইতেই প্রতিষ্ঠা-  
প্রাপ্ত ; সুতরাং আমা-কড়ক তাহার ক্ষয়-সাধন অনুচিত । ( অতঃ  
পরে কথ্য দূরে থাক্ ), বিষ-বৃক্ষও নিজ-হস্তে পালন করিয়া  
শেষে নিজ হস্তেই তাহা ছেদন করিতে নাই ।—

৫৬। পূর্বে সেই তারকাসুর আমার কাছে, (যেন দেবেরও  
অবধ্য হই ) এই বর চাহিয়াছিল ; আমিও তাহাকে সেই বরই  
দিয়াছিলাম । ( যদি বল, জানিয়া-শুনিয়া এমন ভয়ানক  
দৈত্যকে কেন এমন প্রশ্রয় দিলাম ?—) তাহার ত্রিলোক-দহন-  
ক্ষম তপঃ-প্রভাব আমি ঐ বরদানে শাস্ত করিয়াছিলাম ।—

ঐ বর না দিলে তাহার তপঃরূপ অগ্নিতে তখনই ত্রিলোক দগ্ধ হইয়া  
বাইত । ত্রিলোক-রক্ষার্থ, বর-রূপ জলদানে তখন সেই প্রচণ্ড অগ্নি প্রশমিত  
করিতে হইয়াছিল ।

৫৭। “কোন ( উপযুক্ত ) ক্ষেত্রে নিষিক্ত নীল-লোহিতের শুক্রে অংশ ( ধূজটির ঔরস-জাত পুত্র ) বিনা আর কে, সেই যুদ্ধ-কুশল ( তারকাসুর ) যখন যুদ্ধে উদ্বৃত্ত হইবে, তখন তাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে ?—

৫৮। “সেই ( দেবাদিদেব ) মহাদেব তমোগুণাতীত জ্যোতির্ময় পরমাত্মা ; তাঁহার অনন্ত মহিমা ভেদ করা আমার ও সাধ্য নহে,—( এমন কি ), বিষ্ণুরও সাধ্য নহে ।—

এই অমন্ত-প্রভাব-সম্পন্ন মহাদেবের অসাধ্য কিছুই নাই । তারক-সংহার-ক্ষম সেনানী সৃষ্টি ই হারই সাধ্য—ইহাই ভাবার্থ ।

৫৯। “যখন তোমরা কার্যার্থী হইয়াছ, তখন এক কশ্ম কর ;—অয়স্কাস্ত্র-মণি দ্বারা যেমন লৌহকে আকর্ষণ করা যায়, তেমনই, উমা-সৌন্দর্য্য দ্বারা তোমরা শত্রুর সমাধিস্থ মনকে আকর্ষণ করিতে উদ্যোগী হও ।—

৬০। “আমাদের উভয়ের (মহাদেবের ও আমার ) নিষিক্ত বীজ ধারণ করিতে কেবল মাত্র দুইটা স্ত্রীলোকই পারে,—উমা এবং শত্রুর জলময়ী মূর্তি ।

হুতরাং, ব্রহ্মা যখন স্বয়ং এ সেনানী-সৃষ্টি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তখন উমা ছাড়া গতাস্তর নাই । ‘জলময়ী মূর্তি’ মহাদেবের অষ্ট মূর্তির অন্ততম ।

৬১। “শিতিকণ্ঠের আশ্রয়ই তোমাদের সেনাপতি

পাঠয়া স্বায় বার্থ্য-বিভূতি দ্বারা সুরবন্দীদিগের বেণীমোচন করিবে।”

“সুরবন্দীদিগের বেণীমোচন” দ্বারা তারকাহর-বধ স্থচিত।

৬২। বিশ্বযোনি (ব্রহ্মা) দেবগণকে এইরূপ কহিয়া তিরোধান করিলেন। দেবগণও মনে-মনে কর্তব্য-নিশ্চয় করিয়া স্বর্গ-ধামে প্রত্যাগত হইলেন।

৬৩। (তখন), ইন্দ্রদেব, হরচিত্তাকর্ষণ-কার্য্যে কন্দর্পট সোধক হইবেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া, হরায় কার্য্য-সিদ্ধির জন্য দ্বিগুণিত-বেগ-সম্পন্ন মনে কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন।

একেই “মনের গতি” ক্রততায় চির-প্রসিদ্ধ; তাহার উপর “দ্বিগুণিত-বেগ” সম্পন্ন বলায় অতিশয় ক্রতগতি স্থচিত।

“স্মরণ” অর্থাৎ মনে মনে আশ্রয়।

৬৪। তখন, পুষ্প-ধনু কামদেব, রতি-বলয়-চিহ্নাঙ্কিত স্বক্কে ললিতাজনাদিগের ক্র-লতার স্থায় চাক-কোটি-সম্পন্ন ধনুকখানি স্থাপিত করিয়া, এবং সহচর বসন্তের হস্তে চুতাকুর অস্ত্রটি স্থাপ্ত করিয়া, কৃতাজ্জলিপুটে ইন্দ্র-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

কন্দর্প শৃঙ্গার-বীর; হুতরাং বীরোপযোগী উপকরণ—ধনুকধারের উল্লেখ সার্থক। ‘চুতাকুর’ মদনের পক্ষ ফুলবাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাণ। (মদনের পক্ষবাণ—১-৩১ শ্লোকের টীকা দেখ)

‘ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার’ নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

## তৃতীয় সর্গ

১। (তখন), ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুঃ দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া, এককালে কন্দর্পের উপরে পতিত হইল।—আশ্রিতেক প্রতি প্রভুর আদর প্রয়োজনাপেক্ষা-হেতু প্রায়ই তঞ্চল হইয়া থাকে।

যাহার দ্বারা দগন কোন কাৰ্য্য করাইয়া লইতে হইবে, প্রভুর আদর তখন তাহার প্রতিই সমধিক হইয়া থাকে।

২। বাসব, কামদেবকে তাঁহার সিংহাসনের সন্নিহিতে স্থান দান করিয়া, “এই খানে বস” বলিলে, কামদেব অবনত-মস্তকে প্রভুর অনুগ্রহের জন্ত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, গোপনে তাঁহাকে এই প্রকার বলিতে উপক্রম করিলেন :—

৩। “হে লোকগুণজ্ঞ ! ত্রিলোকে আপনার জন্ত কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমাকে স্মরণ করিয়া, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন কোন কার্য্যের আজ্ঞা-প্রদানে ঐ অনুগ্রহকে সংবন্ধিত করুন, ইহাই আমি ইচ্ছা করিতেছি।—

৪। “কে আপনার ইন্দ্র-পদের আকাঙ্ক্ষায় সুদীর্ঘ তপস্যা দ্বারা আপনার ঈর্ষা জন্মাইয়াছে, বলুন ?—এখনই আমার এই ধনুঃতে বাণ সংযোজিত করিয়া তাহাকে ইহার বশবর্ত্তী করি।—

• মদন-বাণে বিধ হইলেই তপোভঙ্গ হইবে, তপোভঙ্গ হইলেই ইন্দ্র-প্রাণের  
দেহ স্বদর-পর্যন্ত ; আর, তাহা হইলেই ইন্দ্র নিকটক।

৫। “আপনার অসম্মানেত কে পুনরুৎপত্তি-ক্লেশ-ভয়ে  
মুক্তি-মার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বলুন ?—তাহাকে এখনই সুন্দরী-  
দেগের ক্রকুটি-কুটিম কটাক্ষের বারা (সংসারের ভোগ-স্থখে)  
চরকালের জন্ত এক কারয়া রাখা।—

এখানে উদ্যোগ-পার্মাকে প্রদ্ব-বাসে বন্দনের ভাব অর্থনিহিত।

৬। “কে আপনার শত্রু, বলুন ?—সে ব্যক্তি শুক্রাচার্য্য  
কটুক নাতি-শাস্ত্র অধোপিত হইয়া থাকিলেও, আমি তাহার  
পাত বিঘ্নাভিলাষ-রূপ দূত নিযুক্ত করিয়া, তাহার ধর্ম ও  
অর্থকে—প্রবন্ধ প্রবাহ যেন নদীর তটদ্বয়কে পীড়ন করে,—  
সেইরূপ পীড়ন করি।

এখানে দুঃসাহা-সাধনে মদনের সক্ষমতা সুব্যক্ত ; কারণ, নীতি-পাশবোদ্ধ  
শুক্রাচার্য্যের শিষ্ঠগণকে ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে ধষণ করা একান্তই দুঃস্থ।

৭। “কোন দূত-পাতিব্রতা-ধর্মাবলম্বিনী রমণীর সৌন্দর্য্য  
আপনার লোলচিত্ত অধিকার করিয়াছে ? যদি ইচ্ছা করেন যে,  
সেই রমণী লজ্জা ত্যাগ পূর্বক সয়ং আসিয়া আপনার কাছে  
তাহার বাহু সংলগ্ন করে, তাহাও বলুন।—

এখানে ইন্দ্রের পরদারিকত্বের প্রতি কবির তীব্র কটাক্ষ লক্ষ্য। এই  
‘লোল-চিত্ত’ ইন্দ্রই ছলনা করিয়া অহল্যা-গমন করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত তিনটি শ্লোক দ্বারা দক্ষ, অৰ্ণ, কাম, ও মোক্ষ এই চতুর্ধর্গেই মননের অধিকার ও অসাধ্য-সাধন-ক্ষমতা স্থাপিত।

৮। “হে কাম-পীড়িত! সুরতাপরাধ-হেতু কুপিতা, এমন কোন রমণীর পদানত হইয়াও আপনি তৎকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছেন, বলুন?—আমি তাহার দেহকে গাঢ় অন্ততাপে দগ্ধ করিয়া প্রবাল-শয্যায় শরণ লওয়াই।—

“প্রবাল-শয্যা” অর্থাৎ নব-পল্লব-শয্যা; শীতলতা-হেতু তাপিত দেহের শরণোপযোগী। এইজন্যই কাব্যাদিতে নব পল্লব-শয্যা বিরহ-সম্ভাপিতাদিগের আশ্রয়-স্থান।

৯। “হে বীর! আপনি প্রসন্ন হউন; আপনার বজ্রও বিশ্রাম করুক। দৈত্য-দানবদির মধ্যে যে-কোন জন সুরারি, আমার এই পুষ্প-বাণের আঘাতে তাহার বাহনীয় বিফল করিয়া তাহাকে এমন ( নিস্তেজঃ ও কাপুরুষ ) করিব যে, সে কোপক্ষুরিতাধরা স্ত্রীলোক দেখিয়াও ভীত হইবে!—

“প্রসন্ন হউন” অর্থাৎ নির্ভাবনা হউন।

“বজ্রও বিশ্রাম করুক”—ইহা দ্বারা কুহুম-বাণের অত্যধিক-ক্ষমতা মনন-মুখে অতি-দর্পে প্রকাশিত।

১০। “অধিক কি বলিব?—( আপনার প্রসাদে ) এই কুহুমাত্র ( পুষ্প-বাণ ) মাত্র সম্বল করিয়াই, এবং আমার এক-মাত্র সহায় মধুকে সঙ্গে লইয়াই, আমি পিনাক-পাণি হরেরও

## তৃতীয় সর্গ

ধৈর্য্য-চূড়ান্ত ঘটাটোতে পারি ;—অগা ধনুর্দ্ধারেরা আমার কাছে কে ?

কে ?—( তুচ্ছ-বাক্য ) ।

পূর্ববর্তী কয়েকটা শ্লোকে এবং এখানেও মদনের হৃদয়াক্তগুলির মধ্যে বাক্যার্থে দেবেন্দ্রের প্রতি বেশ-একটু তীব্র কটাক্ষ লক্ষিত হয় । ৭ম শ্লোকে মাল্লনাথ তাহা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন—“এতচ্ছন্দ্রস্ত পরদারিকয়া-  
চক্ৰম্” । তাহাও, ৮ম শ্লোকে মদনের মুখে দেবেন্দ্রকে সম্বোধন—“কামিন”  
এবং ৯ম শ্লোকে—“প্রসাদি বৈশ্রামাতৃ বার ! বজ্রম্”—এই দুই স্থলেও  
আমার মনে হয়, দেবেন্দ্রের প্রতি সুস্পষ্ট বরোক্তি । সেইরূপ এই ১০ম  
শ্লোকেও—“তব প্রসাদাং কুতমায়াদোপসি-সহায়মেকং মধুমিব লক্শ্ম” —এই  
ভক্তির মনোভা, আমার মনে হয়, ইন্দ্রের বজ্রাঘের এবং অগণ্য দেব-সেনার  
প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ, গুঢ় ব্যঙ্গোক্তি বর্তমান । বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যঙ্গোক্তি  
কাব্যোপাংশে বড়ই উপভোগ্য । অবশেষে, গর্বোক্তির মুখে “আমি পিনাক-পাণি  
হরের ও বৈষ্যচূড়ান্ত-সাদনে সক্ষম”—এই কথায়, পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রের অর্ভাঙ্গিত  
প্রস্তাব যেন মদনের মুখ দিয়াই আসিয়া পড়িল ! ইহাও উৎকৃষ্ট কাব্য-কলায়  
অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ।

১১ । মদন-বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র স্বীয় উরুদেশ হইতে  
একখানি চরণ নামাইয়া, তদ্বারা পাদপীঠকে সম্মানিত করিলেন ;  
এবং সম্বলিত ( হরচিত্তাকর্ষণ ) বিষয়ে মদনের নিজমুখে তাঁহার  
শক্তি প্রকটিত হইল বুঝিয়া, মদনকে কহিলেন—

১২ । “তৈ সখে ! ( তোমার ক্ষমতার কথা যাহা বলিলে )  
সে-সবই তোমাতে সম্ভব । আমার দুই অস্ত্র—বজ্র আর তুনি ;



( তাহার মধ্যে ) বজ্র, তপোবলে বলীয়ান্ মহত্তের প্রতি কুষ্ঠিত-  
গতি ; কিন্তু তুমি সর্বব্রহ্মগামী ও সকলের উপরেই কার্য্যকর ।—

তাপসেরা ও মদনের প্রভাবে অভিভূত হইয়া থাকেন ।

১৩। “আমি তোমার বল অবগত আছি ; সেইজন্যই  
তোমাকে আমি নিজের মত জ্ঞান করিয়া, এই গুরু-কার্য্যে  
নিয়োগ করিতেছি । শেষ-সর্পের ভূ-ভার-ধারণ-ক্ষমতা জানিয়াই  
কক্ষ তাহাকে তাহার দেহ-বহনে আদেশ করেন ।—

বিষ্ণু অনন্ত-শয্যা-শায়ী ।

১৪। “মহাদেবের প্রতিও তোমার বাণ কার্য্যকর, যাহা  
বলিলে, তাহাতেই তোমা-দ্বারা আমাদের কার্য্য অঙ্গীকৃত-প্রায়  
হইয়াছে ; যেহেতু, প্রবল শত্রু কর্তৃক উদ্বেজিত যজ্ঞাংশভাজা  
দেবগণের ঈপ্সিত কার্য্যও তাহাই ।—

মদন-বাণে হরধ্যান-ভঙ্গ করাই দেবগণের এখন ঈপ্সিত ।

১৫। “ঐ ( বিপন্ন ) দেবগণ শত্রুজয়ার্থ মহাদেবের  
বীৰ্য্যোদ্ভব এক সেনানী পাইতে ইচ্ছা করেন । রুতমন্ত্রস্থাস,  
ব্রহ্মধ্যান-তৎপর সেই মহাদেব তোমার একটী-মাত্র বাণ-  
নিষ্ক্ষেপেই ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন ।—

এখানে কাণ্ডের স্বরূপ ও তাহাতে মদনের সাধকত্ব স্পষ্টীকৃত হইল ।

১৬। “এখন তুমি সেই যত্না মহাদেবের সেবা-রতা  
হিমাদ্রিস্থতাকে তৎপ্রতি আকৃষ্টা করিতে যত্ন কর । দ্বীলোকের

মধ্যে ( কেবল একমাত্র ) সেই সুন্দর পান্ডিত্যই মহাদেবের  
বাঁধা-নিষেকের ( উপযুক্ত ) ক্ষেত্র, ইহা ব্রহ্মা উপদেশ  
করিয়াছেন।—

দ্বিতীয় সর্গে ৬০ম স্লোকে ব্রহ্মার উক্তি দেখ।

১৭। “পিতৃ-নিয়োগে পান্ডিত্য এখন চমাদ্রি-শিখরে  
তপোনিরত স্থানুর সেবা করিতেছেন, ইহাই আমার গাঢ়চর  
অপ্সরাদিগের মুখে আমি শুনিয়াছি।—

১৮। “অতএব, ( হে সখে ! ) কার্যাসিদ্ধার্থ গমন কর  
এবং এই দেব-কার্য্যটি ( সম্পন্ন ) কর। হর-ধ্যান-ভঙ্গ-রূপ  
এই প্রয়োজনটী পান্ডিত্য-সম্মিধান-রূপ কারণান্তর-সাধ্য। বীজা-  
ধ্বংস যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে জলের অপেক্ষা করে, এই প্রয়ো-  
জনটীও সেইরূপ তোমার সহায়তা-রূপ কারণের অপেক্ষা  
করিতেছে।— •

১৯। “দেবগণের বিজয়োপায়-স্বরূপ সেই ( ধ্যানরত )  
মহাদেবের প্রতি অন্ত-চালনা ( বাণ-নিষ্ক্ষেপ দ্বারা তাহার ধ্যান-  
ভঙ্গ করা ) কেবল তোমারই সাধ্যায়ত্ত,—অন্য কাহারই নহে ;  
অতএব তুমিই কৃতী ! অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম অপ্রসিদ্ধ হইলেও  
তৎ-কর্ত্তার যশের কারণ হইয়া থাকে।—

এ কার্য্যটি অনন্য-সাধারণ অর্থাৎ অসাধারণ বটেই ; পরন্তু ইহা প্রসিদ্ধ  
কার্য্যও বটে ; কারণ, ইহা দেব-কার্য্য। এই উভয় গুণে এই কার্য্যটি মনোহর  
পক্ষে অতি-যশস্বর।

২০। “এই সকল দেবগণ তোমার কাছে প্রার্থী ; কার্য্যটীও ত্রিভুবনের হিতার্থ ; এবং করিতে হইবে তোমার ( পুঙ্গ্ব-) ধন্য দ্বারা ;—সুতরাং কর্ম্মটী অতি হিংস্র ও নহে !—অহো ! তোমার নীরহ স্পৃহনীয় !—

২১। “হে মম্বথ ! আর-এই বসন্ত, উনি ত তোমারই সহচর ; সুতরাং উঁহাকে পৃথক করিয়া না বলিলেও, উনি তোমার সহায় হইবেন ;—সমীরণকে কে আদেশ করে যে, তুমি ছতাশনের সহায় হও ?”

বাযু যেমন অগ্নির স্বভাব-সিদ্ধ সহায়, বসন্তও হেমন্তই মদনের ; সুতরাং আদেশ-অনুরোধের প্রয়োজনাত্মক।

২২। মদন তখন “যে আজ্ঞা” বলিয়া, প্রসাদ-দত্তা নালার ন্যায়, প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া গমন করিলেন। উল্লুও তাঁহার ঐরাবত তাড়ন-কর্কশ তন্তু মদনের অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

অবনত-শিরে আজ্ঞা অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া, আজ্ঞা “শিরে ধারণ” “শিরোধার্যা” ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। “অঙ্গ-স্পর্শ”—( উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ )।

২৩। দেহপাত করিয়াও যেন কার্য্য-সিদ্ধি হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিতে-করিতে, হিমালয়ের যে-স্থলে স্থাণু ভূপত্যা করিতেছিলেন, মদন প্রিয়সখা বসন্ত ও ভাষ্যা রত্নিত সহিত সম্বন্ধচিন্তে সেই রুদ্রাত্মনে প্রবেশ করিলেন।

যোগ-নিরত কহসেবের বেগভঙ্গ কর। অতিশয় বিপজ্জনক, ইহা ভাবিয়া  
হসিত 'সশঙ্ক'। রতি-হৃদয়ে ভাবী অমঙ্গলের যেন একটা চায়াপাত হইয়াছিল।

"Coming events cast their shadows before"—এই  
স্বাভাবিকতা কাব্যার্থেও স্কন্দর উপভোগ্য।

২৪। ( তখন ) সংবন্থী মুনিদিগের তপঃ-সমাদিগে বিরোধী  
বসন্ত, মদনের অভিমানভূত নিজের ( মনোহর ) স্ব-রূপ বিকাশ  
করিয়া, সেই রুদ্রাশ্রমে প্রাদুর্ভূত হইল।—

সেই কহ-শিখরে তপোবিম্বকর বসন্ত-ঋতুর লক্ষণ-সকল বিকশিত হইয়া  
উঠিল।

২৫। উষা-রশ্মি ( সূর্য্য ) দক্ষিণায়ন-কাল উল্লঙ্ঘন করিয়া  
কবেরাধিকৃত। উত্তরদিকে ( উত্তরায়ণে ) প্রবৃত্ত হইলে, দক্ষিণ  
দিকের মুখ দিয়া ছুঃখশ্বাসের মত বায়ু বহিতে লাগিল।—

সংস্কৃতে "দিক্" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। এই অবলম্বন করিয়া এখানে একটা  
স্কন্দর নায়ক-নায়িকা-ভাব স্পষ্ট বিদ্যমান। সূর্য্য যেন উষা-প্রকৃতিক নায়ক ;  
তিনি দক্ষিণায়নকাল অর্থাৎ সঙ্গম-কাল উল্লঙ্ঘন করিয়া, কবেরাধিকৃত। অর্থাৎ  
কোন এক কুংসিত পুরুষ কড়ক রক্ষিতা রমণীতে প্রবৃত্ত হইলে, দক্ষিণা অর্থাৎ  
শিক্ষাবতী, স্ব-নায়িকা দুঃখে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ফলিতার্থ—দক্ষিণায়ন-কাল উল্লঙ্ঘন করিয়া সহসা সূর্য্যের উত্তরায়ণ-কাল  
সম্প্রস্থিত হইল এবং সেই সঙ্গে মুহু মলয়ানিল বহিতে লাগিল।

২৬। সুন্দরীদের বাস্তমান-নূপুর-ভূষিত পদের আঘাত  
অপেক্ষা না করিয়াই, অশোক-বৃক্ষ মূল হইতে আরম্ভ করিয়া

( অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ) সপল্লব কুসুম-স্তবকে শোভিত হইয়া উঠিল ।—

সংস্কৃত-সাহিত্যে কবি-প্রসিদ্ধি এই যে, যুবর্তী স্ত্রীলোকের পদাঘাত না পাইলে অশোকের কুস্তমোদম হয় না । আজ অকস্মাৎ বসন্ত প্রস্তুতভাবে আপনাপনিই অশোক-বৃক্ষ পুষ্পিত হইল—যুবর্তীর পদাঘাতের অপেক্ষা এহিল না ।

২৭। পল্লবাক্কর-রূপ চারুপক্ষ-বিশিষ্ট নব-চূত-কুসুম-বাণ নিৰ্ম্মাণ করিয়া, মধু তৎক্ষণাৎ তাহার উপরে স্যায় প্রভু মদনের নামাক্ষর-স্বরূপ ভ্রমর-পংক্তি বসাইয়া দিলেন ।—

এখানে বসন্ত যেন পুষ্প-দম্ভঃ মদনের ইষুকার ; প্রভুর জন্ত চূতবাণ প্রস্তুত করিলেন ; পল্লবাক্কর ঐ বাণের পক্ষ । বাণ-নিৰ্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে, মধু তখনি উহার উপরে ভ্রমর-পংক্তি বসাইয়া যেন প্রভুর নামাক্ষিত করিয়া দিলেন ।

কৃষ্ণবর্ণ-হেতু অক্ষরের সহিত ভ্রমরের সাদৃশ্য । অক্ষর-মালার ত্রায় ভ্রমর-পংক্তি দ্বারা যেন নামাক্ষিত হইল ।

২৮। বর্ণোৎকর্ষ থাকিলেও, কর্ণিকার-কুসুম নির্গন্ধতা-প্রযুক্ত চিত্তের পরিতাপোৎপাদন করিতে লাগিল । গুণগ্রামের সাকল্য-সম্পাদনে ( একাধারে সকল গুণের সমাবেশ সম্বন্ধে ) বিধাতার প্রবৃত্তি প্রায়ই পরাশ্রুখী ।—

জগতে সকল উত্তম বস্তুই কিছু-না-কিছু দোষাশ্রিত, যথা—সুধাকর চন্দ্রে কলঙ্ক । এখানেও সেইরূপ,—কর্ণিকার দেখিতে সুশ্রী হইলেও গন্ধহীন ।

২৯। অবকশিতাবস্থা-(মুকুলা-বস্থা)-হেতু বালেন্দুর ছায়  
বক্রভাবাপন্ন, অতি-লোহিত পলাশ-কঁড়িগুলি, ঠিক যেন  
বসন্তের সহিত সন্না-সঙ্গতা বনস্থলী-রূপ স্রীগণের দেহে সছোদন্ত  
নখ-ক্ষতের মত দেখাঠিতে লাগিল!—

‘সছোদন্ত’=বলিষ্ঠ নখ-সহ গুলি ‘অতি-লোহিত’।

৩০। বসন্ত-লক্ষ্মী, সংলগ্ন-ভ্রমর-রূপ কজ্জল-রচনা দ্বারা  
চিত্রবর্ণ তিলক মুখোপরে প্রকাশ করিয়া, বালাকুণ-সুন্দর লাক্ষা-  
রাগে চূতপ্রবাল-রূপ ওষ্ঠের শোভা সম্পাদন করিলেন।—

তিলক=পুষ্প বিশেষ। প্রবাল=নব পরদ।

৩১। মদোদ্ধত মৃগগণ, পিয়ালক্রম-মঞ্জরীর (উড্ডীয়মান)  
পরাগ-কণায় চারিদিক্ দেখিতে না পাইয়া, জীর্ণ-পত্র-পতন-হেতু  
মন্দ্র-শব্দ-সমাকুল বনস্থলীতে অনিলাভিমুখে চলিতে লাগিল।—

“মদোদ্ধত মৃগ”, “পিয়াল-ক্রম-মঞ্জরীর পরাগ”, “জীর্ণ-পত্র-পতন-হেতু  
মন্দ্র শব্দ”—এ সকলই বসন্ত-বাগ্জক স্বভাবোক্তি।

৩২। চূতাকুরাস্বাদে মধুর-কণ্ঠ পুংস্কোকিলের কুঞ্জন যেন  
মনস্বিনীদিগের মান-ভঞ্জন-দক্ষ মদনেরই বচন-স্বরূপ প্রতীয়মান  
হইতে লাগিল!—

কোকিলের ‘কুহ’-রবেয় দ্বারা মদনই যেন স্বয়ং মনস্বিনীদিগকে বলিতে  
লাগিলেন—“মান ত্যজ” অর্থাৎ কোকিলের রবে - যেন মদনেরই কথায়—  
মানিনীগণ মান ত্যাগ করিতে লাগিলেন। বসন্ত-সমাগমে মানিনীদিগের  
মান স্বতঃই দূরে যায়, ইহাই নিগূঢ় মন্দ্র।

৩৩। হিমাপগমে বিশদাধরা ও পাণ্ডুবর্ণ-মুখচ্ছবি কিম্বরা-  
ঙ্গনাদের চন্দন-চর্চিত পত্র-রচনা-সকলের মধ্যে স্বেদোদগম  
দেখা দিল।—

হিম-ভয়ে কিম্বরীগণ অধরে মধুচ্ছিষ্ট-প্রদান করিতেন; অতএব এগন  
হিমাপগমে তদভাবে তাঁহারা “বিশদাধরা”।

নী...ভাবে কুসুম-পরিহার হেতু তাহাদের মুখচ্ছবি “পাণ্ডুবর্ণ”।

স্ত্রীলোকেরা নিজ-নিজ নেহে যে সকল পত্রাকার চিত্র অঙ্কিত করিতেন,  
তাঁহাদের নাম “পত্র-বিশেষক” বা “পত্র-রচনা”।

৩৪। সেই স্থাণু-বনস্থ তপস্বীগণ অকস্মাৎ তথায় অকাল-  
বসন্তের প্রাতুর্ভাব দেখিয়া অতি-যত্নে মনোবিকার দমন এবং  
অতি-কষ্টে স্বীয়-স্বীয় মনকে স্ববশে রাখিতে সক্ষম হইলেন।—

৩৫। পুষ্প-ধনুঃতে জা। সংলগ্ন করিয়া, রতি-সঙ্গে, মদন  
যখন ঐ স্থাণু-বনে উপস্থিত হইলেন, তখন স্থাবর-ভঙ্কন-মিথুন  
গণ অত্যাৎকর্ষ-প্রাপ্ত, স্নেহ-রস-সম্পৃক্ত শৃঙ্গার-ভাব কার্য্যতঃ  
প্রকাশ করিতে লাগিল।—

সর্ববিধ প্রাণী-মধ্যে বসন্তকালোচিত শৃঙ্গার-চেষ্টা লক্ষিত হইতে লাগিল।

“পুষ্প-ধনুঃতে জা। সংলগ্ন করিয়া” অর্থাৎ কার্ধ্যোদ্ধত হইয়া।

৩৬। কুসুম-রূপ একই পাত্রে স্বীয় প্রিয়া ভ্রমরী মধুপান  
করিলে পরে, ভ্রমর তদনুবর্তী হইয়া প্রিয়ার পীতাবশেষ পান

করিতে লাগিল ; এবং কৃষ্ণসার মৃগ, তদীয় স্পর্শ-সুখে নির্মালি-  
তাক্ষি মৃগীকে শৃঙ্গ দ্বারা কণ্ঠয়ন করিতে লাগিল ।—

৩৭। . করিণী : প্রমবশে পঙ্কজরেণু-গন্ধি জল নিজমুখাভাস্তর  
হইতে ( উদগীর্ণ করিয়া ) করীকে দিতে লাগিল ; আর চক্রবাক  
অর্দ্ধভুক্ত মৃগাল দিয়া চক্রবাকীকে আদর দেখাইতে লাগিল ।—

৩৮। কিম্বর যখন প্রিয়া-সঙ্গে গান করিতে লাগিলেন,  
যখন শ্রম-বারিতে প্রিয়া-মুখের তিলক-রচনা বিকিৎ বিস্ত্রেষিত  
হইয়া গেলেও, পুষ্পাসব-পান-হেতু যুগিত নেত্রে প্রিয়ার মুখ-  
নগ্নল শোভা পাইতে লাগিল ; কিম্পূরুষ গীতাস্তরে প্রিয়ার  
এ শোভন মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন ।—

‘শ্রম-বারি’, ‘তিলক-রচনা’, ‘পুষ্পাসব’—এ সকলই বসন্তকাল-বাক্যক ।

৩৯। ( জঙ্গম প্রাণীদিগের ত কথাই নাই, এমন-কি স্থাবর  
প্রাণী ) তরুগণ ও তাহাদের অবনমিত শাখা-ভুজ দ্বারা পর্যাপ্ত-  
পুষ্প-স্রবক-স্তনী ও নবোদগত-পল্লবোষ্ঠ-মনোহরা লতা-বৃদ্ধিদিগের  
নিকট আলিঙ্গন পাইতে লাগিল ।

এখানে লতা-বৃদ্ধিদিগের স্তন ও ওষ্ঠের উল্লেখে আলিঙ্গনের পূর্ণাঙ্গতা ব্যক্ত  
বৃক্ষাদি উদ্ভিদগণ সচেতন অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-সমন্বিত অস্থঃসজ্জা-বিশিষ্ট ;  
অতরাং ইহারাও জঙ্গম প্রাণীদের ন্যায় বদনাদিকার-ভুক্ত !



৪০। সেই বসন্তবিভাব-কালে মহাদেব অঙ্গরাদিগের গান শুনিয়াও আত্মাস্বস্তানপর রহিলেন ; কারণ, যাহাদের চিত্ত বশে থাকে, এইরূপ বহিবিদ্ব-সকল তাহাদের সমাধি-ভঙ্গ-করিতে কখনই সমর্থ হয় না !

৪১। এইরূপ বসন্ত-সমাগম হইলে, 'নন্দী লতা-গৃহ-দ্বারে ( দাঁড়াইয়া ), বাম হস্তে হেম-বেত্র ধারণ করিয়া, এবং মুখে ( দক্ষিণ হস্তের ) তর্জনী অর্পণ করিয়া, সঙ্ক্ষেতে প্রমথগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—“সাবধান ! যেন চপল হইও না” ।

দক্ষিণ হস্তের তর্জনী মুখোপরে অর্পণ নিষেধ-বাক্যক ।

৪২। নন্দীর শাসনে ( তখন ) সেই সমগ্র কাননের ( সেই কাননস্থ সর্ববিধ জীবের ) কার্যোত্তম যেন চিত্রাপিতবৎ অবস্থিত হইয়া রহিল ;—বৃক্ষ সকল নিঃশব্দ, ভৃঙ্গগণ নিশ্চল, পক্ষী-সরীসৃপাদি নিঃশব্দ, ও মৃগগণ নিবৃত্ত-গতি !

এখানে উদ্ভিজ্জ, শ্বেদজ, অণুজ ও জরায়ুজ সকল প্রকার জীবই উল্লিখিত ।

মনয়-বায়ুর অভাবে বৃক্ষগণের পল্লব স্থির ; কুসুমভাবে ভৃঙ্গগণ নিশ্চল ; বসন্ত-মূলভ প্রেরণাভাবে পক্ষী-সরীসৃপাদি নীরব এবং ঐ কারণেই মৃগগণ-ভাবে অবস্থিত ।

৪৩। যুদ্ধযাত্রাকালে যেমন শুক্র-সম্মুখীন দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, কামদেব তেমনই নন্দীর দৃষ্টিপাত ( দৃষ্টি-

অধিকৃত দেশ ) পরিচার করিয়া পার্শ্ব-দেশস্থ যে-স্থান পরস্পর-  
বিজড়িত-শাখ-নামেরদ্বারা সমাস্ক্রম, ভূতপতির সেই সমাধিস্থানে  
প্রবেশ করিলেন ।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে কথিত আছে —“প্রতিশুক্ৰঃ প্রতিবৃদ্ধঃ প্রতাপারকমেব চ ।  
অপি শুক্ৰ-সমো রাজা হতসৈন্যো নিবর্ততে ॥”

অর্থাৎ শুক্ৰ, বৃদ্ধ ও শনি সম্মুখে করিয়া যুদ্ধবাহ্য করিলে, সৈন্য-কেন  
হইল শুক্ৰসম রাজা, তবু তাহাকে হতসৈন্য হইয়া ফিরিতে হইবে ।

৪৪ । আসন্ন-মৃত্যু মদন দেখিলেন যে, বায়চন্দ্রাস্তে,  
দেবদারু-ক্রম-নির্মিত বেদীর উপরে ত্রাস্থক সমাধিনিষ্ঠ হইয়া  
অসীন রহিয়াছেন ।—

৪৫ । বাঁাসনাসীন, মহাদেবের উত্তরার্দ্ধ-দেহ স্থির, আয়ত  
কৃষ্ণ, ক্ষুদ্রদ্বয় সম্মিত, এবং অন্ধমধো সন্নিবেশিত উদ্ধতল  
হস্তদ্বয় প্রফুল্ল-রাজীববৎ শোভা পাইতেছে !—

গীতায় অধ্যায়-যোগাধ্যায়ে যোগাসন-সংক্ষেপে আছে :—“সমং কায়াশিরো  
দেহং ধারয়ন্ত্যনঃ স্থিরঃ ॥”—( ৬-১৩ )

৪৬ । তাহার জটাকলাপ ভুজঙ্গমের সহিত উদ্বন্ধ ; অক্ষ-  
নালা কর্ণাবলম্বী, সূতরাঃ দ্বিরাবৃত্ত ; এবং অঙ্গাচ্ছাদন গ্রন্থিযুক্ত  
কৃষ্ণমৃগাজিন ;—তাহা আবার কণ্ঠের ( নীল ) প্রভার সহিত  
মিলিয়া অতি গাঢ় নীল দেখাইতেছিল ।

৫৭। তাহার উগ্রতার-বিশিষ্ট নেত্রত্রয় ঈষৎ-প্রকাশিত ও নিশ্চল, ক্রবিক্ষেপে আসক্তি-রহিত, নিষ্পন্দ-পক্ষমালাযুক্ত এবং অধোমুখী দৃষ্টিতে নাসাগ্রনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।—

“সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশ্চানবলোকয়ন্।” ( ৫ )

৫৮। তিনি অস্থশ্চর ( প্রাণ ) বায়ুগণের নিরোধ-হেতু অনারদ্ধ-বর্ষ মেঘের ন্যায়, অপান-বায়ুর নিরোধ-হেতু অন্তঃস্রব হৃদের ন্যায়, এবং শেষ-বায়ুর নিরোধ-হেতু নির্বাত স্থানে নিষ্কম্প প্রদাপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন।—

যোগদর্শনে সূত্র “যোগশ্চিন্তবৃত্তি-নিরোধঃ”। গীতায় সনাত্ন-১৬ঃ যোগীর উপমা দেওয়া হইয়াছে—“যথা দীপোনিবাতস্থানেভ্যে অর্থাৎ যেমন বাতশূন্য স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপ। ( গীতা -৬-১২ )

৫৯। তাহার ব্রহ্ম-করোটিস্থ নেত্র-বিবর-মুখে যে সূক্ষ্ম কপালাগ্নি উৎথিত হইতেছিল, তাহার কিরণাকুর, মৃণাল-সূত্রাদিক শ্রুকুমার ( তদীয় শিরঃস্থ ) বালেন্দুর শ্রীরও গ্রানিজনক !

মহাদেবের ব্রহ্মরজ্জ্বোপ্তিত কিরণের সূক্ষ্ম ছটা, সৌকুমার্যো তদীয় শিরঃস্থ চন্দ্রকলার শ্রীকেও পরাস্ত করিয়াছিল।

৬০। তিনি মনোবৃত্তিগণকে নবদ্বার হইতে নিবৃত্তি করিয়া, এবং সমাধি দ্বারা বশীভূত মনকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেরা যাহাকে অবিনাশী কহেন,—সেই আত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে অবলোকন করিতেছিলেন।

৫১। ( যাহাকে কাযাতঃ অভিভূত করা দূরে থাকুক )  
মনেও যাহাকে অভিভূত করা সম্ভব বলিয়া ভাবা যায় না, ( সেই  
যোগ-মূর্তিধারী ) মহাদেবকে নিকটে দেখিয়া মদন এমন ভয়-  
বিজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহার শিথিল হস্ত হইতে  
শর ও চাপু আলিত হইয়া পড়িয়া গেলেও মদন হতা জানিতেই  
পারেন নাট ।

মহাদেবের সেই বিরূপ সমাধি-মূর্তি দেখিয়াই ভয়ে মদন স্তম্ভ-হস্ত  
হেতুজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন ।

৫২। এমন সময়ে মদন, সখিগণ-সঙ্গে পার্বত-রাজ-কন্যা  
পার্বতীকে বাটতে দেখিলেন ; ইহার দেহ-সৌন্দর্যের প্রভাবে  
মদনের নিকৰ্ণ-প্রায় তেজঃ যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল ।

ইহা উমা-রূপের উৎকর্ষ-বাগ্ধক । মহাদেবের যোগ-মূর্তি দেখিয়া মদন  
হতশ হইয়াছিলেন :—এমন সময়ে পার্বতীর অপরূপ রূপ মদনের মনে যেন  
আশার সঞ্চার করিয়া দিল, অর্থাৎ মদন মহাদেবকে দেখিয়া তাহার যোগভঙ্গ  
করঃ একেবারেই অসম্ভব ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় পার্বতীকে  
দেখিয়া তাহার সাহস হইল,—মদন ভাবিলেন যে, এমন রূপের সাহায্যে  
মহাদেবের যোগ-ভঙ্গ সাধা হইলেও হইতে পারে ।

৫৩। পার্বতী বসন্তপুষ্পাভরণে ভূষিতা ছিলেন ;—  
তাহার অশোকাভরণের শোভা এমন যে, পদ্মরাগ মণিকেও যেন  
তিরস্কার করে ;—তাহার কর্ণিকারালঙ্কারে সুরণের বর্ণ আশ্রিত ;  
—এবং তাহার পুষ্পালঙ্কার যেন মুক্তাকলাপ !

মণি, মুক্তা ও স্তব্ধ, এই দ্বিবিধ অলঙ্কারই শ্রেষ্ঠ। বসন্ত-পুষ্পালঙ্কার-  
পার্বতীর অঙ্গে এই দ্বিবিধ অলঙ্কারের শোভাই বিরাজমান; অশোভে  
পদ্মরাগাদিক শোভা, কর্ণিকারে স্তব্ধ-শোভা এবং নিগুণ্তী ক্ষুণ্ণের মালায়  
মুক্তাকলাপের শোভা।

৫৪। পীনস্থনে ঈষৎ-আনমিত দেহ তরুণাকর্ণ-বর্ণের বসনে  
আচ্ছাদন করিয়া পার্বতী যাঠতেছিলেন,—ঠিক যেন পর্যাণ্ড  
পুষ্পস্তবকে আনমিতা, নবপল্লবচ্ছাদিতা একটী লতাট বৃক্ষ  
সঞ্চরণ করিতেছিল।—

এখানে পর্যাণ্ড-পুষ্প-স্তবকে যেন লতার পীন স্থান এক নব-পল্লব যেন  
বাল্যাকর্ণ অর্থাৎ রক্তবর্ণ বসন। (৩৯শ স্লোক-দেখ)।

৫৫। পার্বতীর নিতম্বদেশ তটতে বকুল-মালার মেখলা  
পুনঃ পুনঃ স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, এবং পার্বতী পুনঃ পুনঃ-  
উহা হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিতেছিলেন।—এই বকুল-মালা যেন  
মদনের পুষ্প-ধনুর দ্বিতীয় জ্যা;—রক্ষাস্থান-বিং মদন ক্রাস-  
স্বরূপ উহা পার্বতীর নিতম্ব-দেশে রাখিয়াছিলেন।—

‘রক্ষা-স্থান-বিং’ মদন জানিতেন যে, তাহার পুষ্প-ধনুর ড্যা হইতে  
পারে এমন বকুল-মালা রাখিবার উপযুক্ত স্থান পার্বতীর নিতম্ব। তাই  
তিনি উহা “ক্রাস” স্বরূপে এখানে রাখিয়াছিলেন। যদি উহা পুষ্প-ধনুর  
জ্যা ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে মদন তখন পার্বতীর নিকট হইতে তাহার এই  
নিতম্ব-কাঞ্চী-রূপা বকুলমালা ছড়াটা চাহিয়া লইয়া জ্যার কাখে লাগাইবেন,  
“দ্বিতীয় জ্যা” বলিবার ইহাই গুঢ় তাৎপৰ্য।

৫৬। পার্শ্বতীর নিশ্বাসের স্নগন্ধে বদ্ধিত-তৃষা ভুজ তাহার  
বেদ্যধরের সন্নিকটে বিচরণ করিতেছিল ; এবং আবেগ-চঞ্চল-  
দৃষ্টি পার্শ্বতী নীলারবিন্দ দ্বারা উহাকে তাড়াইতেছিলেন।

৫৭। রাত্তর ও লজ্জা উৎপাদন-কারিণী, এমন সর্ববাক্সুন্দরী  
পার্বত্যকে দেখিয়া পুষ্প-বঁহুঃ মদন, জিতেন্দ্রিয় মহাদেবের প্রতি  
পুনরায় নিজ কায্য সাধনের চেষ্টা করিলেন।

পরম-সুন্দরী পার্শ্বতী বিগমানে জিতেন্দ্রিয়েরও ইন্দ্রিয়-চাকলা ঘটান  
নহে, ইহাই এখানে 'জিতেন্দ্রিয়' বলার অভিপ্রায়।

ইতিপূর্বে মহাদেবকে দেখায়। ভয়ে মুহমান মদনের স্তম্ভহস্ত হইতে চাপ  
ও বাণ পড়িয়া গিয়াছিল ; কায্য-সিদ্ধির আশা এক-প্রকার নিকাণই হইয়াছিল।  
এখন পার্শ্বতীর রূপ দেখিয়া মদনের ভরসা হইল ; মদন পুনরায় চাপ ও বাণ  
গ্রহণ করিলেন, —‘পুনরায়’ বলবার ইহাই তাৎপৰ্য্য।

৫৮। উমা যখন তাহার ভবিষ্যৎ-পতি শম্বুর দ্বারদেশে  
উপস্থিত হইলেন, তখন শম্বুও অস্তুরে পরমাস্বাখ্য পরম জ্যোতিঃ  
দর্শন করিয়া ধ্যানে বিরত হইয়াছিলেন।—

৫৯। তখন তিনি অল্পে-অল্পে নিরুদ্ধ প্রাণ-বায়ু বিমুক্ত  
করিয়া ভূমির উপরে উপবেশন করিলেন, এবং দৃঢ় বীরাসন  
শিথিল কারিলেন। প্রাণ-বায়ু-মোচন হেতু, ইঠাং দেহ-ভারের  
গুরুত্ব-বশতঃ মহাদেবোপবিষ্ট ভূমিভাগের অধঃস্থল ভুজঙ্গাধি-  
পতি শেষ-নাগ তাহার কণাগ্র দ্বারা অতি-কষ্টে ধারণ করিয়া  
রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

সমাদি-অবস্থায় প্রাণ-বায়ুর নিরোধ-হেতু দেহ লঘু-ভার হইয়া শয্যে অবস্থিত ছিল। এখন ঐ প্রাণ-বায়ুর মোড়নে গুরুভার দেহ অনন্ত-নাগকে পীড়িত করিয়া ভূমিতলে আশ্রয় করিল।

৬০। তখন নন্দী, ভগবান্ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া সেবার্থ শৈল-স্রুতার আগমন-বার্তা নিবেদন করিলেন, এবং অক্ষৌপের উজ্জিতে প্রভুর অনুমতি পাঠিয়া পার্বতীকে মহাদেব-সমীপে লইয়া গেলেন।

৬১। সেখানে গিয়া পার্বতীর সখিগণ প্রাণিপাত পূর্বক স্বহস্তাবচিত, পল্লবখণ্ড-মিশ্রিত বসন্তপুষ্প-সম্ভার ত্রাস্যকের পাদ-মূলে বিকীর্ণ করিলেন।

৬২। উমাও মস্তক অবনত করিয়া ধ্বংসজকে প্রণাম করিলেন ; ( মস্তক অবনত করাতে ) তখন তাঁহার কুমণ্ডলক-মধ্য-স্থিত শোভন নবকর্ণিকার পুষ্প, এবং তাঁহার কর্ণ হইতে পল্লব, ঝলিত হইয়া পড়িল।

৬৩। পার্বতী প্রণাম করিলে পরে, মহাদেব তাঁহাকে “এক-পদ্বী-রত পতি প্রাপ্ত হইবে”, এই কথা যেন প্রকৃত-তথ্য-জ্ঞাপনের মতই কহিলেন ;—জগতে মহাপুরুষের উক্তি কখনও বিপরীত অর্থ পোষণ করে না !

৬৪। বহুপ্রবেশেচ্ছ পতঙ্গবৎ মদন, ইহাই বাণ-নিষ্ক্ষেপের  
উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, উমার সমক্ষে হরের প্রতি লক্ষ্য স্থির  
রাখিয়া শরাসন-জা। মৃতমূর্ত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জা-আকর্ষণ বাণ-নিষ্ক্ষেপের উত্তোগ-বাক্যক। মদন প্রস্তুত হইতেছেন।

৬৫। ( মহাদেব পার্বতীকে “এক-পত্নী-রত পতি প্রাপ্ত  
হইবে”, ইহা বলিলে ) পরে পার্বতী তাহার তাম্রকুচি ( রক্তবর্ণ )  
হস্তে মন্দাকিনীর সূর্য্যাপক-পদ্মবীজের মালা তপস্বী গিরিশকে  
সমর্পণ করিলেন।

এইরূপ মালা তপস্বীরই উপযোগী, ইহাঃ “পর্দা” দলার সার্থকতা।

৬৬। ত্রিলোচন ভক্তপ্রিয়-হত্ এই মালা প্রতিগ্রহ  
করিবার উপক্রম করিতেছেন, ঠিক এমনই সময়ে পুষ্পধনুঃ  
মদন তাহার ধনুঃতে “সম্মোহন” নামে অব্যর্থ বাণ সন্ধান  
করিলেন।

হর-পার্বত্যার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য দেখিয়া, মদন ধনুঃতে বাণ ছুড়িলেন ; কিন্তু  
এখনও ছুঁ ডিলেন না।

মদনের পক্ষ পুষ্পবাণের উল্লেখ পূর্ব্বের করা হইয়াছে। ক্রিয়া ও গুণায়-  
মারের পক্ষবাণের অষ্টবিধ নাম- সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

৬৭। মহাদেবও চন্দ্রোদয়ারস্তে সমুদ্রবৎ ঈষৎ-ধৈর্য্যচ্যুত  
হইয়া, বিশ্বফলতুলা-অধরোষ্ঠশোভিত উমা-মুখের দিকে নেত্রপাত  
করিলেন।

ইহা মহাদেবের রতি-ভাব-বাক্যক।



৬৮। শৈলসুতাও বিকশমান-বাল-কদম্ব-তুল্য পুলকিত অঙ্গ দ্বারা রতিভাব প্রকাশ করিয়া, ব্রীড়া-বিভ্রান্ত-নেত্র-শোভিত সূচাক্ষর মুখখানি ফিরাইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এখানে পার্শ্বতীর রতি-ভাব সূচিত।

৬৯। তখন (স্বীয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে) ত্রিনেত্র জ্বিতেন্দ্রিয়দ্ব-বলে ইন্দ্রিয়-বিকার দৃঢ়ভাবে নিগ্রহ করণাস্তর চিত্ত-বিকারের কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া, সেই স্থানের প্রান্তভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন।

৭০। (তথায়) তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মদন দক্ষিণ অপাঙ্গে মুষ্টি নিবিষ্ট করিয়া, নতস্কন্ধ হইয়া, বানপদ আকুঞ্চিত করিয়া, এবং তাঁহার চারু পুষ্পধনুঃ চক্রাকৃত করিয়া, বাণ-প্রহারে উত্তত হইয়া রহিয়াছেন।

৭১। তাহা দেখিয়া তপস্চারী মহাদেবের কোপ বন্ধিত হইলে, তাঁহার ক্রকুটি-কুটিল মুখ হৃস্প্রক্ষ্য হইয়া উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে উদ্দীপ্যমান জ্বালাময় অগ্নি নির্গত হইল।

৭২। (অমনি) “হে প্রভো! ক্রোধ সম্বরণ কর, সম্বরণ কর”—এই দৈববাণী আকাশে আসিতে-আসিতে ততক্ষণে ভবনেন্দ্রোদগত সেই অগ্নি মদনকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল।

৭৩। অতি ভ্রুঃসহ-অভিভব-সঞ্জাত মোহ রতির (চক্ষুরাদি) ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া নিবারণ করতঃ, মুহূর্তকালের জগা ভর্ৎ-নাশ জানিতে না দিয়া, রতির উপকারই করিয়াছিল !

সহসা এইরূপ অর্চিষ্টিত বিপৎপাতে রতি মুচ্ছাগতা হইলেন। যেখানে কষ্টে নিরতিশয় অসহ্য, সেখানে মুচ্ছাই শ্রেয়ঃ।

৭৪। বজ্র যেমন বনস্পাত বৃক্ষকে নাশ করে, তপোবিস্ম-কারী মদনকে তেমনই আশু ধ্বংস করিয়া, স্ত্রীজন সন্নিধান পরিত্যাগ মানসে, ভূতগণসহ ভূতপতি ( তথা হইতে ) অমৃতদান করিলেন।

দ্বীলোক-সন্নিধানই এইরূপ তপোবিস্মকর অনর্থের হেতু; অতএব তাহা পরিহৃতব্য।

৭৫। এমন উন্নতশিরঃ ( মহৎ ) পিতার অভিলাষ ব্যর্থ হইল এবং নিজের এমন সুললিত বপুঃ,—তাহাও নিফল হইল, ইহা ভাবিয়া, এবং সখীগণের সমক্ষে এই অবমান-ব্যাপার ঘটিল, ইহাতে অতিশয় লজ্জান্বিতা হইয়া, শৈলায়ুজাও শূণ্যমনে অতিকষ্টে ভবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন !

৭৬। তৎক্ষণাৎ হিমবান, রুদ্রকোপভয়ে-নির্দৌলিতাক্ষা ও অমুকম্পাপাত্রী ছহিতাকে ছুই হস্তে ধারণ করিয়া, দম্ভদ্বয়লগ্না পদ্মিনী লইয়া সুরগজ যেমন যায়, তেমনই, গতিবেগে দৌঘী-কৃতাক্ষ হইয়া, পথানুসরণ করিয়া চলিলেন।

“মদন-দহন” নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

## চতুর্থ সর্গ

১। মোহৈকশরগা, বিবশা সতী কামবধূকে নব-বৈধবোর  
অসহ্য বেদনা অনুভব করাটবার জন্ম, বিধি তাঁহার চেতনা  
সম্পাদন করিলেন।

মোহাবসানে রতি অসহ্য নববৈধবা-বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন।  
'নব' বৈধবোর দুঃসহ্য সৃচিত।

২। মোহাহুস্তে রতি নয়ন উন্মীলন করিয়া ( ধাস্তব ঘটনা )  
দেখিতে ব্যগ্র হইলেন ; রতি জানিতেন না যে, প্রিয় মদন  
একেবারেই তাঁহার অতৃপ্ত চক্ষের অদৃশ্য হইয়াছেন !

'অতৃপ্ত'—লালসা বাঙ্কক। মদনকে দেখিয়া রতির চক্ষু কখনই তৃপ্ত হয়  
নাই,—অর্থাৎ মদনকে রতি যতই দেখিয়াছেন, ততই আরও দেখিতে বাসনা  
হইয়াছে। কিন্তু, হায় ! আজ মদন রতির ঐ অতৃপ্ত চক্ষুর দর্শনাতীত !

৩। "হে জীবিত-নাথ ! তুমি কি জীবিত আছ ?—এই  
বলিয়া রতি উঠিয়া সম্মুখে দেখিলেন যে, ভূমিতলে কেবলমাত্র  
এক পুরুষাকৃতি হর-কোপানলদঙ্কাবশেষ ভস্ম-রাশি পড়িয়  
রহিয়াছে !

পুরুষ নাই ; কেবল ভস্মের পুরুষাকৃতি মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

ভস্মময় আকৃতির কিছু-মাত্র ব্যত্যয় হয় নাই ইহাতে বুঝিতে হইবে যে,  
মহাদেবের কোপাগ্নি-নির্গম ও মদনের মৃত্যুর মধ্যে মুহূর্ত্ত-মাত্র ব্যবধান ছিল  
না। ( instantaneous death )।

৭। এই দেখিয়া রতি পুনরায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ;  
এবং ভূমিলুণ্ঠন করিতে-করিতে তাঁহার স্তনযুগল ধূসর হইয়া  
উঠিল। বিক্ষিপ্ত-(আলুথালু)-কেশা রাত তখন সেই বন-  
ভূমিকে যেন সমছুঃখিনী করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

শোক-বিহ্বলা রতির বক্ষাচ্ছাদন স্থলিত হইয়া পড়িয়াছিল ; সেইজন্য  
ভূমিলুণ্ঠনে তাঁহার স্তনযুগল ‘ধূসর’।

৫। “হে মদন ! তোমার যে (বর-) বপুঃ কাস্তিমত্তায়  
বিলাসিজনদিগের উপমা-স্থল ছিল, সেই দেহ আজ এই দশা  
প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহা দেখিয়াও আমি বিদীর্ণ হইলাম না ;—  
অহো ! স্ত্রীলোকেরা কি কঠিন !—

৬। “হে প্রিয় ! সেতুবন্ধ ভগ্ন হইলে জলপ্রবাহ যেমন  
হৃদধীনজীবিতা নলিনীকে কোথাও নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়,  
তুমিও তেমনই অকস্মাৎ মোহাদি-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া হৃদধীন-  
জীবিতা আমাকে কোথায় ফেলিয়া চলিয়া গেলে ?—

৭। “হে প্রিয় ! তুমি কখনও আমার অপ্রিয় কিছু কর  
নাই ; আমিও কখনও তোমার অপ্রিয় কিছু করি নাই ;—তবে  
অকারণে, এই বিলাপকারিণী রতিকে কেন দর্শন দিতেছ না ?—

মদন রতির অপ্রিয় কিছু করিয়া থাকিলে, লজ্জায় দর্শন না দেওয়া সম্ভব  
ছিল ; অথবা রতি মদনের অপ্রিয় কিছু করিয়া থাকিলে, রতিকে শাস্তি  
দেওয়ার অভিপ্রায়ে মদনের অদর্শন সম্ভব ছিল ;—কিন্তু এখানে ত্বয়েরই  
অভাব।

৮। “( আমি ত কখনই তোমার অপ্রিয় কার্য্য করি নাই ; তবে ) যখন তুমি ভ্রাহ্মিবশে অগ্ন্য নারীর নাম ধরিয়া আমায় ডাকিতে, তখন আমি রাগভরে আমার মেখলা-রূপ রঙ্কু দিয়া তোমায় বন্ধন করিতাম ; তুমি কি তাই স্মরণ করিয়া আজ এই অভিমান করিতেছ ?—অথবা আমি যখন কর্ণোৎপল দিয়া তোমার মুখে আঘাত করিতাম, তখন সেই উৎপল-চ্যাত কেশরে তোমার চক্ষের দুঃখোৎপাদন করিত ; তুমি কি তাই মনে করিয়া আমায় প্রতিফল দিবার জন্য আজ এইরূপ অদৃশ্য রহিয়াছ ?—

এমন হঠাৎ মদন মারা গেলেন, ইহা রত্নির মন কিছুতেই বুঝিতেছে না। তিনি উহার পূর্ব্বকৃত নারীজনোচিত প্রণয়পরাধ সকল স্মরণ করিয়া ভাবিতেছেন, বুঝি মদন আজ রত্নির সেই সকল অপরাধের প্রতিফল দিবার জন্যই অভিমানবশতঃ অদৃশ্য হইয়া রত্নিকে কষ্ট দিতেছেন !

৯। “হে প্রিয় ! তুমি বলিতে যে, আমি তোমার হৃদয়-বাসিনী ; উহা মিথ্যা ও কেবল ছলনা-কথা মাত্র বলিয়াই মনে হইতেছে ; নতুবা আজ তুমি নাই, তবে রত্নি রহিয়াছে কেন ?—

মদনের হৃদয়ই যদি রত্নির আশ্রয়-স্থল হইত, তাহা হইলে আজ আশ্রয়ের বিলোপে আশ্রিতারও বিলোপ হইত।

১০ “তুমি পরলোকে নব-প্রবাসী থাকিতে-থাকিতেই ( অবিলম্বেই ) আমি তোমার অনুগমন করিয়া তোমার সহিত মিলিব, ইহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বিধাতা জগতের

লোককে বঞ্চিত করিলেন, ( ইহাই দুঃখ ) ;— কারণ, দেহিজনের  
শ্রুত তোমারই অধীন ছিল।—

১১। “হে প্রিয় ! রজনীর গাঢ় অন্ধকারাবগুহিতা ও  
মবগুহন-ভৌতা অভিসারিণী রমণীদিগকে ( তাহাদের অভি-  
লষিত ) কানৌদিগের গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে, তুমি বিনা আর কে  
সক্ষম হইবে ?—

অবগুহন লঙ্ঘানিবারণার্থ। রজনীর অন্ধকারই অভিসারিণী নারীদিগের  
মবগুহন-স্বরূপ হইয়া যেন তাহাদের লঙ্ঘা নিবারণ করে,— অর্থাৎ রাহিতে  
তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পায় না।

কামান্ধ না হইলে দুঃসাহসের কণ্ঠ কেহ করিতে পারে না। স্তম্ভরায়  
মদনভাবে দুঃসাহসিকা নারীদিগের অভিসার বন্ধ।

১২। “হে প্রিয় ! তোমার অভাবে, ঘূর্ণামান-অরুণনয়না  
ও পদে-পদে-স্থানিত-বচনা প্রমদাদিগের বারুণী-পানোন্তেজিত  
কাম এখন কেবল বিভ্রম্যনা মাত্র।

মদনভাবে কাম নিষ্ফল।

১৩। “হে অশরীরি ! তুমি চন্দ্রের প্রিয়বন্ধু ; সেই জন্ম  
প্রিয়বন্ধুর দেহ এখন কেবল কথামাত্রাবশিষ্ট হওয়ায়  
চন্দ্র নিজের পূর্ণোদয় নিষ্ফল জানিয়া, কৃষ্ণপক্ষ গত হইলেও  
অতি-কষ্টে কৃষ্ণর ত্যাগ করিতেছেন।—

মদন-বিনাশে চন্দ্র অতি দুঃখে বুদ্ধি পাষ্টতেছেন ! মদনভাবে পূর্ণচক্রে  
ফল কি ?—উপভোগই বা করিবে কে ?

১৪। “হরিতারুণ-বর্ণ-বিশিষ্ট, সূচ্যক-বৃক্ষ-শোভিত  
পুংস্কাকিল-রবের মাধুর্য্য-সম্পাদক নবচূত-কুসুম এখন কাহার  
পল্লবের বাণ হইবে, বল ?—

চূত-চৰ্ক্ষণে পুংস্কাকিলের রব মধুর হয়।—(তৃতীয় সর্গে দৃষ্ট  
বর্ণনে দেখ।)

নব-চূতকুসুম পুষ্প-মল্লুর পঞ্চবাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাণ। “মহুচর মদুহু  
কত চূতাকুরান্নঃ” (১—৬৯)

১৫। “যে অলি-পংক্তিকে তুমি অনেকবার নিজের পুষ্প-  
মল্লুর গুণ-কাণ্ডে নিয়োজিত করিতে, দেখ, এই সেই অলি-  
পংক্তি আজ সক্রমণ-স্বনে গুঞ্জন করিয়া, যেন ছর্ভর-শোক-  
পীড়িতা আমারই হৃৎথে কাঁদিতেছে !—

১৬। “হে প্রিয় ! পুনরায় তোমার সেই মনোহর দ্রুত  
সারণ করিয়া উত্তীর্ণ হও এবং মধুরালাপে স্বভাব-মুদ্রকা  
কাকিলাকে সুরত-দৌতা-কাব্য করিতে আজ্ঞা কর।—

মধুরালাপীরই দৌতা-কাণ্ডে অধিকার ও পটুতা। কাকিলা মধুরালাপে  
স্বভাব-পণ্ডিতা, স্বভাব-সিদ্ধা।

১৭। “হে সুর ! ( তুমি আমার পায়ে ) মাথা কুটিয়া যে-  
সকল আলিঙ্গন যাক্ষণ করিতে, সেই-সকল নিভৃত-নিষ্পন্ন,  
সকম্প সুরত স্মরণ করিয়া আমি এখন শাস্তি পাইতেছি না।—

১৮। “হে রতিপণ্ডিত ; তুমি স্বহস্তে আমার অঙ্গে যে  
বসন্ত-কুসুমভরণ রচনা করিয়াছিলে, তাহা আমার অঙ্গে এখনও

হইয়াছে ( শুকায় নাট ) ; কিন্তু তোমার সেই চারুবপুঃ  
অদৃশ্য হইল !—

১৯। “আমার চরণের লাক্ষ্যরাগ-পরিকল্প্য সমাপ্ত না  
হইতেই ক্রুর দেবগণ তোমাকে স্মরণ করিয়াছিল ; ( হে প্রিয় ! )  
এখন এস, আমার শ্রুতি বামচরণের লাক্ষ্যরাগ রচনা কর ।

প্রাণাশ্রিত কন্ঠে নিয়োগ করায় দেবগণ ‘ক্রুর’ ।

২০। “হে প্রিয় ! স্বর্গে চতুরা সুরকামিনীজন-কঙ্কক তুমি  
বিলোভিত না-হইতে-হইতেই আমি পতঙ্গ-বন্ধ অবলম্বন করিয়া,  
পুনরায় তোমার অঙ্কশ্রয়িণী হইব ।—

‘পতঙ্গবন্ধ’ অবলম্বন করিয়া’—অর্থাৎ অগ্নি-প্রবেশ করিয়া ।

পাছে সুরকামিনীগণ মদনের মনোহরণ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়া  
ফেলে, এই ভয়ে রত্নের পত্নীহৃদয়ে তিলাঙ্ক বিলম্ব সহিতেছে না । পতিব্রতা  
পত্নীর স্বীকৃতি তলত টীকা-ভাবে স্মরণরূপেই ব্যক্ত ।

২১। “হে রমণ ! আমি ( এখনই ) তোমার অন্তঃগমন  
করিলেও, মদনের বিচ্ছেদে রতি ক্ষণমাত্রও ত জীবিতা ছিল,  
আমার এ অপবাদ কিন্তু কোনও কালে ঘুচবে না ।—

২২। “হে প্রিয় ! পরলোকগত তোমার ( মৃতদেহে চন্দন-  
লেপনাদি ) অন্ত্য-মণ্ডনকার্য্যও আমি করিতে পাইলাম না ।  
জীবনের সহিত তোমার দেহও অতর্কিত-ভাবে একই-সময়ে  
স্বাস প্রাপ্ত হইল !—



জীবন-নাশের সঙ্গে-সঙ্গেই মদনের মৃতদেহও ভস্মাবশিষ্ট; স্ততরাঃ যখন দেহই নাই, তখন আর অস্ত্যমণ্ডন হইবে কিম্বের ?

মৃতদেহের অস্ত্যমণ্ডন করিতে না পাওয়া আত্মীয়ের পক্ষে দুঃখা-বাঞ্চক !

২৩। “তুমি ক্রোড়ে ধনুঃ স্থাপন করিয়া, ধনুকের বাণ সোজা করিতে-করিতে, তোমার প্রিয়-সখা বসন্তের সঙ্গে হাসিয়া আলাপ করিতে ও তাহার দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিষ্কপ করিতে, তাতা আমার স্মরণ-পথে আকৃষ্ট হইতেছে।—

এ সময়ে পূর্ব-স্বপ্নস্মৃতি নিদারুণ কষ্ট-দায়ক হইলেও আবাবিক।

২৪। “তোমার পুষ্পধনুঃ-রচয়িতা, তোমার সেই প্রিয়-সখা মধুই বা কোথায় ? তবে, তিনিও কি পিনাকীর উগ্র-রোমে পড়িয়া স্তম্ভদের গতি পাইয়াছেন ?”

প্রিয় স্তম্ভঃ মদনের সঙ্গে বসন্ত কি হরকোপানলে দগ্ধ হইলেন ?—রতি ইহাই আশঙ্কা করিতেছেন। ভণ্টা ত গিয়াছেনই, আবার ভণ্ট-স্তম্ভঃ কি গেলেন ? ইহাতে রতির কাতরতা আরও বর্দ্ধিত হইল।

২৫। তখন, বিষাক্ত শরের ন্যায়, রতির এই সকল বচনে নশ্বাহত হইয়া, কাতরা রতিকে আশ্বাস দিবার জন্য বসন্ত তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

২৬। মধুকে দেখিয়া রতি বক্ষে, প্রবল করাঘাতে স্তনযুগল পীড়ন করিতে-করিতে অত্যধিক রোদন করিতে লাগিলেন ;—

আত্মায়ের সম্মুখে দুঃখের দ্বার যেন ( স্বতঃই ) উদ্ঘাটিত  
হইয়া যায় ।

২৭। কাতরা রতি নধুকে কহিলেন,—“হে বসন্ত ! দেখ,  
তোমার সুহৃৎ এখন কি হইয়াছেন ! তিনিই এই কপোত-  
পিঙ্গল ভাস্মরাশি ! ( ঐ দেখ ), কণা-কণা করিয়া পবন উহা  
বিকীর্ণ করিতেছে !—

২৮। “হে স্মর ! এই বসন্ত তোমাকে দেখিতে উৎসুক  
হইয়াছেন, এখন একবার দর্শন দাও ; দয়িতার প্রতি পুরুষ-  
দিগের প্রেম অস্থির হইলেও, সুহৃৎজনের প্রতি তাঁহাদের প্রেম  
কখনও অস্থির হয় না ।—

‘বসন্ত উৎসুক হইয়াছেন’ বলিলে যদি মদন বসন্তকে দেখা দিতে  
আসেন !—হায় ! কাতর হৃদয় এমনই দুরাশায় মুগ্ধ হইয়া থাকে !

২৯।—“হে মদন ! এই বসন্তই তোমার পার্শ্বে থাকিয়া,  
সুরাসুরসহ সমস্ত জগৎকে তোমার ধনুরে,—ক্ষীণ মৃগাল-তন্তু  
বার গুণ এবং সুকোমল কুসুম বার বাণ,—তোমার সেই পুষ্প-  
ধনুরে বশে আনিয়াছেন ।—

যে বন্ধুর এমন ক্ষমতা যে, মদন স্বয়ং স্বকুমার-অস্থমাত্র-সহায় হইলেও  
যিনি মদনের পার্শ্বে থাকিয়া জগৎকে ঐ স্বকুমার অস্ত্রের বশে আনিয়াছেন,  
মদনের আজ্ঞাকারী করাইয়াছেন, এমন স্বতুল্য বন্ধুর প্রতি প্রেম কখনই  
যাবার নয়, ইহাই তাৎপর্য্য ।

৩০। “হে বসন্ত ! তোমার সেই সখা পবনাহত দীপের  
 জ্বালায় গত হইয়াছেন, আর ফিরিবেন না ; এখন আমি কেবল  
 এই নির্বোধ দীপের বহিরে জ্বালা পড়িয়া আছি এবং অসহ্য  
 শোকের ধূমোদগীরণ করিতেছি, দেখুন !—

“পবনাহত দীপের” উপমায় মদন-দহনের ক্ষিপ্ততা সূচিত ।

৩১। “হে সখে ! মদনের সঙ্গে আমার বধ না করিয়া  
 বিধাতা বধ-কাৰ্য্য কেবল অর্ধেক-সম্পন্ন করিয়াছেন মাত্র ;—  
 কারণ, সুদৃঢ় আশ্রয়-বক্ষ গজ-কর্তৃক ভগ্ন হইলে, তদাশ্রিতা  
 লতাও তখনই পড়িয়া যায় ।—

এখনও যখন রতি বাঁচিয়া আছে, তখন বিধাতার মদন-বধ-কাৰ্য্য সম্পূর্ণ  
 হয় নাই,—অর্ধেক হইয়াছে মাত্র । ইহা মদনের সহিত রতির একান্ত-  
 বাস্তবিক ।

অতরূপ ভাব রামায়ণে—রামের প্রতি বনবাসের আদেশে শূন্য সীতার  
 উক্তি—“অতশ্চবাহমাদিষ্টা বনে বন্তুৰ্যামিত্যপি” অর্থাৎ এই আদেশে আমিও  
 বনবাসে আদিষ্টা ।

৩২। “তাহা যখন হয় নাই,—এখনও যখন বাঁচিয়া আছি,  
 তখন আপনি বকুজনের এই কাৰ্য্যটা করুন ;—আমি পতি-  
 বিয়োগ-বিধুরা হইয়াছি, আমাকে অগ্নিদানে পতির নিকটে  
 প্রেরণ করুন ।—

সহমরণে বকুর সাহায্যের প্রয়োজন ।

৩৩। “শশী অন্ত হইলে, তাঁহার সঙ্গে কৌমুদীর লোপ হয় ; মেঘ বিলীন হইয়া গেলে, সেই-সঙ্গে তড়িৎও অদৃশ্য হইয়া যায় ; প্রমদাগণ যে পতির পথই অনুসরণ করে, তাহা বিচেতন পদার্থ-সকলের দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে।—

সচেতনের ত কথাই নাই, বিচেতনেও পতঙ্গগমন প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব পতঙ্গগমন ভিন্ন পতিরতার গতান্তর নাই।

৩৪। “( অতএব ) আমি এই সুখদ প্রিয়-গাত্র-ভ্রম্মে স্তনযুগল রঞ্জিত করিয়া, অগ্নি-শয্যায় ( যেন নবপল্লব-শয্যায় ! ) এই দেহকে শায়িত করিব।

তাপ-নিবারণার্থ বিরহীগণ গারে চন্দন মাখিয়া স্নান করিয়া নবপল্লব-শয্যায় শয়ন করেন। ইহা কবি-প্রসিদ্ধি। এখানে, বিরহ-সম্ভাপিতা রতির পক্ষে দগ্ধ মদনের ভয়ে যেন চন্দন স্বরূপ, আর অগ্নিই যেন নবপল্লব-শয্যা ! চন্দনের স্থানে ‘ভ্রম্ম’ ও নবপল্লবের স্থানে ‘অগ্নি’—রতির বিষম দুর্ভাগ্য-বাজক।

অগ্নির রক্তবর্ণত্ব-হেতু নবপল্লবের সহিত ‘বাহু’ সাদৃশ্য।

৩৫। “হে সৌমা ! তুমি কতবার আমাদের ( স্বামী-স্ত্রীর ) কুসুমশয্যা-রচনায় সাহায্য করিয়াছ ; সম্প্রতি আমি কৃতাজলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি,— এখন তুমি আমার চিতা-শয্যা-রচনা করিয়া দাও।

সুখে যিনি সহায়তা করিয়াছেন, দুঃখেও তাঁহারই সহায়তা করিবার কথা। তা ছাড়া, আজ যখন চিতাই রতির পক্ষে স্বামীর সহিত মিলিত হইবার

শয্যা, তখন যিনি এতদিন দম্পতীর ফুলশয্যা-রচনায় সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনিই সেই দম্পতীর মিলনার্থ চিতা-শয্যা-রচনা করুন।

৩৬। “চিতা-রচনাস্তর, তুমি আমাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া মলয়-মারুত-সঞ্চালনে সহর কার্য্য নিষ্পন্ন করিও ;—কারণ, তুমি ত জান যে, মদন আমা বিনা ক্ষণমাত্র স্থষ্ট থাকেন না।—

মলয়-মারুত বসন্তেরই অন্তর। এবং সে সময়ে তথায় বর্ত্তমান ; সুতরাং চিতা-প্রজ্বলনে তাহার সাহায্যও লওয়া হউক, ইহাই অভিপ্রায়।

“নবপল্লব-শয্যা” সহিত যোজনা করিয়া দেখিলে, এখানে ‘মলয়’ মারুতের উল্লেখে একটু নিগূঢ় সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। বিরহ-তাপিত রমণী চন্দনচর্চ্চা করিয়া যখন নবপল্লব-শয্যায় শয়ন করে, তখন যদি মলয়পবন বহে, তাহা হইলে তাহার বড়ই উপকার হয়। বিরহবিধুরা রত্নের পক্ষেও মদন-দেহের ভস্ম ‘চন্দন’, অগ্নি ‘নবপল্লব-শয্যা’ এবং তাহাতে যখন রত্ন শয়ন করিবেন, তখন ‘মলয় পবন’ বহিয়া বিরহ-সন্তাপ দূর করুক ;—পক্ষান্তরে, পবন-সাহায্যে দাহ-কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া অবিলম্বে দম্পতীর পরলোক-সম্মিলন ঘটুক।

৩৭। “এই করিয়া, তাহার পরে (দাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে,) আমাদের উদ্দেশ্যে একটীমাত্র জলাঞ্জলি দিও ;—পরলোকে তোমার সেই বান্ধব, মদন, ঐ জলাঞ্জলি বিভাগ না করিয়াই, আমার সহিত একত্রই পান করিবেন।—

উভয়ের জন্ত ‘একটী মাত্র’ জলাঞ্জলি এবং পরলোকে উহা ‘একত্র’ পান—এ সকল ঐকান্তিক-প্রেম-বাক্যক।

৩৮। “হে মধব ! ( পিণ্ডদানাদি ) পরলোককৃত্যে মদনের উদ্দেশে চঞ্চল-নবপল্লব-যুক্ত সহকার-মঞ্জরী দিও ;—কারণ, চূত-কুসুম তোমার সখার বড়ই প্রিয় ।”

জীবদ্দশায় যে দ্রব্য-সাহার সমাদিক প্রিয়, মৃত্যুর পরে সেই দ্রব্য তাহার আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়া থাকে ।

৩৯। শুষ্ক-জল তড়াগের শফরীকে বাকুল দেখিয়া, প্রথম বর্ষা যেমন তাহার প্রতি কৃপাবতী হয়েন, আকাশ-সম্ভবা বাণীও তেমনই রতিকে দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয়া দেখিয়া তৎপ্রতি অনু-কম্পা করিলেন ।

শুষ্ক-জল তড়াগের শফরী ও দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয়া রতি, উভয়েই মৃত-প্রায় ।

৪০। আকাশ-বাণী হইল—“হে কুসুমাযুধ-পত্নি ! তোমার ভর্তা বহুকাল ছলভ থাকিবেন না । যে কর্মের ফলে তিনি হরনেত্রাগ্নিতে পতঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইলেন ( পতঙ্গবৎ দক্ষ হইলেন ), তাহা শ্রবণ কর ;—

৪১। “মদনের প্রেরণায় প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ঘটায়, তিনি স্ব-সুতা সরস্বতীকে অভিলাষ করেন ; পরে, তিনি ইন্দ্রিয়-বিকার নিগ্রহ করিয়া, মদনকে এই ( হরকোপানলে-দাহাত্মক ) অভিশাপ দিয়াছিলেন ।—

৪২-৪৩। “পারে, ধন্য-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া, ( প্রশমিত-কোপ ) সেই ভগবান্ ব্রহ্মা মদনের প্রতি তাঁহার অভিষাপের অবসান-কালে এই উক্তি করিয়াছিলেন যে,—যখন পার্শ্বতীর তপে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, তখন মনের আনন্দে তিনি মদনকে পুনরায় তাঁহার সেই স্বীয় ( বর ) বপুঃ দিয়া পুনর্জীবিত করিবেন ;—জিতেন্দ্রিয় লোকেরা, মেঘের ছায়া, যেমন বিদ্যুৎস্ফারী, তেমনই ( পরক্ষণেই ) মেঘেরই ছায়া, অন্তবধী ।—

কোপ-হেতু শাপ-প্রদান ; আবার পরক্ষণেই কোপাবসানে শাপ-মুক্তির উপায়-বিধান ; ইহাই জিতেন্দ্রিয়ত্ব-বাক্যক । মেঘ-পক্ষে যেমন প্রথমে তর্জিভঙ্গার এবং পরক্ষণেই অমৃতোপম বারি-বর্ষণ ; জিতেন্দ্রিয়-পক্ষে তেমনই প্রথমে কোপ এবং তৎপরেই প্রসাদ ।

দাহ্যকত্ব-হেতু, বিদ্যুতের সহিত এই অভিষাপের সাদৃশ্য ; এবং অমৃতোপম সর্গীবনী-গুণে মেঘ-নিঃসৃত শীতল বারির সহিত শাপাবসান-বারির উপমা সার্থক ; জলেই অগ্নি নির্বাপন হয় ।

৪৪। “অয়ি শোভনে ! পুনরায় তোমার প্রিয়-সম্মিলন হইবে ; অতএব তুমি স্বীয় দেহ রক্ষা কর ;—দেখ, ( প্রীত্বে ) সূর্য্য কর্তৃক বিশোষিতা হইলেও বর্ষাগমে নদী আবার প্রবাহনহী হইয়া থাকে ।”

এখানে নদীর জল-শোষক ‘সূর্য্য’ তাপ-বাক্যক ; মদনও তাপ-দেহ ।

৪৫। এই প্রকারে কোন অদৃশ্য-দেহ প্রাণী রত্নির নরণোৎসোগ-প্রকৃতি নিবারণ করিলে, উহাতে প্রত্যয় করিয়া

কুসুমায়ুধ-বন্ধু বসন্ত সফলতা-সুচক সুবচনে রতিকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।

৪৬। কিরণ-ক্ষয়ে মলিনা দিনমানের চন্দ্রলেখা যেমন প্রদোষ-কালের প্রতীক্ষা করে, শোক-কুশা মদন-বধুও ইহার পরে তেমনই তাহার বিপদের অন্তকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকলার পক্ষে যেমন দিনমান, রতির পক্ষে তেমনই এই শাপকাল উভয়ই ক্ষীণতা-বাত্তক। চন্দ্রকলা যেমন পুনঃ কিরণ সঞ্চয়ের জ্ঞান সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করে, রতিও তেমনই পুনঃ ভর্তৃ-মিলনের জ্ঞান শাপাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

\*

\*

\*

[ দ্বিতীয় সর্গে যখন মদন বির-বেশে নখা বসন্ত এবং ভাষ্যা রতিকে সঙ্গে লইয়া দেবকার্য্য-সাধনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, তখন পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে,—মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গ করিতে যদিও মদনের বাণ্য মৃথা উপায়। তবু গোণ উপায়-স্বরূপ অতুল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সংঘটন করিতে অর্থাৎ তখন অকালে বসন্ত সৃষ্টি করিতে নখা বসন্তের প্রয়োজন থাকিলেও, এ ব্যাপারে যখন ভাষ্যা রতির করণীয় কোন কার্য্যই নাই, তখন তাহাকে সঙ্গে লইবার কি প্রয়োজন ছিল ?

ইহার উত্তর এই যে,—প্রথমতঃ জগতে জীব-প্রবাহের মূলে যে-এক অতি দুর্জয় মহাশক্তি জীবমাত্রেরই উপরে কার্য্য করিতেছে, পুরাণে তাহারই দ্বৈত-মূর্ত্তি—মদন ও রতি, পরস্পর অবিচ্ছেদ্য—যেখানে মদন, সেইখানেই রতি ; হুতরাং এ যাত্রাতেও স্বভাবতঃই রতি, মদনের সহ-গামিনী হইয়াছেন,



বৃষ্টিতে হইবে। ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই; বরং কবির স্মৃতি-দৃষ্টিতেই আশ্চর্য্যাস্থিত হইতে হয়। রতি-বিলাপের মধ্যেই উভয়ের অবিচ্ছেদ্য ভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ—এ যাত্রায় মদনের সহিত রতির গমন, কাব্যের দিক্ দিয়াও একান্ত প্রয়োজন। নতুবা, এই শেষ-যাত্রায় যখন হর-কোপানন্বে মদন নিমেষের মধ্যে ভস্মীভূত হইলেন;—মহাদেব তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলেন;—পার্বর্তীও হতাশ-হৃদয়ে সগি-সঙ্গে গৃহ-মুখে প্রস্থান করিলেন,—এবং সঙ্গে রতি না থাকিলে একা সখা বসন্তও ক্ষণমনে সে স্থান ত্যাগ করিতেন, সন্দেহ নাই;—তখন সেখানে বিরাজ করিতে থাকিত কেবল-মাত্র মদনের ভস্মরাশি; আর চারিদিকের সেই চিত্তার্পিতবৎ বনস্থলীর নীরবতা। জগন্নাথ মদন-দেবের এইরূপে নির্জন দেশে অশোচিত-ভাবে পরিসমাপ্তি কাব্যার্থে নিত্যস্থ অশোভন হইত ভাবিয়াই কবি, রতিকে মদনের সঙ্গে আনিয়াছেন এবং দক্ষ পতির ভস্মে ধূসরিতাঙ্গী, বিকীর্ণ-কেশা রতির মুখ দিয়া এমন-এক মম্মভেদী বিলাপ করাইয়াছেন, যাহার করুণ-ধ্বনি সে-দিন কেবল সেই স্থানে প্রতিধ্বনিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই;—কবির তুলিকা-গুণে চিরকাল তাহা সাহিত্য-জগতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কাব্যের একটি অখণ্ড সর্গই এই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।]

“রতি-বিলাপ”-নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

## পঞ্চম সর্গ

১। পিনাকী ঐরূপে পার্বতীর সমক্ষে মন্থথকে দক্ষ করিয়া পার্বতীর মনোরথ ভগ্ন করাতে, সতী মনে-মনে নিজ রূপকে নিন্দা করিতে লাগিলেন ;—কারণ, যে সৌন্দর্য্যের বলে পতি-সৌভাগ্য ঘটিল না, সে সৌন্দর্য্যে ফল কি ?

ইহা মদন-দহন ব্যাপারেরই অব্যবহিত পরবর্তী। মদন-দহনান্তে, একদিকে পার্বতী ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিলেন ; আর একদিকে রতি বিলাপ করিতে লাগিলেন। চতুর্থ সর্গে রতি-বিলাপ সবিস্তারে কথিত হইয়া, এখন পার্বতীর কথা হইতেছে।

২। (তখন) পার্বতী সমাধি-অবলম্বনে প্রচুর তপস্যা দ্বারা নিজ সৌন্দর্য্যের সাফল্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন ;—অত্যা, তেমন পতি ও তেমন প্রেম,—এই দুই বস্তু কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে ?

ভূতপূর্ব্ব-পত্নী সতীর প্রতি মহাদেবের প্রসিদ্ধ প্রেমই তাঁহার অসাধারণ প্রেমিকত্বের প্রমাণ ; এবং মৃত্যুঞ্জয়ই তাঁহার অসাধারণ পতিত্বের প্রমাণ। পতির দীর্ঘজীবন ও প্রেমিকতা—এই দুইটাই ব্রহ্মলোকের সর্ব্বপ্রধান কামনা।

৩। মেনকা যখন শুনিলেন যে, কন্যা মহাদেবের প্রতি আসক্তচিত্তা হইয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন তিনি পার্বতীকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া মহান্ মুনিব্রত হইতে তাঁহাকে নিবারণার্থ কহিলেন ;—

‘মহান্ মুনিব্রত’ অর্থাৎ স্বকঠিন তপঃ,—যাহা কেবল স্মৃৎ-দেহশালী মুনিগণই আচরণ করিতে সক্ষম। যে-কোন জননীর পক্ষে, বিশেষতঃ কন্যাগত-প্রাণা মেনকার পক্ষে স্বকোমল বাল্য কন্যাকে কঠোর তপস্তা-ব্রত হইতে নিবারণ করা, বড়ই স্বাভাবিক।

৪। “হে বৎসে ! যে-দেবতার পূজা করিতে ইচ্ছা কর, গৃহে ত সেই দেবতাই আছেন, ( তবে, কেন তপশ্চরণ করিতে যাবে ? ), ( বল দেখি ), কোথায় ( হুঃসহ ) তপস্তা, আর—কোথায় তোমার এই ( স্কুমার ) দেহ !—স্বকোমল শিরীষ-পুষ্প ভ্রমরের পদই সহিতে পারে ; পক্ষিদিগের পদ-ভার সহ্য কি উহার কৰ্ম ? ”

শিরীষকুম্ভ-স্কুমার পার্শ্বতীর দেহ দাক্ষণ তপঃ-সাধনার নিতাস্থই অতুপযোগী, ইহাই ভাব।

৫। এইরূপ উপদেশ দিয়াও মেনকা স্থির-কল্প কন্যাকে উত্তম হইতে নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন না,—অভিলষিত বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় মনকে, আর নিম্নাভিমুখ জল-প্রবাহকে কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে ?

ইষ্ট কৰ্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জন, আর, নিম্নগামী জল,—উভয়ই দুর্কার।

৬। হিমবান্, কন্যার এই তপশ্চরণাভিলাষের বিষয় অবগত হইলে, পরে কোন সময়ে স্থির-চিত্তা পার্শ্বতী আপ্তসম্বী-মুখ দ্বারা

পিতার সমীপে, ফলোদয় পর্য্যন্ত তপঃ-সমাধির জন্তু অরণ্যবাসের  
অনুমতি যাহ্না করিলেন ।

বিবাহ যে ব্যাপারের উদ্দেশ্য, এরূপ ব্যাপার সম্বন্ধে যুবতী কন্যা পিতার  
কাছে নিজমুখে প্রস্তাব করিতে স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত ; সেইজন্য পার্বতী নিজ-  
মুখে পিতৃ-অনুমতি না চাহিয়া, আশ্বিনী-রূপ মুখের দ্বারা অর্থাৎ বিশ্বস্ত সখীকে  
দিয়া পিতৃসমীপে অনুমতি প্রার্থনা করাইলেন ।

৭ । প্রস্তাবানুরূপ আগ্রহ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া, পূজ্যতম পিতা  
অনুমতি প্রদান করিলে, তপশ্চরণার্থ গৌরী, ময়ূরাদি অহিংস্র-  
প্রাণি-সেবিত এক শিখরে গমন করিলেন ; পরে এই শিখর  
লোক-মধ্যে গৌরীর নামে ( “গৌরী-শিখর” নামে ) অভিহিত  
হইয়াছিল ।

৮ । তখন তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয়া পার্বতী তাঁহার বন্ধু  
হইতে মুক্তাহার মোচন করিয়া ফেলিলেন ; আর বন্ধুর চন্দন-  
চর্চা, তাহা ত (গতিহেতু) দোহুলামান হার-কর্তৃক (ইতিপূর্বেই)  
বিলপ্ত হইয়াছিল । সেই মুক্তাহারের স্থানে তিনি বালারূপ-  
পিঙ্গল বন্ধল ( কণ্ঠলব্ধী স্তনোত্তরীয় রূপে ) বন্ধন করিলেন ;—  
তখন, সেই বন্ধাবদ্ধ বন্ধল পীনোন্নত পয়োধর কর্তৃক যেন  
বিদারিত-প্রায় দেখাইতে লাগিল ।

৯ । তাঁহার মুখ-মণ্ডল সুশোভন কেশপাশেও যেমন মধুর  
দেখাইত, এখন জটা-কলাপেও তেমনই মধুর দেখাইতে

লাগিল ;—ভ্রমর-পংক্তিতেই যে কেবল পঙ্কজের শোভা, এমন নহে—শৈবালাসঙ্গেও পঙ্কজ শোভা ধারণ করে।—

১০। যে নিতম্ব-দেশ মেখলা-দামের আশ্রয়, সেই নিতম্ব-দেশে পার্শ্বতী এখন তপস্কার্য গুঞ্জ-নামক কর্কশ তৃণের রজ্জু ত্রিরাবৃত্ত করিয়া ( তিন ফের দিয়া ) পরিবেশিত ;—( কার্কশ-হেতু ) ঐ গুঞ্জময়ী মেখলা ধারণে প্রতিক্ষণে পার্শ্বতীর রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, এবং এইরূপ মেখলা এই প্রথম পরিয়াছেন বলিয়া, উহাতে তাঁহার ( সুকোমল ) জঘন-দেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল !

১১। যে হস্ত লাক্ষারস-রঞ্জনার্থ অধরে বাহিত, আজ অধর-বাগ ত্যাগ করায়, সে হস্ত আর অধরে বাহিতোছে না ; যে হস্ত স্তন্যঙ্গুরাণে অরুণিত কন্দুক ধরিয়া বারংবার ক্রীড়া করিত, আজ কন্দুক-ক্রীড়ার অভাবে, সে হস্ত আর কন্দুক ধরিতোছে না ;—আজ কুশাস্কুর-সংগ্রাহে ক্ষত-বিক্ষত সেই হস্তকে পার্শ্বতী জপ-মালায় সহচর করিয়াছেন ।

ক্রীড়া-কালে কন্দুক বারংবার যক্ষের উপরে পড়িতে, কুঙ্কম-চন্দনাদি স্তন্যঙ্গুরাণে উহা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত ।

১২। গৃহে মহামূল্য শয্যায় অবলুষ্ঠন-হেতু নিজকেশচ্যুত পুষ্পও যে-পার্শ্বতীর ক্রেশাংপাদন করিত, সেই পার্শ্বতী আজ

বাহুল্যতাকে উপাধান করিয়া, সংস্तरণ-রহিত অনাবৃত ভূমির উপরে শয়ন ও উপবেশন করিতে লাগিলেন।—

‘মহামূল্য’—শয্যার কোমলত্ব-স্বচক।

শয়নাবস্থায় কেশচূষিত পুষ্প ও পার্কতীর ক্লেশ জন্মাইত; ইহাতে বুঝাইতেছে যে, পার্কতীর দেহ কুস্তমাপেক্ষাও সুকুমার।

১৩। সম্প্রতি সংযমবতী বলিয়া পার্কবতী দুইজনের কাছে তাঁহার দুইটী জিনিষ ( সংযমাস্ত্রে আবার ফিরিয়া লইবেন, এই উদ্দেশ্যে) আপাততঃ যেন হস্ত-ধনের মত অর্পণ করিয়াছিলেন,— সুকুশা লতাদিগের কাছে তাঁহার সুললিত অঙ্গ-ভঙ্গী, আর হরিণাঙ্গনাদিগের কাছে তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টি!—

তপঃস্বা পার্কতীতে আপাততঃ তাঁহার সেই সুললিত অঙ্গ-ভঙ্গী দেখা যাউতেছে না, অথচ পার্শ্ববর্তী লতাতে উহা বর্তমান; আর সেই সূচঞ্চল চক্ষুর চাহনিও এখন পার্কতীতে নাই, উহা হরিণাঙ্গনাতেই দেখা যাউতেছে; তাই বোধ হয়, পার্কবতী তপঃকালের জন্ত তাঁহার ঐ দুইটী সম্পত্তি ঐ দুই জীবের কাছে হস্ত রাগিয়া দিয়াছেন; তপঃশেষে আবার লইবেন।

১৪। তন্দ্রাহীনা পার্কবতী ঘট-রূপ স্তনের ধারায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে ( লালন-পালন করিয়া ) বাড়াইতে লাগিলেন;— এইরূপে, প্রথমজাত পুত্রের স্থায় এই বৃক্ষগুলির উপরে তাঁহার যে পুত্র-স্নেহ জন্মিতে লাগিল, ভবিষ্যতে কুমার কান্তিকৈয়ও তাহা কমাষ্টতে পারিবেন না।—

তপ-জপের পরে বিশ্রামকালে পার্শ্বতী নিদ্রার পরিবর্তে এইরূপ পুণ্যকৃত্তদান করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন,—‘তদ্রাহীনা’ বলিবার ইহা তাৎপৰ্য্য।

১৫। অঞ্জলি করিয়া নীবারাদি আরণ্য-বীজদানে লালিত হরিণেরা পার্শ্বতীকে এমনই বিশ্বাস করিত যে, তিনি কুতূহল-বশে নিজ-সমক্ষে সখীদের মুখের কাছে হরিণদের মুখ লইয়া, তাহাদের চক্ষুর সহিত হরিণদের চক্ষুঃ অনায়াসে মাপিতে পারিতেন।—

ব্রতস্থা বলিয়া, পার্শ্বতী নিজে চক্ষুর সহিত না মাপিয়া, সখিদিগের চক্ষুর সহিত হরিণদের চক্ষু মাপিয়া দেখিতেন,—দেখিতেন সখিদের চক্ষু বড়, না, হরিণদিগের চক্ষু বড়।

পার্কীল্লোকে পার্শ্বতীর বৃক্ষপালন উক্ত হইয়াছে ; এখানে পশুপালন উক্ত হইল। পুণ্যকৃত্তদান বলিয়া এ সকল কৰ্ম্ম তপশ্চরণের অন্তর্গত।

১৬। পার্শ্বতী স্নানান্তে অগ্নিতে হোম-কার্য্য সমাধা করিয়া, বৃক্ষলের উত্তরীয় ধারণ করতঃ যখন স্তুতিপাঠাদি করিতেন, তখন তাহাকে দেখিবার জন্ত উৎসুক হইয়া ঋষিরা তথায় আগমন করিতেন ; কারণ, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-জ্ঞানে বৃদ্ধ, তাহার বয়সের প্রতি কেহ লক্ষ্যই করে না।

পার্কীতী বয়সে ছোট হইলেও ধর্ম্ম-জ্ঞানে বড় ; সুতরাং ঋষিদিগেরও সমাদরগীয়া। মহু—“ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্ত পলিতঃ শিরঃ। যো বা যুব্যাপ্যবীযানন্তঃ দেবাঃ স্তবিরং বিদুঃ ॥” বাঙ্গালা প্রবাদ—“বয়সে না বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে।”

১৭। সেই তপোবনে গো-ব্যাঘ্রাদি বিরোধী প্রাণীগণ পূর্ব-বৈর ত্যাগ করিয়া বাস করাত, বৃক্ষগণ অভীষ্ট ফলদানে অতিথিগণের সেবা করাত, এবং তথায় নবনির্মিত পর্ণশালা-সকলের মধ্যে অগ্নি সঞ্চিত থাকাত, উহা অতি পবিত্র হইয়াছিল।

অহিংসা, অতিথি-সংকল্প ও অগ্নিপরিচর্যা,—ইহা তিনই তপোবনের পবিত্রতা-সাধক।

পার্কীতীকে দেখিতে আসিয়া ঋষিগণ সেই পবিত্র তপোবনে পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

১৮। কিছুকাল পরে যখন পার্কীতী দেখিলেন যে, এ-পর্যন্ত-অনুষ্ঠিত তপঃ-সমাধি দ্বারা বাঞ্ছিত ফললাভ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন অবিলম্বে তিনি নিজদেহের সৌকুমার্য্য মনে গণনা না করিয়াই ছুশ্চর তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পার্কীতী তখন একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তাঁহার স্বকুমার দেহ ছুশ্চর তপশ্চরণে সক্ষম হইবে, কি, না। ইহাকেই বলে—“ময়ের সাধন, কিম্বা শরীর-পাতন।”

১৯। যে পার্কীতী কন্দুক-ক্রীড়াতেও ক্লান্তি বোধ করিতেন, তিনি আজ মুনিদিগেরই-সাধ্য ছুশ্চর তপঃ-সাগরে-নিমগ্ন হইলেন—নিশ্চয়ই পার্কীতীর দেহ কাঞ্চন-পদ্মে গঠিত!—সুতরাং পদ্ম-স্বভাবে মৃদু হইলেও, কাঞ্চন-স্বভাবে সসার (কঠিন)।



‘কাঞ্চন-পদ্মে গঠিত’, বলায় বুঝিতে হইবে—কাঞ্চন ও পদ্মে গঠিত, কাঞ্চনের পদ্মে গঠিত নহে। সোণার পদ্মে মৃদুহস্ত থাকিবে কেমন করিয়া ?

পদ্মের মৃদুতা ও কাঞ্চনের কাঠিন্য, দুই-ই এককালে পার্শ্বতীর দেহে বিद्यমান, অর্থাৎ পার্শ্বতীর দেহ যেমন স্কুমার, তেমনই তীব্রতপঃ-ক্ষম।

২০। গ্রীষ্মে, সুমধ্যমা পার্শ্বতী, পবিত্রহাস্ত-বদনে, চারি দিকে জ্বলন্ত অগ্নি-চতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী হইয়া, নেত্রনাশ-কারী (সুপ্রথর) সৌরতেজঃ উপেক্ষা করিয়া, এক-দৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

‘পবিত্রহাস্ত’ অর্থাৎ মৃদুহাস্ত। ইহাতে বুঝাইতেছে যে, এই নির্দারুণ তপঃ পার্শ্বতী অনায়াসেই সম্পাদন করিতেন।

ইহাকেই বলে “পঞ্চতপ” অর্থাৎ চারিদিকে অগ্নি-চতুষ্টয় রাখিয়া, এবং উর্দ্ধে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া তপঃ-সাধনা।

২১। তখন, সূর্য্যের কিরণে অতি-তপ্ত হইয়া তাঁহার সেই মুখে, কমল-শ্রী ধারণ করিত; কেবল অপাঙ্গ-ভাগে ধীরে ধীরে কালিমা পড়িতে লাগিল।

পার্শ্বতীর গৌরবর্ণ মুখ রবিকিরণ-তাপে রক্তিমাত হইয়া পদ্মশ্রী ধারণ করিত। রবিতাপে কমল যেমন স্নান না হইয়া, প্রত্যুত বিকশিতই হইয়া থাকে, পার্শ্বতীর মুখও তেমনই প্রথর রবি কিরণে হীনশ্রী না হইয়া, বরং বিকশিত-শ্রীই হইয়া উঠিত।

২২। ( এই পঞ্চতপঃ-কালে ) কেবলমাত্র অযাচিতো-  
পস্থিত বৃষ্টির জল ও অমৃতময় চন্দ্রের ( স্নিগ্ধ ) রশ্মিই পার্শ্বতীর  
পারণ-কর্ণের ভোজ্য-বস্তু হইয়াছিল ;—বস্তুতঃ ইহা বৃক্ষ-  
জীবনোপায় ব্যতিরিক্ত অধিক কিছুই নহে ।

মেঘজল ও চন্দ্রকিরণ, এই দুই পদার্থ বৃক্ষদিগের জীবনোপায় বলিয়া  
প্রদিক্ত । পার্শ্বতীর তাঁহার “পঞ্চতপঃ” কালে পারণার্থ এই দুইটা বস্তু বাতীত  
অন্য কিছুই আহার করিতেন নী ।

২৩। গ্রীষ্মে এইরূপ বিবিধ অর্থাৎ নভঃশর ও ইন্ধনজাত  
অগ্নিতে অতি-তপ্তা পার্শ্বতীর, গ্রীষ্মাস্ত্রে ( বর্ষারাস্ত্রে ) নববারি  
সিক্তা হইয়া, ( পঞ্চাগ্নি-তপ্তা ) ভূমির সহিত উদ্ধগামী উষ্ণ বাষ্প  
তাগ করিতে লাগিলেন ।

২৪। ( বর্ষার ) বারিবিন্দুসকল প্রথমে পার্শ্বতীর নেত্রপদ্মে  
ক্ষণকাল অবস্থিত করিয়া, পরে অধরকে পীড়ন করিয়া, তৎপরে  
পয়োধরোপরি পতনে চূর্ণিত হইয়া, তদনন্তর ত্রিবলীরেখায়  
শ্লিষ্ট হইয়া, এই ভাবে বিলম্বে নাভিতে প্রবেশ করিত ।

পার্শ্বতীর দাঁড়াইয়া তপঃ করিতেছেন ; বর্ষার বারি-বিন্দু তাঁহার উপরে  
পড়িতেছে ; প্রথমে ‘নেত্র পদ্মে ক্ষণকাল অবস্থিতি,’ ইহাতে পদ্মের  
নিবিড়ত্ব সূচিত ; নিবিড় নেত্র-পদ্ম বারিবিন্দুর পতনে বাধা দিল ; কিন্তু  
‘ক্ষণকাল’ মাত্র—ইহাতে পদ্মের স্নিগ্ধত্ব সূচিত ; পদ্মের স্নিগ্ধত্ব-হেতু জলবিন্দু-  
গুলি অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে পাইল না ।

পরে, নেত্র-পদ্ম হইতে পড়িয়া, বারিবিन्दু-সকল অধরকে ‘পীড়ন’ করিল,—ইহাতে অধরের স্নকুমারত্ব স্ফুটিল; যেহেতু বারি-বিन्दুর পতনে অধর ব্যথিত !

তৎপরে, পয়োধরে পতিত হইয়া, বারিবিन्दু ‘চূর্ণিত’,—ইহাতে পয়োধরের কাঠিন্য স্ফুটিল ।

বারি-বিन्दু, তদনন্তর, দ্রিবলী-রেথায় ‘স্থলিত’; ইহাতে দ্রিবলী-রেথা কর্তৃক উদর-ভাগের নিয়োগ্নত্ব স্ফুটিল ।

সৰ্বশেষে, ‘বিলম্বে’ ‘নাভিতে প্রবেশ’। ‘বিলম্বে’, কেন-না বহুবাদ অতিক্রম করিতে হইয়াছে ।

‘নাভিতে প্রবেশ’—ইহাতে নাভির গভীরত্ব স্ফুটিল; বারিবিन्दু নাভিতে ‘প্রবেশ’ করিল, কিন্তু আর বাহির হইল না ।

২৫। বর্ষাকালে রাত্রিতে নিরন্তর বৃষ্টি হইত, মধ্যে-মধ্যে প্রচণ্ড পবন বহিত,—তখনও পার্বতী অনাবৃত স্থানে শিলার উপরে শুইয়া থাকিতেন ! রাত্রির পরে রাত্রি পার্বতীকে এই অবস্থাতেই দেখিত,—যেন রাত্রিরা পার্বতীর এই মহান্ তপের সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া বিজ্ঞানময় চক্ষুরদ্বারা তাঁহাকে অবলোকন করিত ।

বৃষ্টি, বায়ু, ও বিদ্যুৎ—বর্ষাকালে এই ত্রিবিধ ক্লেশেও পার্বতী অনাবৃত স্থানে, শিলার উপরে, শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন ।

২৬। পৌষ-মাসের রাত্রিতে,—যখন অত্যন্ত শীতল-তুষার-বাহী বায়ু বহিত,—সেই পৌষ রাত্রিতে আগ্রহের সহিত জল

বাস করিয়া, এবং রাত্রি-সমাগমে তাঁহারই সম্মুখে বিযুক্ত চক্রবাক্-মিথুন যখন সমস্ত রাত্রি পরস্পরকে সক্রমে আহ্বান করিতে থাকিত, তখন ঐ দুঃখী পক্ষি-মিথুনের প্রতি (মনে-মনে) কৃপাবতী হইয়া, পার্শ্ববতী রাত্রি যাপন করিতেন।

প্রথমে গ্রীষ্মকালের তপশ্চরণ বর্ণিত হইয়াছে; তার পরে বর্ষার তপশ্চরণও বর্ণিত হইয়াছে; এখানে শীতের তপশ্চরণ বর্ণিত হইল।

“দুঃখী”র প্রতি রূপপ্রকাশ মহতের স্বভাব ও সহৃদয়তার লক্ষণ; সেই জন্যই এখানে চক্রবাক্-মিথুনের প্রতি পার্শ্ববতীর “রূপা”; নতুবা কেবল মাত্র তাহাদের ইন্দ্রিয়-লালসার প্রতি সহানুভূতি তপশ্চারিণী পার্শ্ববতীর পক্ষে অসঙ্গত।

২৭। ( সেই শীতকালের ) রাত্রিতে তুষার-বৃষ্টিতে জলের পদ্যসম্পাৎ সকলই নষ্ট হইয়া গেলেও, ( আকর্ষণ-নিমগ্না ) পার্শ্ববতীর পদ্যগন্ধী ও কম্পবান্-অধর-পল্লব-শোভা মুখ-পদ্মের দ্বারা যেন সেই জলের পদ্য-সংঘটন সাধিত হইত !

তুষার-বৃষ্টিতে প্রকৃত পদ্য নষ্ট হইয়া যাইত; কিন্তু পার্শ্ববতীর মুখ-পদ্য যেমন প্রফুল্ল, তেমনই প্রফুল্ল থাকিত;—এই দুঃসহ তপস্তা পার্শ্ববতী “অজ্ঞান বদনে” করিতেন, ইহাই ভাব।

‘পদ্যগন্ধী মুখ’—অর্থাৎ স্বভাবতঃ পদ্যবৎ সুগন্ধী মুখ।

শীত-কম্পিত অধর, পবন-তাড়িত পদ্য-পল্লবের সদৃশ।

২৮। ব্যঙ্গের গলিত-পত্র-মাত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্তা তপের পরাকর্ষা ( বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ) ; পার্শ্ববতী

কিন্তু তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; এইজন্ত পুরাণজ্ঞেরা প্রিয়ংবদা পার্বতীকে “অপর্ণা” কহিয়া থাকেন ।

২৯। গ্রীষ্মে অগ্নিমধ্যে বাস, শীতে জলমধ্যে বাস ইত্যাদি কঠোর ব্রতচরণ দ্বারা পার্বতী তাঁহার পদ্মিনী-কন্দ-কোমল দেহকে ক্ষয় করিয়া, তপস্বীদিগের কঠিনদেহোপার্জিত তপশ্চাকেও সুদূর-নিম্নে রাখিয়াছিলেন ।

স্বকুমার দেহে পার্বতী যেমন রুচ্ছ-সাধ্য তপশ্চা করিয়াছিলেন, তাহাতে উহার কাছে কঠিন-দেহ তপস্বীদিগের তপশ্চা নিন্দনীয় পরাজিত ।

৩০। পার্বতী এইরূপে তপশ্চা করিতে থাকিলে, পরে, অজিন-পরিহিত, পলাশ-দণ্ড-ধারী, প্রগল্ভ-বাক্ এবং ব্রহ্মতেজে যেন দীপ্তিমান, এক জটাধারী পুরুষ সেই তপোবনে প্রবেশ করিলেন ;—তিনি দেখিতে ঠিক যেন মূর্তিমান ব্রহ্মচর্যাশ্রম ।

৩১। অতিথিসেবা-পরায়ণা পার্বতী বহুসম্মান-পূর্বক অর্চনা করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদগমন করিলেন ;—সমান হইলেও, ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি ধীরচিন্ত লোকে অতি গৌরবাত্মক ভাবই দেখাইয়া থাকেন ।

জটাধারী পুরুষের গায় পার্বতীও যখন তপস্বিনী, তখন তাঁহার ‘সমান’ তাহা হইলেও, পার্বতী তাঁহাকে বহু-সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন ।

৩২। পার্শ্বতী কর্তৃক এইরূপে বিধি-পূর্বক সম্পূর্ণিত হইয়া, সেই ব্রহ্মচারী ক্ষণকাল পরিশ্রম-অপনোদনান্তে, উমার প্রতি ঋজু অর্থাৎ সরল-চক্ষে চাহিয়া, যথোচিত-রীতি-অনুসারে তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন ;—

‘সরল-চক্ষে চাহিয়া’—অর্থাৎ অকপটভাবে চাহিয়া। ব্রহ্মচারী পার্শ্বতীকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন, ইহা যেন পার্শ্বতী বুঝিতে না পারেন, এইজন্য ‘সরল’ অর্থাৎ অকপট চাহনির প্রয়োজন ; মন্নিনাথ মূলের ‘ঋজু’ অর্থে “বিলাস-রহিত” করিয়াছেন ; ‘সরল চক্ষের’ ভাবার্থও তাহাই।

‘যথোচিত রীতি অনুসারে’—অর্থাৎ এরূপ আলাপ-স্থলে যাহার পরে বাহ্য কহিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, সেই ক্রম বা পদ্ধতি অনুসারে।

৩৩। “হোমাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানের জন্ত সমিধ ও কুশ এখানে সহজ-প্রাপ্য ত ? এখানকার জল তোমার স্নান-ক্রিয়ার যোগ্য ত ? তুমি স্বশক্তি-অনুযায়ী—( ক্ষমতার অনতিরিক্ত ) তপঃ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাক ত ?—জানিও, শরীরই ধর্ম্ম-সাধনের প্রধান উপায়।—

শরীর, বাক্য, মনঃ, ধন ইত্যাদি বহুবিধ বস্তু দ্বারা ধর্ম্ম-সাধন করা যায় ; কিন্তু তন্মধ্যে শরীরই মুখ্য ;—কারণ, শরীর থাকিলেই তবে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বিধ সাধন সম্ভব হয় ; শরীরের অভাবে সাধনার সম্ভাবনা কোথায় ?

৩৪। “তোমার স্বহস্তের জল-সেচনে বর্ধিত এই সকল লতাদিগের পল্লবরাজী কি তুমিই গ্রথিত করিয়াছ ? ঐ রক্তবর্ণ

পল্লব-সকল তোমার রক্তাভ অধরেরই তুলা,—তবু তুমি বহুদিন  
হইতে অধরের অলক্তক-রাগ ত্যাগ করিয়াছ !

পার্বতী কহুক স্বৰ্গে পালিত লতাগুলিতে প্রচুর পদ্মবরাজী এমন  
নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বিস্তৃত যে, দু'বিা উহা পার্বতী কহুকই প্রথিত হইয়া  
থাকিবে ;—এই সংশয়-হেতু প্রশ্ন ।

বহুদিন হইতে অলক্তক-রাগ না করিয়া থাকিলেও, পার্বতীর অপর,  
রক্তবর্ণে নব-পল্লবেরই তুলা । ইহাতে পার্বতীর অধরের স্বাভাবিক রক্তবর্ণের  
উৎকর্ষ স্থচিত ।

৫৫। “ঐ সবল হরিণ,—বাহারা তোমার হান-থেকে  
তৃণ কাড়িয়া খায়, উহাদের প্রতি তোমার মন প্রসন্ন ত ?  
হে উৎপলাক্ষি ! ঐ ভৃগুগণ, তাহাদের চঞ্চল-দর্শনে যেন  
তোমারই চক্ষু-সাদৃশ্য অভিনয় করিতেছে !

১পহারীর প্রতি প্রসন্নতা সাধুতা-বাক্যক ।

পার্বতী হরিণদিগের উপর প্রসন্ন বলিয়াই যেন উহারা পার্বতীর  
নেত্র-সাদৃশ্য অভিনয় করিতেছে ! এখানে আর-একটু সৌন্দর্য লক্ষ্য ;—  
পার্বতীর বিলোল দৃষ্টি যেন স্বাভাবিক, আর হরিণের নেত্র-চাঞ্চল্য যেন  
উহার অন্তরকরণে ‘অভিনয়’ মাত্র ।

৩৬। “হে পার্বতী ! সৌম্যাকৃতি কখনই পাপাচারের  
নিমিত্ত নহে—ইহা যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা মিথ্যা নয় ;  
হে উদার-দর্শনে ! দেখ, তোমার সংস্খভাব তপস্বীদিগেরও  
উপদেশস্থল ।—

লোক-প্রবাদ বথা—“স্বাক্ষতিস্তত্ত্বগুণাঃ”—অর্থাৎ দেখানে রূপ, সেখানেই গুণ;—‘ন স্বরূপাঃ পাপসনাচারী ভবন্তি’ —অর্থাৎ স্বরূপ জনই পাপাচারী হয় না।

‘উদার-দর্শনে’—অর্থাৎ ‘দ্রাঘত-গোচনে’—( স্বরূপ-বাঙ্কক ) ; অথবা উন্নত-জ্ঞান-সম্পন্নে বিবেকবর্তি—( শুগুণ-বাঙ্কক ) ।

৩৭। “তোমার অনাবিল চরিত্রের দ্বারা এই মনোমধুর হিমবান্ পুত্রপৌত্রাদির সহিত যেমন পবিত্রীকৃত হইয়াছেন, সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক বিক্ষিপ্ত পুষ্পোপহারে সমুদ্ভাসিত, স্বর্গ-চ্যুত গঙ্গার জলের দ্বারাও তিনি তেমন পবিত্রীকৃত হয়েন নাই !—

এক স্বর্গের গঙ্গা, তাহাতে আবার উহার জলে সপ্তর্ষিদিগের পূজার ফল ভাসিতেছে,—এমন সুপবিত্র গঙ্গাজল হিমালয়ের শিরে পড়িয়াও তাহাকে দত-না পবিত্র করিয়াছে, কহা পার্কটের স্তূর্চরত্ন তাহার অধিক করিয়াছে—চিরকালের জন্ম সবংশে হিমবান্ পবিত্র হইয়াছেন !

৩৮। “হে ভাবিনি ! তুমি অর্থ ও কাম মন হইতে দূর করিয়া, কেবল ধর্ম্মে নাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, তাহারই সেবা করিতেছ ; ইহাতে আজ আমার সবিশেষ প্রতীতি হইতেছে যে, ত্রিবর্গ-মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ।—

৩৯। “হে প্রণবাজি ! আমার প্রতি এবংবিধ সংকারের পরে, তুমি আর আমাকে পর ভাবিতে পার না ;—যেহেতু,



পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, সতের সখা সাতটী কথা, উচ্চারণেই সংঘটিত হইয়া থাকে ।—

সাতটী কথার স্থলে, পার্কীতী কতই-না সভক্তি অর্চনা করিলেন ! ইহার পরে ব্রহ্মচারীকে এখন আপন ভাবাই পার্কীতীর উচিত । পার্কীতীর মনের কথা জানিবার জন্ত ব্রহ্মচারী এইরূপ ভূমিকা করিয়া কৌশলে তাঁহার মনে বিশ্বাসোৎপাদন করিতেছেন ।

৪০ । “সুতরাং ( এই সখা হেতু ) এখন আমি ব্রাহ্মণ-মূলভ-চাপল্য-বশে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি ;—হে তপোধনে ! তুমি ক্ষমাবতী—( দোষ লইও না ) ; যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমায় উত্তর দেওয়াই কর্তব্য জ্ঞান করিও ।—

৪১ ।—“হিরণ্যগর্ভের কুলে তোমার জন্ম ; তোমার দেহে যেন ত্রিলোকের সৌন্দর্য্য একত্র সমাহৃত ; ঐশ্বর্য্য-সুখ তোমাকে অন্বেষণ করিতে হয় না ; বয়সও তোমার নবীন ; ইহার পরে আর কি তপঃফল আছে, বল,—যাহার জন্ত তুমি তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ ?—

পার্কীতী স্ব-উচ্চকূলে জাতা ; অলোক-সামান্য রূপবতী ; ঐশ্বর্য্য-সুখেরও কোন অভাব তাঁহার নাই ; আর ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করিবার বয়স,—নব-যৌবনও, তাঁহার বর্ত্তমান । তবে আর তপস্তা কিসের জন্ত ? সঙ্কশ, স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, ও ভোগ, এই সকলের জন্তই ত লোকে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হয় । পার্কীতীর যখন এই সকলই আছে, তবে আর কিসের জন্ত এই তপস্তা ?

৭২। “স্বামীকৃত অপ্রিয় ব্যবহারে মানিনীদিগের সম্ভবতঃ  
এইরূপ তপশ্চরণ-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু হে কৃশোদরি !  
বিশেষ মনোযোগের সহিত বিচার করিয়াও তোমাতে তাহাও  
দৃষ্ট হয় না।

৪২। “তোমার এই সৌমা-আকৃতি কখনই অবমাননা-  
জন্য দুঃখ-লাভের যোগ্য” নহে ; পিতৃ-গৃহে অবমাননার সম্ভা-  
বনাই বা কৈ ? আর, অশ্রু কর্তৃক অবমাননা, তাহাও ত তোমার  
হইতে পারে না ;—ফণীর শিরোমণি-শলাকা লইবার জন্য কে  
তত্ত্ব প্রসঙ্গ করবে ?—

গিরিরাজের একমাত্র কণা পার্শ্বতীকে ধারণ করে, এমন মৃৎ কে আছে ?  
—তখনই তাহার নিপাত অবশ্যজ্ঞাবী।

৪৪। “হে\*গৌরি ! এ কি ? কেন তুমি যৌবনেই আভরণ-  
সকল পরিত্যাগ করিয়া বস্কল ধারণ করিয়াছ ?—বস্কল ত  
বার্দ্ধক্যেই শোভা পায়। বল দেখি, বিভাবরী কি প্রকট-চন্দ্র-তার  
প্রদোষ-কালেই অরুণোদয় চাহে ?—

প্রদোষ-কালে—যখন দীপ্তিমান্ চন্দ্র তারকার রঞ্জনী শোভা পাইতে  
আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, তখনই যদি অরুণোদয় হয়, তাহা হইলে যেমন  
সেই-সব চন্দ্র-তারকা অস্তহিত হইয়া গিয়া, চারিদিক কেবল অরুণিমা-ব্যাপ্ত  
হইয়া পড়ে, তেমনই যৌবনারম্ভে পার্শ্বতী যৌবনোচিত অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ  
ও বার্দ্ধক্যোচিত বস্কল ধারণ করিয়া, প্রদোষে অরুণোদয়ের দশাই পাইয়াছেন।

পার্কভীর নিরাভরণ দেহ রক্তাভ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া, লুপ্ত-চন্দ্র-তার ও অন্ধিমাব্যাপ্ত উষার সহিত জন্মের তুলনীয় হইয়াছে।

৫১। “যদি স্বর্গ-প্রার্থনা তোমার মনোগত, তাহা হইলে  
বুঝা তোমার এই কষ্ট-স্বীকার ;—কারণ, তোমার পিতার এই  
রাজ্যই, এই তিমালয়ই, ত দেব-ভূমি। আর, যদি বিবাহক  
বরই তোমার প্রার্থনার বিষয় হয়, তাহা হইলেই বা তপস্যায়  
প্রয়োজন কি ? রত্ন কি কখনও গ্রাহক অন্বেষণ করিয়া  
বেড়ায় ?—গ্রাহকই রত্নের অন্বেষণ করিয়া থাকে।—

ধীরে-ধীরে, স্তব্ধকোশলে, প্রকৃত কথার অবতারণা করা হইল। জটাবারী  
পুরুষ যেন প্রকৃত তথ্য কিছুই জানেন না !

৫২। “তোমার তপ্ত-শ্বাসই তোমার ( বরার্থী ) ভাব  
প্রকাশ করিতেছে ; কিন্তু তবু আমার মনে সন্দেহ হইতেছে ;—  
কারণ, যখন তোমার প্রার্থনার যোগ্য ব্যক্তিই দেখিতেছি না,  
তখন ( যদিও কেহ থাকেন ) সে ব্যক্তি তোমা-কর্তৃক প্রার্থিত  
হইয়াও ছল্‌ভ, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ?—

বর-প্রার্থনা-প্রসঙ্গ হইবা-মাত্র পার্কভীর উষ্ণশ্বাস বহিয়াছিল ; তাহাতেই  
গম্ভীর এই উক্তি।

৫৩। “আশ্চর্য্য ! তুমি যাহাকে পাইতে ইচ্ছা কর, সেই  
যুবা কি নিষ্ঠুর ! বহুদিন হইতে কর্ণোৎপলহীন তোমার এই

## পঞ্চম সঙ্গ

কপালব্রশে শালিধানের অগ্রভাগের গায় পিঙ্গলবর্ণ জটা  
ঝুলিতে দেখিয়াও সে ব্যথিত হইতেছে না !—

পার্বতীর যে গুণ্ডুলে কর্ণোৎপল ছলিত, সেই গুণ্ডুলে আজ জটা  
ঝুলিতেছে,— ইহা দেখিয়াও সে বুঝে ( বাহাকে পার্বতী চাহেন ), পার্বতীর  
প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন না, —সে কি কঠিন-হৃদয় !

৪৮। “তোমাকে ঋতু-তপঃ-সাধনে অতিমাত্র কৃশীকৃত  
দেখিয়া, ভূষণাস্পদ তোমার অঙ্গগুলি দিবাকর-করে দক্ষ হইতে  
দেখিয়া,— প্রত্যুত, তোমাকে দিনমানের শশিকলার গায় নিম্প্রভ  
দেখিয়া, কোন্ সচেতন ব্যক্তির মন না পরিতপ্ত হয় ?—

৪৯। “ঝুঝিলান, যিনি তোমার প্রিয়জন, তিনি নিজের  
সৌন্দর্য্য-গর্বের দ্বারা নিজেকেই বঞ্চিত করিতেছেন ; নতুবা  
কেন তিনি এখনও নিজের মুখে তোমার মধুর-দৃষ্টি ও কুটিল  
পদ্ম-শোভিত চক্ষুঃদ্বয়ের চিরলক্ষ্য করিতেছেন না ?—

‘চির-লক্ষ্য’——দেখা দিয়া, মূর্ত্তির জগুও আর চক্ষের অধরাগন  
হওয়া একান্ত প্রেমবশতা-বাস্তবক ।

৫০। “হে গৌরি ! বহুকাল ধরিয়া কত আর এই তপঃ-  
ক্লেশ করিতে থাকিবে ? আমারও ব্রহ্মচর্যাশ্রম-সঙ্কীর্ণ তপঃ-  
ফল প্রাপ্য আছে ; ( না হয় ) তাহারই অর্দ্ধভাগ লইয়া তুমি  
ঈপ্সিত বর ( বিবাহক ) লাভ কর ;—কেবল সম্যক জানিতে  
চাই, তোমার ঈপ্সিত সেই জনটী কে ?”

এখানে ব্রহ্মচারী তাঁহার তপঃফলের অর্ধেক-মাত্র পার্বতীকে দান করিতে চাহিতেছেন, যদি তাহার দ্বারাও পার্বতীর মনোমত পতি-প্রাপ্তি ঘটে। এই “অর্ধভাগ” দানের প্রস্তাব মল্লিনাথ কিছুই বলেন নাই ; কিন্তু আমার মনে হয়,—ছদ্মবেশী মহাদেবের এইরূপ ‘ভাগাভাগি’ প্রস্তাবের মধ্যে একটা গুণ্ডাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ;—মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মচারী স্বয়ং মহাদেব। তাই তিনি পার্বতীর উপকারের জন্ত নিজের তপঃফলের অর্ধভাগ মাত্র দিতে চাহিয়া, বাকি অর্ধভাগ যেন নিজের জন্তই রাখিতেছেন ! ইহার মর্ম্ম এই যে, যেমন মহাদেবের মত পতি লাভ করিতে পার্বতীর তপঃফলের প্রয়োজন, তেমনই পার্বতীর মত পত্নী পাইতে মহাদেবের মত ব্যস্তিরও তপস্বা চাই। এইজন্তই তিনি নিজের তপঃফলের ‘অর্ধভাগ’ মাত্র পার্বতীকে দিতে চাহিতেছেন ; কেন-না, বাকী অর্ধেক তাঁহার নিজের কাজের অর্থাৎ পার্বতী-লাভের জন্ত রাখা আবশ্যক।

৫১। ব্রাহ্মণ এইরূপে পার্বতীর মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া (অস্তুরের ভাব জানিয়া) কহিলে, পার্বতী, তাঁহার মনোগত বর কে, তাহা লজ্জায় বলিতে না পারিয়া, তাঁহার সেই অজ্ঞানহীন চক্ষু চালনা দ্বারা পাশ্চাত্তী সখীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

ইহাতে মনোগত ভাব ব্যক্ত করার জন্য সখীকেই ইঙ্গিত করা হইল। বক্ষ্যমাণ অনঙ্গ-প্রসঙ্গ সখীমুখেই শোভা পায়।

৫২। “তখন পার্বতীর সখী সেই ব্রহ্মচারীকে কহিতে লাগিলেন ;—“হে সাধো ! ঐহার জন্ত পার্বতী, পদ্যকে

আতপ-ত্র করার ঞায়, তাঁহার এই সুকোমল দেহকে তপশ্চর্য্যায়  
নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নাম জানিতে যদি আপনার কুতূহল  
হইয়া থাকে, তবে শুনুন;—

আতপ-সহনে অক্ষম পদ্য যোগেন আতপ-নিবারণ কাষের অকুপযোগী,  
পার্বতীর সুকোমল দেহও তেমনই তপঃসাধনের নিতাস্তই অকুপযোগী।

৫৩। “এই নানিনী ( পার্বতী ), সমধিক-ঐশ্বর্য্যশালী  
মহেন্দ্র প্রভৃতিকে ও ইন্দ্র-বরুণ-যম-কুবের—এই দিকপাল-  
চতুষ্টয়কে অনাদর করিয়া, পিনাক-পাণিকে—যিনি মদনের  
নিগ্রহ করিয়া নিজের অরূপ-বশিষ্ঠের ( তিনি যে রূপের বশীভূত  
নহেন, ইহারই ) প্রমাণ দিয়াছেন,—সেই পিনাক-পাণিকে  
পাতিতে বরণ করিতে ইচ্ছুক।—

দশটী অনঙ্গ-দশা, যথা—দর্শন, মনন, সঙ্গ, সঙ্কল্প, জাগরণ, কৃশতা,  
অরতি, লজ্জাত্যাগ, উন্মাদ ও মুচ্ছা। এই দশটীর যে-কয়টী পার্বতীতে  
বিদ্যমান, সখা এখন ক্রমে-ক্রমে তাহাই কহিতেছেন। এইখানে “সংস্কারবস্থা”  
স্থিতি হইল।

৫৪। “ইতিপূর্বে পুষ্প-ধনুঃ মদন বিনাশ-প্রাপ্ত হইলেও  
তাঁহার বাণ মহাদেবের অসহ্য ছঙ্কারে বিতাড়িত, সুতরাং তাঁহার  
প্রতি অকৃতকার্য্য হইয়া, অবশেষে পার্বতীর হৃদয়কে অতি  
গাঢ়রূপে ভেদ করিয়া, ইঁহাকে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে!—

মদন মরিলেন; তবু কিছু তৎকর্ত্ত্বক পরিত্যক্ত বাণ নিজকার্য্য সাধন  
করিতে ছাড়ে নাই—মহাদেবের ভৈরব-ছঙ্কার-তাড়নে সেখানে কিছু করিতে

না পারিয়া, কোমল-প্রাণা পার্বতীর হৃদয়ে গভীররূপে বিধিয়া বসিল,—  
তাহাতেই তিনি এমন জর্জরিতা !

এখানে “ক্লান্তাবস্থা” স্থচিত । “মৃত্যু সর্বত্র বাধাতে ।”

৫৫। “( মদন-বাণাহতা ) পার্বতী সেই-হইতে পিতৃগৃহে  
উৎকট মদনাবস্থায় ( কাল কাটাইতে ) ছিলেন ; —তঁহার  
ললাট-তিলকের চন্দনে অলক-গুচ্ছ ধূগরিত হইত ! অতি  
শীতল তুষার-শিলায় শয়ন করিয়াও তিনি সুখ পাইতেন না ।—

ললাট-তিলকের ও অলক-গুচ্ছের প্রতি অনাস্থায়, এখানে “অরতি”  
অর্থাৎ বিষয়-বিদ্বেষাবস্থা, এবং তুষার-শিলায় শুইয়াও গাছ-দাহ নিবারণ  
হইত না, ইহাতে “সংজ্ঞাবস্থা” স্থচিত ।

৫৬। “ইনি যখন সঙ্গীত-সখা কিন্নররাজকন্যাদিগের  
সহিত মিলিতা হইয়া বনাশ্বে গীত-চর্চা করিতেন, তখন  
পিনাকীর (ত্রিপুর-বিজয়াদি) চরিত-গুণ-গানকালে, ইঁহার গদগদ  
কণ্ঠে অম্পষ্টোচ্চারিত পদগুলি শুনিয়া, তঁাহারা বারংবার রোদন  
করিতেন ।

গদগদ কণ্ঠ ও অম্পষ্টোচ্চারণ তীব্র-ভাব-বাক্যক । হর-চরিত-গান-  
কালে পার্বতীর হৃদয় ভাব-ময় হইয়া উঠিত ! ইহাই “প্রলাপাবস্থা” ;—  
“প্রলাপে গুণ-কীর্তনম্ ।”

৫৭। “নিশার তৃতীয় ভাগে, পার্বতী ঋণকালমাত্র চক্ষু  
মুদিয়াই সহসা,—‘হে নীলকণ্ঠ ! কোথায় যাইতেছ ?—স্বপ্নে

এইরূপ অলৌক সন্মোদন করিতে-করিতে এবং অলৌক কণ্ঠে বাহু-বন্ধন করিতে-করিতে, জাগিয়া উঠিতেন !

এখানে “জাগরণ” ও “উন্মাদ”—এই দুইটী অবস্থা স্ফুটিত।

৫৮। “( কখন-কখন ) মূঢ়া পার্শ্বতী চন্দ্রশেখরের প্রতি-মূর্ত্তি স্বহস্তে চিত্রিত করিয়া, একান্তে ( সখি-সমক্ষে ) ঐ প্রতি-মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া কহিতেন,—‘যখন জ্ঞানীগণ তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ কহিয়া থাকেন, তখন এইজনকে ( আমাকে ) তোমার প্রতি অনুরাগবতী বলিয়া জানিতেছ না কেন ?’—

মূলের “সর্ব্বগতঃ” অর্থ সর্ব্ব-ব্যাপী বা সর্ব্বজ্ঞ, দুই-ই হয়। তবে, ‘সর্ব্বজ্ঞের’ প্রতিই “কথং ন বেৎসি” অর্থাৎ ‘জানিতেছ না, কেন ?’ এই প্রশ্ন সমধিক সঙ্গত।

“সর্ব্বব্যাপী” অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে—যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি ত পার্শ্বতীর হৃদয়েও আছেন, তবে সেই হৃদয়ের শিবানুরাগ জানিতেছেন না কেন ?

এখানে, সখি-সমক্ষে পার্শ্বতীর এইরূপ উক্তি “লজ্জাত্যাগবস্থা” স্ফুটিত।

৫৯। “যখন সেই জগৎ-পতিকে পাইবার জন্ত কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন ইনি পিতার আজ্ঞায় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তপস্কার্য তপোবনে আসিলেন।—

৬০। “তপোবনে আসিয়া সখী ( পার্শ্বতী ) যে সকল বৃক্ষ স্বয়ং ( নিজহস্তে ) রোপণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তপস্কার্য সাক্ষী-



স্বরূপ সেই বৃক্ষ-সকলে ফল পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে ; কিন্তু এখনও সখীর শশি-মৌলি-প্রাপ্তি বিষয়ক মনোরথের অঙ্গুরোদগমও ত দেখা বাইতেছে না ।—

এখনও যখন অঙ্গুরেরও দেখা নাই, তখন ফলাশা ত বহুদূরের কথা. ইহাই ভাব ।

৩১। “আহা ! তপস্বী করিতে-করিতে ইনি এমন কৃশা হইয়াছেন যে, ইঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেই আমাদের অশ্রু-পাত হয় ; ইন্দ্রের অনাদরে ( অনারুপ্তিতে ) পীড়িতা কৰ্ব্বিতা-ভূমির প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহ-বর্ষণের ন্যায়, কবে যে সেই প্রার্থিত-তুল্য মহাদেব আমাদের ( সখী ) এই পার্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করিবেন, জানি না ।”

কৰ্ব্বিতা-ভূমি যেমন বর্ষণের অপেক্ষা করে, রুত-তপস্বী পার্বতীও তেমনই শিবানুগ্রহের অপেক্ষা করিতেছেন । কৰ্ষণে যেমন ভূমিকে বারিগ্রহণোপ-যোগী করে, তপস্বীতেও তেমনই পার্বতীকে মহাদেবের অনুগ্রহ-লাভেব উপযোগিনী করিয়াছে, ইহাই এ উপমার নিগূঢ় সৌন্দর্য ।

৩২। পার্বতীর হৃদয়জ্ঞা সখী এইরূপে সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া নিবেদন করিলে, তখন সেই নৈষ্ঠিক-সুন্দর কোনরূপ হর্ষ-লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া, পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—  
“অয়ি ! ইহা কি সত্য, না, পরিহাস মাত্র ?”

ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী যখন স্বয়ং মহাদেব, তখন সখি-মুখে পার্বতীর শিবানু-রাগ শ্রবণে তাঁহার হর্ষ হইবারই কথা । কিন্তু এতলে ছদ্মবেশধারীর পক্ষে

তাহা প্রকাশ করা উচিত নয় বলিয়া, তিনি বাহু হর্ষ-লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না ।

৬৩। তখন, অঙ্গি-তনয়া সম্পূটীকৃতাহুলি হস্তের অগ্রভাগে স্ফটিকাক্ষমালা সমর্পণ করিয়া এবং অনেক চিন্তার পরে কথা কহিতে স্বীকার করিয়া, অতিকষ্টে ও স্বল্প কথায় কহিলেন ;—

‘অনেক চিন্তার পরে’ ও ‘অতিকষ্টে’—উভয়ই পার্শ্বতীর স্বাভাবিক লজ্জা-বাক্যক ।

৬৪। “হে বৈদিক-শ্রেষ্ঠ ! (সখি-মুখে) আপনি যাহা শুনিলেন, তাহাই বটে ;—মাদৃশ জন উচ্চ-স্থান লজ্জনে উৎসুক হইয়াছে ; কিন্তু এই (সামান্য) তপস্যা কি তাহার প্রাপ্তি-পক্ষে সাধক হইতে পারে ? (তবু মন বুঝিতেছে না)—মনোরথের অগম্য (স্থান বা বিষয়) কিছুই নাই ।”

‘মনোরথের অগম্য’ অর্থাৎ অভিলাষের অবিষয়, কিছুই নাই ;—যদিও অভাব থাকিলেও মন, দুস্ত্রাপ্য বস্তু পাইবার অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হয় না । মনোরথের গতি সর্বত্র । ‘মনোরথ’ অর্থাৎ মন-রূপ রথ ।

৬৫। তখন ব্রহ্মচারী কহিলেন ;—“তুমি মহেশ্বরকে জানিয়াও, পুনরায় তাঁহাকেই পাইতে অভিলাষ করিতেছ ! তাঁহার যেক্রপ অমঙ্গলাচারে রতি, তাহা ভাবিয়া আমি তোমার এই অভিলাষ অনুমোদন করিতে পারিতেছি না ;—

‘মহেশ্বরকে জানিয়াও’—অর্থাৎ একবার তৎকর্তৃক ভগ্ন-মনোরথ হইয়াও ।

৬৬। “হে পার্শ্বতি! (দেখিতেছি), উচ্চ বস্তুতে তোমার অতিশয় নিবন্ধ। (যদি তাহাই ঘটে, তবে বল দেখি), শম্ভু তাঁহার সর্প-বিজড়িত হস্তের দ্বারা যখন তোমার বিবাহ-সূত্র যুক্ত হস্তখানি প্রথম ধারণ করিবেন, তখন তাহা তুমি কেনন করিয়া সহিতে সক্ষম হইবে?—”

অনভ্যাস-হেতু অতি-ভয়ঙ্কর বলিয়াই বোধ হইবে, ‘প্রথম’ বলার ইচ্ছা তাৎপৰ্য্য।

৬৭। “তুমি নিজেই ইহা একটু ভানিয়া দেখ-না-কেন যে, নবোতা বধূর কলহংস-চিহ্নিত পটবস্ত্র কি কখনও শোণিতবিন্দু-বর্ষী গজাজিনের সহিত একত্র সংযুক্ত হইবার যোগ্য?”

মহাদেব গজাস্ত্রর বধ করিয়া তাহার চর্ম নিজে পরিধান করিতেন। ইহারই অপর নাম ‘রুদ্র’।

যদি মহাদেবের সঙ্গে পার্শ্বতীর বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে যখন বর-বধুর বস্ত্রগ্রস্তি দিতে হইবে, তখন পার্শ্বতীর সূচিব্রিত পটবাসে ও মহাদেবের সেই শোণিতাস্র রুদ্র-বাসে এক করিয়া গাঁথিতে হইবে—কি অযোগ্য মিলন!

৬৮। “কুশ্মাস্তৃত বিবাহ-মণ্ডপে বিচরণ করার পরেই, তোমার সেই সালঙ্কক চরণদ্বয়ের লাক্ষারঞ্জিত পদচিহ্ন-সকল কেশাকীর্ণ শ্মশান-ভূমিতে দেখিতে ইচ্ছা করে, তোমার শত্রুর মধ্যেও কি এমন কেহ আছে?—

বিবাহ-কালে পিতৃগৃহে কুশ্মাস্তৃত-মণ্ডপে পার্শ্বতীর পদক্ষেপ এবং তৎপরে বিবাহান্তে সেই সালঙ্কক পদেই শত্রুর সঙ্গে শব-কেশাকীর্ণ শ্মশানে

বিচরণ ! মহাদেবের সহিত পার্শ্বতীর পরিণয় হইলেই এই বিসদৃশ ঘটনা অবশ্যস্তাবী !

৬৯। “যদি” সেই ত্রিনেত্রীর বক্ষালিঙ্গনই তোমার ঘটে, তাহা হইলে, হরিচন্দনের আশ্রয় তোমার এই সুনয়ুগলে হরিচন্দনের স্থানে চিত্তভঙ্গ্য বিরাজ করিবে ; বল দেখি, ইহা অপেক্ষা অতি অসঙ্গত কিছু হইতে পারে ?—

মহাদেবের দেহ চিত্তভঙ্গ্য-রাগে বিভূতিভূষিত ; স্বতরাং তাহার সহিত বিবাহ হইলে স্বামীর আলিঙ্গনে পার্শ্বতীর বক্ষ—হরিচন্দনবাগই তাহার উপযুক্ত—সেই বক্ষ চিত্তভঙ্গ্য-রাগে বিসদৃশ দেখাইতে থাকিবে !

‘ত্রিনেত্রী’ এখানে বিরূপত-গায়ক ।

৭০। “আর-এক বিড়ম্বনা তোমার সম্মুখে বর্তমান এই যে, বিবাহান্তে তোমার গজেন্দ্রের পরিবর্তে বুদ্ধ বৃষভে চড়িয়া যাইতে দেখিয়া সাধুজনে না হাসিয়া থাকিতে পারিবে না ।—

কোথায় সমুদ্রশালী বর গিরিরাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া গজেন্দ্রপৃষ্ঠে চড়াইয়া লইয়া যাইবেন, না, বৃষভ-বাহন তাহাকে এক বৃদ্ধ বৃষভের উপরে চড়াইয়া লইয়া যাইতেছে ! ইহা দেখিয়া কি লোকে হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে ?—লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া ভাল নয়, ইহাই ভাব ।

৭১। “পিনাকীর সঙ্গ প্রার্থনা করিয়া সম্প্রতি দুইটা বস্ত্র শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইল ;—সুকাণ্ঠি চন্দ্রকলা ত পূর্বেই

শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে ; এখন লোকের নয়ন-কৌমুদী-  
স্বরূপা তুমিও সেই দশা প্রাপ্ত হইলে !—

কুৎসিতের সঙ্গে স্বরূপের সমাগম শোচনীয় ; শব্দ-সমাগমে শশিকলা  
ত পূর্ব হইতেই শোচনীয় হইয়া আছে ; এখন পার্বতীও শোচনীয় হইতে  
চলিলেন ;—ইহাই তাৎপর্য ।

৭২। “ত্রিলোচনের বিরূপাক্ষই তাঁহার রূপের পরিচয়  
দিতেছে ! অজ্ঞাত জন্মেই তাঁহার কুলের পরিচয় ! আর  
দিগম্বরদেই তাঁহার ধন-সম্পত্তির পরিচয় !—অধিক কি  
বলিব ?—হে কুরঙ্গশাবকাক্ষি ! বরে রূপগুণাদি যে-যে বিষয়  
লোকে দেখিতে চায়, ত্রিলোচনে কি তাহার একটীও বিচ্যমান ?—

কথিত আছে —“কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্ । বান্ধবাঃ  
দুর্লমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥” বিবাহ-বিষয়ে কন্যার প্রার্থনা বরের  
রূপ ; মাতার প্রার্থনা বরের ধন-সম্পত্তি ; পিতা চাহেন, বরের বিদ্যা ; কন্যা-  
বান্ধবেরা চাহেন, বরের বংশ ; আর অপর লোকে যথেষ্ট মিষ্টান্ন পাইলেই তুষ্ট ।  
কিন্তু মহাদেবে উহার সকলগুলিই বিচ্যমান না থাকুক, উহার একটাও কি  
আছে ?—তিনি বিরূপাক্ষ, অজ্ঞাত-জন্ম, ও দিগম্বর !

৭৩। “অতএব তুমি এই অসদভিলাষ হইতে তোমার  
মনকে নিবৃত্ত কর ; কোথায় এবংবিধ অমঙ্গল-শীল পুরুষ, আর  
কোথায় তোমার মত প্রশস্ত-ভাগ্যচিহ্নযুক্তা রমণী !—সাধুজনে  
কখনও শ্মশান-শূলের বৈদিক-যূপ-সংস্কার করিতে ইচ্ছা  
করেন না ।”

সেই অমঙ্গলচাৰী পুৰুষে, আৰু এই মৌভাগ্য-লক্ষণা পার্ৱতীতে  
প্রভূত প্রভেদ—এমন কি, একে অস্ত্ৰের ঠিক বিপরীত-গুণসম্পন্ন বলিলেই  
হয়। অতএব, এই উভয়ের মিলন কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে,—ইহাই  
ব্রহ্মচাৰীৰ উক্তির মন্ত্ৰ।

‘শ্মশান-শূল’—বধা ভূমিতে প্রোথিত শূল।

‘বৈদিক-যূপ-সংস্কার’ - যজ্ঞার্থ পশু-বন্ধনের কাষ্ঠ-স্তম্ভকে ‘যূপ’ বলে।  
জল-সেকাদি ‘বৈদিক’ আঁচাৰে সংস্কার করিয়া উহাকে ক্রিয়োপযোগী  
কৰিতে হয়। এই পুণ্যাত্মক সংক্রিয়া যূপেৰই যোগ্য,—শ্মশান-শূলের নহে।

৭৪। ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রতিকূল-বাদী হইলে, কোপে  
পার্বতীর অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল; তখন তিনি তাঁহার  
ব্র-লতা বিকুঞ্চিত করিয়া উপাস্ত-লোহিত নেত্রে বক্র-দৃষ্টি  
করিয়া রহিলেন।

শিবগুণ-মুগ্ধা, শিবগতপ্রাণা পার্ৱতীর মনে শিব-নিন্দা অসহ। ‘বক্রদৃষ্টি’—  
অনাদর-ব্যাঞ্জক।

৭৫। পরে, পার্ৱতী ব্রহ্মচাৰীকে কহিলেন;—“আপনি  
যেৰূপ বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম যে, নিশ্চয়ই মহাদেৱকে  
আপনি পরমার্থতঃ জানেন না। মহাত্মাদিগের চরিত অলোক-  
সামান্য এবং তাঁহাদের আচরিত অনুষ্ঠানাদির হেতুও হৃৎকোষ;  
এইজ্জন্মই মৃত লোকে (না বুঝিয়া) তাঁহাদিগের আচরণে  
দোষারোপ করে।—

৭৬। “বিপৎ-প্রতীকার-প্রয়াসী বা ঐশ্বর্যাকামী লোকে ..  
নাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠান করে ; কিন্তু যিনি জগতের শরণা  
এবং যিনি সর্ববিধ-কামনা-বিরহিত, তাঁহার ঐ সকল মাদ্ধ-  
লিকে,—যাহাতে চিত্ত-বৃত্তি আশা-কলুষিত হয়, এরূপ নাঙ্গলিক  
আচরণে—প্রয়োজন কি ?—

মহাদেব ‘কদাচারী’, ‘শ্মশান-বাসী’ ইত্যাদি পুৰুষোক্ত নিন্দাবাদের উত্তর।

৭৭। “মহাদেব নিজে দরিদ্র হইয়াও সম্পদ-দাতা, শ্মশান-  
বাসী হইয়াও ত্রিলোক-নাথ, এবং ভীম-রূপী হইয়াও শিব  
( সৌম্য ),—এইরূপ কথিত হইয়া থাকে ; তাঁহাকে “বথার্থরূপে  
জানে, এমন কেহই নাই !—

ব্রহ্মচারী পার্শ্বতীকে কহিয়াছিলেন ;—“হে পার্শ্বতি, দেখিতেছি, তুচ্ছ  
বস্তুতে তোমার অতিশয় নির্ভর” ইত্যাদি। ইহা তাহারই উত্তর।

৭৮। “এই নিখিল বিশ্বই যাহার মূর্তি, তিনি অঙ্গে বিভূ-  
ষণই ধারণ করুন বা সর্পই জড়ান,—গজাজিনই পরিধান  
করুন বা পট্টবস্ত্রই পরিধান করুন,—আর তিনি কপাল-ধারীই  
হউন বা ইন্দু-শেখরই হউন,—তাঁহার প্রকৃত রূপ যে কি, তাহা  
কিছুতেই অবধারণ করা যায় না !—

সকল রূপই তাঁহাতে সম্ভব। ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন—‘নবোঢ়া বধূর  
কলহ-সচিহ্নিত পট্টবস্ত্র কি কখন শোণিতবিন্দুবর্ষী গজাজিনের সহিত একত্র  
সংযুক্ত হইবার যোগ্য ?’—ইহা তাহারই উত্তর।

৭৯। “তঁাহার অস্ত্রের সংসর্গ পাইয়া চিত্তা-ভ্রম নিশ্চয়ই  
বিশুদ্ধিই প্রাপ্ত হয় ; নতুবা, ( বিভূতি-ভূষণের ) নৃত্যাভিনয়-  
কালে তঁাহার দেহ হঠাৎ অলিত ঐ চিত্তাভ্রম-রজঃ দেবগণ  
নিজ-নিজ শিরে বিলেপন করিবেন কেন ?—

ব্রহ্মচারী কহিয়াছিলেন যে পার্বতীর হরিচন্দনাস্পদ স্তন্যগুণে চিত্তাভ্রম  
বিরাজ করিবে, ইত্যাদি—ইহা তাহাদের উত্তর। মহাদেবের দেহের  
দে চিত্তাভ্রম দেবগণেরও মাখায় মাখেন, তাহ পাওয়া ত অতি-বড়  
দৌভাগ্যেরই বিষয়।

৮০। “সেই নিঃসম্পদ মহাদেব যখন বৃষভারোহণে গমন  
করেন, তখন মদশ্রাবী দিগ্গজারোহী ( ঐরাবতারোহী ) ইন্দ্র ও  
তঁাহার পদে স্বীয় মুকুট লুপ্তি করিয়া, সেই মুকুটস্থ বিকশিত-  
মন্দার-কুমুমের পরাগে ঐ পদদ্বয়ের অঙ্গুলি-গুলি অর্পণিত  
করিয়া থাকেন !—

যিনি ইন্দ্রেরও পূজা, তঁাহার আর সম্পদেরই বা কি প্রয়োজন, আর  
বৃষারোহণেই বা কি দোষ ? ইহা মহাদেবের দিগম্বর ও বৃষভানন  
সদৃশ ব্রহ্মচারীর উক্তির উত্তর।

৮১। “নষ্টস্বভাব-প্রণোদিত হইয়া আপনি ঈশ্বরের দোষ  
কথনে ইচ্ছুক হইয়াও কিন্তু তঁাহার প্রতি একটি বাক্য যথাযথ  
কহিয়াছেন ;—পণ্ডিতেরা ঐহাকে ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা কহিয়া  
থাকেন, সেই ( অনাদি ) ঈশ্বরের জন্ম জানা যাইবে কেমন  
করিয়া ?—



অক্ষরারী বলিয়াছিলেন যে; হ্রিলোচন ‘অস্মাত ভগ্না’। এখানে পার্বতীর তাঁর বিদ্রোপাক্তি তাহারই উত্তর।

৮২। “আর বিবাদে প্রয়োজন নাই; আপনি তাঁহার সম্বন্ধে যেমন শুনিয়াছেন, তিনি অশেষ প্রকারে সেইরূপই হউন। আমার মন কিন্তু তাঁহাতে প্রেমভাব-রূপ একমাত্র রস আশ্বাদনার্থ অবস্থান করিতেছে;—কামনা কখনও, লোকে কি বলিবে, তাহা লক্ষ্য করে না।—

৮৩। “হে সখি! এই ব্রাহ্মণের ওষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছে; বুঝি, পুনরায় ইনি কিছু-না-কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; উহাকে নিবারণ কর। যে মহতের অপবাদ করে, কেবল সেই-যে পাপভাগী হয়, তাহা নহে; যে তাহার কাছে (ঐ অপবাদ) শ্রবণ করে, সেও পাপভাগী।—

মহতের নিন্দা ‘করা’ দূরে থাকুক, ‘শুনিতো’ শাস্ত্রের নিষেধ।

৮৪। “অথবা, এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাই”—এই বলিয়া পার্বতী চলিলেন; (রোষভরে দ্রুতগমন হেতু) তাঁহার বক্ষের বকুল শ্রস্ত হইয়া পড়িল। পার্বতীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বৃষরাজ-ধ্বজ (মহাদেব) নিজরূপ প্রকাশ করিয়া সহস্রো পার্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন।

৮৫। তখন সাক্ষাৎ মহাদেবকে দেখিয়া সাত্ত্বিক-ভাবোদয়ে পার্বতী কাঁপিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অঙ্গ-যষ্টি ঘর্ষাক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বিক্ষেপের জন্য যে পদ উঠাইয়াছিলেন, সে পদ উঠানই রহিল,—পর্বত কর্তৃক পথাবরোধ-হেতু আকুলিতা নদীর স্থায়, পার্বতী না-পারিলেন যাইতে, না-পারিলেন স্থির থাকিতে।

ভাবোচ্ছাসে ও লজ্জায় পার্বতীর এই সঙ্কটাবস্থা,—ভাবোচ্ছাসে যাইতেও পারিতেছিলেন না, অথচ লজ্জায় থাকিতেও পারিতেছিলেন, না; ইহা আত্যাত্ত্বিক প্রেম-ভাবের সাত্ত্বিক লক্ষণ।

৮৬। (তখন) “হে অবনতাঙ্গি! সুবহু তপের দ্বারা তুমি আমায় ক্রয় করিলে; আজ হইতে আমি তোমার দাস হইলাম;”—চন্দ্রমৌলি এইরূপ কহিলে, তৎক্ষণাৎ পার্বতীর তপঃক্লেশ বিদূরিত হইয়া গেল;—কারণ, ফলসিদ্ধি হইলে ক্লেশ আবার নবতঃ ধারণ করে।

ক্লেশ সফল হইলে, সে ক্লেশ আর থাকে না; তখন দেহ ও মন দুই-ই পুনরায় পূর্বের মতই ‘নবতা’ অর্থাৎ অক্লিষ্টভাব প্রাপ্ত হয়।

“তপঃ-ফলোদয়” নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

## ষষ্ঠ সর্গ

১। ইতার পরে, পার্শ্বতী একান্তে সখিমুখে বিশ্বাস্য মহাদেবকে জানাইলেন,—“ভূবরেশ্বর হিমবান্ আমার সম্প্রদাতা, ইহাই আপনি সম্প্রদত্ত করুন।”

বিদিনতে পিতা কর্তৃক সম্প্রদত্ত হইয়া পরিণীতা হইলে, পার্শ্বতী পরম অন্তর্গৃহীতা হইবেন, ইহাই ভাব।

২। সখি-মুখে এই কথা জানাইয়া এবং হর-প্রতি পামনার সজ্জিততা হইয়া, পার্শ্বতী, বসন্তে পরভূত-মুখরা চূত-বষ্টির আয়, স্থিরভাবে অস্থিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

চূত-শাখা নিজে কথা কহিতে পারে না বলিয়া, কোকিলার মুগ্ধ দ্ব্যস্তি যেন নিজের কথা কহার :—এখানে পার্শ্বতীও তদ্রূপ, সখি-মুখে বাস্তব কহাইয়া বসন্তের চূত-বষ্টির আয় একপাশে দাড়াইয়া রহিলেন। প্রাপ্ত-বোবনা পার্শ্বতী সৌন্দর্য্যে যেন বসন্তের ‘চূতবষ্টি’ এবং কোকিল-রূপ-সখি-মুখে মুখরিতা।

৩। স্বর-শাসন (মহাদেব) তখন,—“তাহাই করিব”— এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং অতি-কষ্টে উমাকে ছাড়িয়া গিয়া, জ্যোতিষ্ময় সপ্তর্ষিগণকে স্বরণ করিলেন।

‘অতি-কষ্ট’—উমার প্রতি প্ৰগাঢ় স্নেহ-বাক্য।

৪। ( শিব কর্তৃক স্মরণ নাত্র ) তৎক্ষণাৎ সপ্তর্ষিগণ স্বীয় প্রভামণ্ডলে আকাশগগনে সুপ্রকাশিত করিতে-করিতে, অকস্মাতঃ সঙ্গ্রে লইয়া, প্রভুর সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন ।

৫। এই সপ্তর্ষিগণ। বোম-গঙ্গা-প্রবাহে—বাহার করত কর্তৃক তীরস্থ মন্দার-রক্ষরাজীর কুসুম-সকল উৎসৃতঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, এবং বাহার জল ত্রিগুজদিগের মদগন্ধে সুগন্ধী— সেই বোমগঙ্গার দ্বারা ।—

৬। বৃত্তানয় বজ্রোপবীত, হেননয় বহুল ও রত্ননয় জপ-মালা, ধারণ করিয়া, উঁহারা যেন বানপ্রস্থ্যশ্রমী কল্পরক্ষণের মত প্রতিভাত হইতেছিলেন ।—

কল্পরক্ষণে স্বর্ণ-নগিনীমূর্তাদি ফলে ।

৭। সহস্র-রশ্মি সূর্য্যদেব তাঁহার রথাস্থগণকে ( সপ্তর্ষি-মণ্ডলের ) অধঃপ্রদেশ দিয়া চালাইয়া, এবং ( তন্মাণ্ডলাঘাত-ভয়ে ) তাঁহার রথস্বজা নানাটীয়া, অয়ং এই সপ্তর্ষিগণকে প্রণাম-পূর্ব্বক (মননাজুতি-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত) প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন ।—

সপ্তর্ষিগণ সূর্য্যদেবেরও সম্পূজা এবং সপ্তর্ষি-মণ্ডল স্বয়ং মণ্ডলেরও উপরে ।

৮। প্রলয়-বিপদে যখন পৃথিবী বাহুলতা দ্বারা বরাহদ্বংষ্ট্রা ধরিয়া তৎকর্তৃক উদ্ধৃতা হয়েন, তখন এই সপ্তর্ষিগণও পৃথিবীর সঙ্গে ঐ মহাবরাহ-দ্বংষ্ট্রায় বিস্ত্র ম লাভ করিয়াছিলেন ।—

এই সপ্তর্ষিগণম হাপ্রলয়েও অবিনশী ।

৯। বিশ্বযোনি ব্রহ্মার পরে, এই সপ্তর্ষিগণ অবশিষ্ট সৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া, ইঁহারা ( ব্যাসাদি ) পুরাণবিৎ কর্তৃক পুরাতন সৃষ্টিকর্তা বলিয়া কীৰ্ত্তিত।—

১০। ইঁহারা পরিপাক-প্রাপ্ত, বিশুদ্ধ, প্রাক্তন-তপস্যার ফলভোগ করিতে থাকিয়াও, ( এখনও ) তপোনিষ্ঠ।

ইহাতে প্রারম্ভভোগী সপ্তর্ষিগণের তপোনিষ্ঠার নিকামত্ব সূচিত।

১১। তাঁহাদের মধ্যবর্তিনী সাক্ষী অরুন্ধতী দেবী পতি-পদে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া, যেন সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অরুন্ধতী যেন সপ্তর্ষিদিগের মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধি ( পবিত্রতা-ব্যঞ্জক )।

১২। ভগবান্ ( মহাদেব ) অরুন্ধতীকে ও মুনিদিগকে সমান গৌরবেই দেখিলেন ;—কারণ, সাধুগণের চরিত্রই পূজ্য ; তাঁহারা স্ত্রী, কি, পুরুষ—ইহা দেখিবার বিষয় নহে।

•• কথিত আছে ;—“গুণাঃ পূজ্যস্থানং গুণিবু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ”—অর্থাৎ গুণীর গুণই পূজ্য বস্তু ; তিনি পুরুষ, কি, স্ত্রী অথবা বৃদ্ধ, কি বালক—ইহা দেখিবার প্রয়োজন নাই।

১৩। অরুন্ধতীকে দেখিয়া শঙ্কর দারপরিগ্রহার্থ যত্ন আরও অধিক হইল ;—পতিব্রতা পত্নীরাই ত ( যজ্ঞাদি ) ধর্ম-ক্রিয়া-সকলের মূল কারণ।

ধর্ম-কর্মই গার্হস্থ্য-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সে-পক্ষে অরুদ্ধতীর দ্বায় পতিব্রতা পত্নীই প্রধান সহায়।

১৪। যদিও ধর্মভাব-প্রণোদিত হইয়াই মহাদেবের মন পার্বতীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, তবু ইহাতে পূর্বাপরাধ-ভীত মদনের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

মহাদেবের এই দারাসক্তি কর্ম-ভাব প্রণোদিত হইলেও, ইহাতে মদনের কার্যের অবসর ঘটিবে; সুতরাং পুনর্জীবন-লাভ সম্বন্ধে ভাবিয়া মদনের মন ‘প্রফুল্ল’ হইল।

হর-কোপানলে দগ্ধ হইয়া মদন ভাবিয়াছিলেন, বুঝি মহাদেব পার্বতী প্রতি-আসক্তিহীন; সুতরাং আসক্তি ঘটাইতে যাওয়া ‘অপরাধ’ হইয়াছিল। কিন্তু এখন মহাদেবের মনে সেই পার্বতীর প্রতি আসক্তির সঞ্চার দেগিয়া, মদনের মন ‘অপরাধ-ভয়’-বিহীন হইয়া, বরং কার্য-সাকল্যের আশায় ‘প্রফুল্ল’ হইয়া উঠিল। পুনর্জীবনের সঙ্গে কার্য-সাকল্য,—ইহাও মদনের প্রফুল্লতার হেতু।

১৫। (মহাদেব সগোরবে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলে) পরে, সাক্ষ-বেদ-প্রবক্তা সেই সপ্তর্ষিগণ প্রীতি-কণ্টকিত-গাত্রে জগদ্গুরু মহাদেবকে পূজা করিয়া, কহিতে লাগিলেন;—

১৬। “আমরা-যে সম্যক্ বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, আমরা-যে অগ্নিতে বিধি-পূর্বক হোম করিয়াছি, আমরা-যে তপস্যাচরণ করিয়াছি, আজ আমাদের (সেই-সকল কার্যের) ফল পরিপক হইল;—

এখানে আশ্রম-ত্রয়ের কার্য-সকল যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে ;—‘বেদাধ্যয়ন’ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কার্য, ‘হোম’ গার্হস্থ্যাশ্রমের কার্য, এবং ‘তপস্তা’ বানপ্রস্থ্যশ্রমের কার্য ।

১৭।—“যেহেতু, জগদাধিপ হইয়া আপনি, আনাদের মনোরথের অগোচর এমন-যে আপনার মনোদেশ, সেইখানে আজ আমাদিগকে লইয়াছেন ।—

‘মনোদেশে লওয়া’—অর্থাৎ মনে স্মরণ করা ।

মহাদেবের মনোদেশ সপ্তর্ষিগণের মনোরথেরও অগোচর, সুতরাং আজ মহাদেব কষ্টক স্বত হইয়া সপ্তর্ষিগণ সবিশেষ অধ্যবসীত ।

১৮। “আপনাকে যে ব্যক্তি অন্তরে স্মরণ করে, কৃতি-দিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ; আর আজ ব্রহ্মযোনি আপনিই আমাদিগকে অন্তরে স্মরণ করিয়াছেন :—সুতরাং আমাদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব ?—

১৯। “সত্য, আমরা চন্দ্র-সূর্য্য হইতেও উচ্চ স্থানে অবস্থান করি ; কিন্তু আজ আপনার স্মরণানুগ্রহে, আমরা তাহা হইতেও উচ্চতর পদ পাইলাম ।—

আকাশে ‘সপ্তর্ষি-মণ্ডল’-নামে এক প্রসিদ্ধ তারকা-গুচ্ছ আছে— (“Great Bear”) সৌর-জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত ।

২০। “আপনার কর্তৃক সম্মানিত হইয়া আমরা নিজে-  
 গকে বড় জ্ঞান করিতেছি ;—কারণ, উত্তমের নিকট সমাদর  
 পাটিলেই প্রায়শঃ নিজগুণের প্রতি প্রত্যয় জন্মে।—

২১। “হে বিরূপাক্ষ ! আপনার কর্তৃক স্মরণ জ্ঞাত,  
 আনাদের (অন্তরে) যে প্রীতি হইয়াছে, তাহা,—আপনি  
 প্রাণিগণের অস্থায়ীনা,—আপনার কাছে আর কি নিবেদন  
 করিব ?—

অন্তরের প্রীতি ‘অস্থায়ী’ যেমন বুঝিলেন, বাস্তব দ্বারা নিবেদন করিয়া  
 তেমন বুঝান অসম্ভব।

২২। “হে দেব ! আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও, তবুও  
 আপনাকে আমরা জানি না ; অতএব আপনি আনাদের প্রীতি  
 প্রসন্ন হইয়া আপনার স্ব-রূপ বাক্ত করুন ;—আপনি বুদ্ধি-  
 মার্গের অতীত !—

সপ্তর্ষিদিগের সমক্ষে এখন মহাদেবের যে রূপ বিদ্যমান, ইহা তাঁহার  
 দৃশ্যমান রূপ নহে,—তাত্ত্বিক রূপ নহে ! তাঁহার তাত্ত্বিক রূপ যে কি, তাহা  
 তিনি নিজ মুখে বাক্ত না করিলে, জ্ঞান বলে অপরের জানিবার সাধ্য নাই ;—  
 এমন কি, সপ্তর্ষিদিগের জ্ঞান জানীদিগেরও নাই—ইহাই ভাব।

২৩। “হে ভগবন্ ! আপনার এই দৃশ্যমান যে মূর্ত্তি আমরা  
 দেখিতেছি, ইহা কি আপনার সেই মূর্ত্তি—যাহার দ্বারা আপনি  
 এই ব্যক্ত ভগৎ সৃজন করেন ? না, যাহার দ্বারা আপনি



সেই সৃষ্ট জগৎ পালন করেন, ইহা আপনার সেই মূর্তি ? অথবা, যাহার দ্বারা আপনি বিশ্বের সংহার করেন, ইহা কি আপনার সেই মূর্তি ?—আপনার এই মূর্তি ঐ তিনের ( ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ) কোন্টী ?

মহাদেব আদি-দেব । সৃজন, পালন, ও সংহার এই কার্য-ত্রয়ের জন্য তিনি তিন-রূপে প্রকট হইয়া থাকেন । বস্তুতঃ তাঁহার যে স্ব-রূপ কি, তাহা জ্ঞানের অতীত !

২৪ । “অথবা, হে দেব ! আমাদের এই স্মনহতী প্রার্থনা এখন থাকুক । আপনার স্মরণমাত্রে আমরা উপস্থিত হইয়াছি ; এখন কি করিব, আজ্ঞা করুন ।”—

ভগবানের স্বরূপ-নিরূপণ,—ইহা অতি গভীর ও গুহ্যতম কথা ; সুতরাং এরূপ স্মনহতী প্রার্থনার সময় ইহা নহে ।

২৫ । তখন ভগবান্ তাঁহার শুভ্র দশন-কান্তি দ্বারা শিরঃস্থ চন্দ্রকলার ক্লীণপ্রভাকে বাড়াইয়া, উত্তর করিলেন ;—

হর-শিরে চন্দ্রের একটি-মাত্র কলা বিরাজ করে ; সুতরাং উহার প্রভা ‘ক্লীণ’ । কথা কহিবার কালে, দশন-কান্তি স্প্রকাশিত হইয়া, চন্দ্রকলার ক্লীণ কান্তিকে বাড়াইল ;—ইহা দশনের উৎকর্ষ-বাক্যক । ‘শুভ্র’-হেতু দশন-কান্তি, চন্দ্রকলার শুভ্র কান্তিকে ‘বাড়াইতে’ পারিল । জয়দেবের “দন্তকচি-কৌমুদী” ।

২৬। “হে ঋষিগণ ! আপনারা জানেন, আমার কোন প্রবৃত্তিই স্বার্থ-প্রণোদিত নহে ; আমার অষ্টমূর্তি দ্বারাই আমার এই পরার্থ-প্রবৃত্তি সূচিত হইতেছে ।—

মহাদেবের অষ্টমূর্তি, যথা :—‘সকল’ নামে ক্ষিতি-মূর্তি, ‘ভব’ নামে জল-মূর্তি, ‘রুদ্র’ নামে অগ্নিমূর্তি, উগ্রনামে বায়ু-মূর্তি, ‘ভীম’ নামে আকাশমূর্তি “পত্নপতি” নামে যজ্ঞমান-মূর্তি, “মহাদেব” নামে চন্দ্র-মূর্তি, এবং “ঈশান” নামে সূর্য্য-মূর্তি ।

মতান্তরে, অষ্টমূর্তি, যথা :—পঞ্চভূত, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি । ভগবানের এই সকল মূর্তিই বিশ্বের হিতার্থে অবলম্বিত ও ‘পরার্থে’ প্রয়োজিত ।

২৭। • “তুমাতুর চাতকেরা যেমন মেঘের কাছে বারি-বর্ষণ যাত্রা করে, সম্প্রতি শত্রুপীড়িত দেবগণও তেমনই আমার কাছে পুত্রোৎপাদনের প্রার্থনা করিয়াছেন ।—

এস্থলেও ভগবানের ‘পরার্থ-প্রবৃত্তি’ সূচিত ।

২৮। “এই জন্ত, যজ্ঞার্থী যেমন হবির্ভূক ( অগ্নি ) উৎপাদনের নিমিত্ত অরণি-সংগ্রহের ইচ্ছা করে, আমিও তেমনই পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত পার্বতীকে পাইতে ইচ্ছা করিতেছি ।—

২৯। “এখন, আমার এই প্রয়োজনে, হিমবানের কাছে পার্বতী যাত্রা করা আপনাদেরই কর্তব্য ; কারণ, সাধুগণ কর্তৃক সংঘটিত ( বৈবাহিকাদি ) সম্বন্ধ কখনই বিকলতা-প্রাপ্ত হয় না ।—

৩০। “হিমবান্ যেরূপ উন্নত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও ভূভারবহন-ক্ষম, তাহাতে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে, উহা আমার অগৌরবের বিষয় হইবে না।—

‘উন্নত’, ‘সুপ্রতিষ্ঠিত’, ও ‘ভূভার-বহনক্ষম’—এই তিনটি বিশেষণ স্বন্দেহহারী নগাধিরাজের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও, ঐ তিনটি বিশেষণের দ্বারা হিমালয়ের স্কুলদেহের প্রতিও লক্ষ্য করা হইয়াছে;—হিমালয়ের স্কুলদেহও ‘উন্নত’, ‘সুপ্রতিষ্ঠিত’ ও ‘ভূভার-বহনক্ষম’।

৩১। “কন্যার্থে, হিমবানকে যেরূপ কহিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আর আপনাদিগর প্রতি উপদেশের প্রয়োজন দেখি না;— কারণ, আপনাদের প্রণীত আচারই সাধুগণ অত্মকে উপদেশ করিয়া থাকেন।—

সপ্তর্ষিগণ নিজেরাই যখন অস্ত্রের উপদেষ্টা, তখন আর তাঁহাদিগকে উপদেশ করিবার প্রয়োজনাভাব।

৩২। “আর্য্যা অরুদ্ধতীরও এই কার্য্যে সাহায্য করা উচিত;—এইরূপ বৈবাহিক-সম্বন্ধ-সংঘটন-কার্য্যে সচরাচর পতিপুত্রবতী গৃহিণীরাই সমর্থ হইয়া থাকেন।

স্ত্রী-প্রধান কার্য্যে গৃহিণীদের কথাই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। পতিপুত্রবতী গৃহিণীরা কস্তার মাকে কস্তার ভাবী স্ত্রুত্বের কথা যেমন বুঝিবেন, এমন আর কেহই পারিবে না; এবং তাঁহাদের কথায় কস্তার মা যেমন বুঝিবেন ও বিশ্বাস করিবেন, এমন আর কাহার কথায় নহে; এইজন্যই এখানে অরুদ্ধতীর পটুতা।

৩৩। “অতএব, কার্য্যাসিদ্ধ্যর্থৈ আপনারা হিমবানের ‘ওষধি-প্রস্থ’ নামক পুরে গমন করুন ; এই (সম্মুখস্থ) মহা-কোশী-প্রপাত-স্থলে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।”

‘মহাকোশী’ নামে কোন নদী ; তাহারই ‘প্রপাতে’ অর্থাৎ যেখানে ঐ নদী উচ্চতর শৃঙ্গ হইতে ‘পতিত’ হইতেছে।

যে পর্য্যন্ত-না ঋষিরা বিবাহ-সম্বন্ধান্তে কিরিয়। আসেন, ততদিন মহাদেব মহাকোশী-প্রপাত-স্থানে অপেক্ষা করিবেন।

৩৪। সংয়মিদিগের আদি সেই মহাদেব বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছেন জানিয়া, প্রজাপতি-পুত্র এই তপস্বিগণ দার-পরিগ্রহ-জ্ঞাত লজ্জা ত্যাগ করিলেন।

সংযমী-শ্রেষ্ঠ শিব যখন বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে উচ্ছত, তখন আর গার্হস্থ্যশ্রমী বলিয়া সমুদ্যোগের লজ্জার কারণ কোথায় ?

৩৫। তখন মুনিমণ্ডল ‘যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া গেলেন ; ভগবান্ও পূর্ব্বোক্ত মহাকোশী-প্রপাত-স্থলে সমুপস্থিত হইলেন।

৩৬। মনের তুল্য বেগশালী পরমর্ষিরাও অসি-নীল আকাশে উঠিয়া অবিলম্বে ওষধিপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।

৩৭। এই হিমালয়-নগরটী যেন ধনসমৃদ্ধির আশ্রয় কুবেরপুরীর ঐশ্বর্য্য-সার দিয়াই নির্ম্মিত এবং যেন স্বর্গের অতিরিক্ত জনসম্পৎ নিঃসারণ করিয়াই উপনিবেশিত।—

হিমবান্-পুরী ওষধিপ্রস্থ ধনদয়্যস্থিতে যেন কুবেরপুরীর জায় ; এবং উহার লোকজন স্বর্গীয়-ভাবাপন্ন ।

৩৮। গঙ্গাপ্রবাহ ইহাকে পরিখা-রূপে পরিবেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে ; ইহার প্রাচীর বড়-বড় মনিশিলায় গঠিত ; এবং প্রাচীর-মধ্যে দীপ্তিমান্ ওষধিসকল রাত্রিকালে অন্ধকার দূর করিতেছে ;—অতএব, ইহা দুর্গবৎ সংরক্ষিত হইলেও মনোহর !—

গঠনে সুদৃঢ় হইলেও সাধারণ দুর্গ, দেখিতে সুন্দর হয় না ; কিন্তু হিমবানের পুরী যেমন গঠনে সুদৃঢ়, দেখিতে তেমনই সুন্দর । এখানে এই কাব্যের অন্ত্যান্ত স্থলের মত, জড়-হিমালয়ের প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ্য এবং উপভোগ্য ।

৩৯। এই ওষধি-প্রস্থে গজগণ সিংহভয়-বিহীন ; অশ্বগণ বিলোম্বব ; যক্ষ ও কিন্নরগণ ইহার পৌর জন ; এবং বন-দেবীরা ইহার যোষিৎবর্গ ।—

‘সিংহ-ভয়-বিহীন’—হিমালয়ের গজগণের সিংহাধিক বলিষ্ঠত্ব-ব্যাঙ্গক । বোধ হয়, বিলোম্বব অর্থাৎ তখন উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল ।

৪০। ইহার মেঘম্পর্শী ভবনসকল হইতে যে মৃদঙ্গ-নাদ শ্রুত হয়, তাহা ( অবিকল ) মেঘগর্জনের প্রতিধ্বনি বলিয়াই সন্দেহ উৎপাদন করে ; কেবল তালমানেই উহাকে মৃদঙ্গ-নাদ বলিয়া বুঝা যায় ।—

৪১। এই ওষধি-প্রস্থ-পুরে ( শ্রেণিবদ্ধ ) কল্পদ্রুম-সকল চঞ্চল বিটপাংশুকে শোভিত হইয়া, পৌর জনের অবস্থাননির্মিত (স্বভাব-জাত) দণ্ডপতাকা-শ্রী ধারণ করিয়াছে।—

গৃহ-শোভার্থে, দণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহাতে পতাকা উড়ান হয়; এখানে স্বভাবজাত কল্পবৃক্ষের দ্বারা ই শোভা সাধিত হইতেছে, ইহা ওষধি-প্রস্থের উৎকর্ষ-বাক্যক।

‘কল্পদ্রুম’-শোভায় ওষধি-প্রস্থ ইন্দ্রপুরীর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই এখানে গৃঢ় ভাব।

৪২। রাত্রিকালে এখানকার প্রমোদ-স্থলের স্ফটিক-হর্ম্যা-সকলে জ্যোতিষ্কগণ প্রতিবিস্তিত হইয়া মুক্তাহারের ( বা পুষ্প-হারের ) শোভা ধারণ করে।

৪৩। এখানে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে অভিসারিকাগণ ওষধি-গণের আলোকে পথ দেখিতে পাইয়া, অন্ধকারের কষ্ট জানিতে পারে না।

৪৪। এই গিরি-রাজ-পুরে,, বয়সের শেষ পর্য্যন্ত লোকের যৌবন; এখানে কুম্ভায়ুধ মদন ভিন্ন অণ্ড প্রাণাস্তক কেহ নাই; এবং রতিশ্রম-জাত নিদ্রাটুকুই এখানকার লোকের যা-কিছু চৈতন্যাপগম!—

এখানকার লোকের বার্ক্য নাই,—সকলেই আজীবন যৌবন-সম্পন্ন। এখানে বয়স্কের ভয় নাই,—যা-কিছু প্রাণ-নাশের আশঙ্কা, সে কেবল মদনের পঞ্চশরে। এক কথায়, এই গিরিরাজপুরে লোকে অজরামর!

জরা-মৃত্যু ত এখানে নাই-ই ; এমন-কি, এখানে লোকের ক্লান্তি পর্য্যন্তও নাই ;—যা-কিছু ক্লান্তি, তাহা রতি-শ্রান্তি মাত্র ; স্বল্প নিদ্রাতেই তাহা দূর হয়, দীর্ঘ নিদ্রার প্রয়োজন হয় না ।

৪৫। এখানকার যুবা-জনেরা যা-কিছু ক্ষমা-প্রার্থী, সে কেবল অঁকুটি-কুটিলা, কম্পিতোষ্ঠা ও ললিতাদুলি দ্বারা তর্জ্জন-কারিণী মানিনীদিগের কোপের শাস্তি পর্য্যন্ত ।—

শত্রু-কোপভয় এখানে নাই ;—এখানে যুবাদের যা-কিছু ভয়, সে কেবল মানিনীদের কোপ হইতে, এবং যা-কিছু ক্ষমা-প্রার্থনা, সে কেবল মানিনীদের কোপ-শাস্তির নিমিত্ত । স্থূল মর্ষ এই যে, এখানে যারাত্মক ভয়ের কারণ কিছুই নাই ।

৪৬। গন্ধমাদন নামে সুগন্ধী গিরি, যেখানকার কল্পবৃক্ষ-গণের ছায়ায় শুইয়া বিদ্যাদর-পথিকেরা শ্রান্তি দূর করে, সেই গন্ধমাদন এই ওষধি-প্রস্থের বহিঃস্থ উপবন !

এমন স্বরমা উপবন পুরের উৎকর্ষ-ব্যাঙ্গক ।

৪৭। স্বর্গীয় মুনিগণ ওষধি-প্রস্থে উপস্থিত হইয়া, এই হৈমবত-পুর দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন যে, স্বর্গোদ্দেশে (জ্যোতিষ্টোমাদি) যে-সকল অমুষ্ঠান, সে-সকলই, দেখিতেছি, কেবল প্রেতারণা মাত্র ।

পুণ্যকলে স্বর্গ-স্বথভোগ হইবে, এইরূপ শাস্ত্রাদেশে লোকে কতই-না যাগ-যজ্ঞাদির অমুষ্ঠান করিয়া থাকে ! কিন্তু হিমবানের রাজধানী এই ওষধিপ্রস্থ-পুর স্বর্গাপেক্ষাও রমণীয়, অথচ বিনা যাগ-যজ্ঞেই এই গিরিরাজপুরে লোকে স্বর্গাধিক স্বথভোগ করিতেছে !

৪৮। মুনিগণ যখন অমৃতরৌক্ষ হইতে বেগে অবতরণ করিতেছেন, তখন দ্বারপালেরা উর্দ্ধমুখ হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল ; এবং চিত্রিত অনলের নায় নিম্পন্দ জটাভারে তাঁহাদিগকে মুনিগণ বলিয়া বুঝিতে পারিল ;—সুতরাং নিবারণ করিল না ; মুনিরাও গিরিরাজ-ভবনে নামিলেন ।

‘নিম্পন্দ’ জটাভার--বেগাতিশয়া-বাগ্বক । অতিবেগে গমনে শিরঃস্থ দীর্ঘ কেশদাম নিম্পন্দ-ভাবে ধারণ করে । “অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্” নাটকে হুম্বাস্তের বেগগামী রথাববেগের বর্ণনায় আছে :—“নিকম্প-চামর-শিখা ” ।

৪৯। গগন হইতে অবতীর্ণ সেই মুনি-পংক্তি, বৃক্ষানুক্রম-পুরঃসর হইয়া জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত ভাস্কর-পংক্তির স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত স্থা-পংক্তিও ‘বৃক্ষানুক্রম-পুরঃসর’—অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবিম্ব সর্ব-সম্মুখে, তদপেক্ষা ছোট তাহার পশ্চাতে, ক্রমে এইরূপ যত ছোট, ততই পশ্চাতে । মুনি পংক্তিও ঐরূপ—যিনি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ, তিনি সকলের অগ্র ; যিনি তাহার ছোট, তিনি তাহার পরে ; যিনি তাহারও ছোট, তিনি তৎপরে ;—এইরূপ বয়সানুক্রমে । ইহা সম্মান-সূচক রীতি ।

এখানে আরও একটি সৌন্দর্য্য আছে ;—জল-মধ্যে প্রতিবিম্বিত ভাস্কর-পংক্তির সহিত মুনিপংক্তির উপমায়, মুনিগণের তেজস্বিতা-সম্বন্ধেও তাঁহাদের স্থ-দর্শনই সূচিত হইয়াছে । জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত রবিচ্ছবি যেমন রবির জ্বালা উগ্রদর্শন নহে, তেমনই এই মুনিগণ তপস্বী হইলেও, যখন গার্হস্থ্যাজমী, তখন তপস্বিদের মত উগ্রদর্শন নহেন, পরন্তু সৌম্য-দর্শন ।



৫০। তখন গিরিরাজ, সেই পূজ্য ঋষিদিগের জন্ত অর্ঘ্যার্থ জল লইয়া অন্তঃসার-গুরু পাদ-বিক্ষেপে বহুক্ষরাকে নামাইতে-নামাইতে, দূর হইতে তাঁহাদিগকে প্রত্যঙ্গমন করিলেন।

পর্বত-রাজ চলিতেছেন; সে গুরু-ভারে বহুক্ষরার নামিবারই কথা। যেখানে-যেখানে পর্বত-রাজের পা পড়িতেছে, সেই-সেই স্থানেই বহুক্ষরা বসিয়া যাইতেছে! কি চমৎকার-ভাবে জঙ্গম-হিমবানে স্বাবর হিমালয়ের গুরুভার আরোপিত হইয়াছে!

৫১। ধাতুবৎ রক্তাধর, প্রাংশু দেহ, দেবদারু-দীর্ঘ ভূজ এবং স্বভাবতঃ শিলাবৎ বক্ষঃ,—এই সকলের দ্বারা, ইনিই যে হিমবান্, ইহা সুব্যক্ত হইতেছে।

এখানে দ্ব্যর্থ-বাচিত বর্ণনায় হিমবানের স্বাবর ও জঙ্গম—উভয় রূপই বর্ণিত হইয়াছে;—জঙ্গম হিমবান্ ‘ধাতুর মত রক্তাধর’; স্বাবর হিমালয়ের ধাতুই যেন তাহার রক্তাধর। জঙ্গম হিমবান্ ‘পর্বতাকার উচ্চ’; স্বাবর হিমালয় নিজেই সু-উচ্চ পর্বত। জঙ্গম হিমবান্ ‘দেবদারুবৎ দীর্ঘভূজ’; স্বাবর হিমালয়ের দেবদারু বৃক্ষই—যেন তাহার ‘দীর্ঘ ভূজ’। জঙ্গম হিমবান্ ‘শিলাবৎ-কঠিন-বক্ষঃসম্পন্ন’; স্বাবর হিমালয়ের ‘শিলাই যেন তাহার কঠিন বক্ষঃ’।

রাজপক্ষে,—‘রক্তাধর’, ‘উন্নত-দেহ’, ‘দীর্ঘভূজঃ’, ‘কঠিন-বক্ষঃ’—এ সকলই যেমন রাজোচিত দৈহিক রূপের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক; পর্বত-পক্ষে,—ধাতুমতী উচ্চতা, দেবদারু-বাহুল্য ও শিলা-প্রাচুর্য, তেমনই পর্বতোচিত স্বাবর-রূপের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

৫২। যথাবিধি অর্চনান্তে, হিমবান্ স্বয়ং পথ-প্রদর্শক হইয়া, সেই বিশুদ্ধ-চরিত মুনিদিগকে অশ্বঃপুরে প্রবেশ করাইলেন।

‘বিশুদ্ধ-চরিত’ বলায় অশ্বঃপুর-গমন-যোগ্যতা সূচিত।

৫৩। সেখানে তাঁহারা বেত্রাসনে আসীন হইলে, ভূধরেশ্বর নিজে আসন-পরিগ্রহ করিয়া, কৃতাজ্জলি-পুটে প্রভুগণকে এই কথা বলিতে লাগিলেন—

৫৪। “অতর্কিতরূপে ( অকস্মাৎ ) আপনাদের এই দর্শন প্রাপ্তি, আমার পক্ষে, বিনামেঘে বৃষ্টিবৎ ও কুসুম-ব্যাতিরেকে ফলবৎ প্রতিভাত হইতেছে !—

বিনা-মেঘে বৃষ্টিলাভের জ্ঞায়, এবং বিনা-ফুলে ফললাভের জ্ঞায়, অকস্মাৎ মুনিদিগের দর্শন-লাভ, হুল’ভস্ব-হেতু, হিমবানের পক্ষে পরম সৌভাগ্য-ব্যাঞ্জক।

৫৫। “আমি মূঢ় হইলেও, আজ আপনাদের এই অল্প-গ্রাহে, নিজেকে জ্ঞানী মনে করিতেছি ; আমি লৌহময় হইলেও, আজ নিজেকে স্তব্ধময় মনে করিতেছি ; এবং মনে করিতেছি, আজ যেন আমি ভূমি হইতে উঠিয়া স্বর্গারূঢ় হইলাম !—

সন্তুষ্টিগণের দর্শন পাইয়া হিমবান্,—জ্ঞান, রূপ, ও স্থান,—এই তিন বিষয়েই যেন পরম উৎকর্ষ লাভ করিলেন। এখানেও ব্যঙ্গার্থে-হিমবানের স্বাবর-ভাবের ইঙ্গিত।

৫৬। “আজ হইতে আমি প্রাণিদিগের শুদ্ধির নিমিত্ত  
তীর্থ-স্বরূপ হইলাম;—কারণ, যে স্থানে সজ্জনের অধিষ্ঠান, তাহাই  
তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে।—

এখানে হিমবানের স্বাবর-দেহকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

৫৭। “হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি নিজেকে এই দুইটা বস্তুর  
দ্বারাই সমান পূত মনে করিতেছি,—( এক ), আমার শিরোপরে  
গঙ্গা-প্রপাত ; এবং ( দ্বিতীয় ), আপনাদের এই পাদধৌত  
জল।

সপ্তর্ষিদিগের পাদ-ধৌত জল, গঙ্গা-জলেরই ত্রায় পাবন, ইহাই ভাব।  
এখানেও স্বাবরাত্মক হিমালয়ের প্রতি ইঙ্গিত।

৫৮। “আমি ( স্বাবর-জঙ্গমাশ্রয় ) দ্বিরূপ হইলেও, বোধ  
হইতেছে, আপনারা আমার জঙ্গম-দেহকে আপনাদের ভূতা-  
ভাবে নিযুক্ত করিয়া এবং আমার স্বাবর-দেহকে আপনাদের  
চরণাঙ্কিত করিয়া, আমার এই উভয়-রূপকেই আপনাদের  
অমুগ্রহ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।—

ভূত্যের প্রতি প্রভুর অমুগ্রহ দুই প্রকার;—হয়, কোন কর্মে নিয়োগ;  
না-হয়, শিরে পদার্পণ। সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক, হিমবান্ দুই প্রকারেই অমুগ্রহীত  
হইলেন। অতএব হিমবান্ ধন্য!

এখানে হিমবান্ অমুমান করিয়া লইতেছেন যে, যখন সপ্তর্ষিরা  
আমিরাছেন, তখন কোন-না-কোন কার্যের আজ্ঞা নিশ্চয়ই দিবেন। এই  
অমুমান করিয়াই, তিনি নিজেকে দুই-প্রকারেই অমুগ্রহীত মনে করিতেছেন।

৫৯। “আমার প্রতি আপনাদের এই মহদমুগ্ধতার জন্য আমার পরিতোষ এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, আমার এই দিগন্ত-ব্যাপ্ত দেহেও তাহার স্থান হইতেছে না।—

হিমালয়ের বিপুল দেহেও হৃৎ পরিতেছে না। দেহের বিপুলতা স্বাবর ও ক্রম উভয়তঃ বৃদ্ধিতে হইবে।

৬০। “আপনারা এমনই ভাস্বর যে, আপনাদের দর্শনে কেবল-যে আমার গুহা-স্থিত বাহু-অঙ্ককার দূরীভূত হইল তাহা নহে,—আমার মনের অজ্ঞানান্ধকারও দূরীভূত হইল, !—

দেবদ্বিগণ অন্তর্বাহু উভয়তই প্রভাশালী ;—ঐহাদের প্রভায় বাহু তমঃও যেমন দূরে যায়, ঐহাদের দর্শনে মানসিক তমঃও তেমনই নষ্ট হয়। সাত্ত্বিক গুণময় লোকের দর্শনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, ইহা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব।

৬১। “আপনাদের প্রয়োজনীয় কার্য্য ত আমি কিছুই দেখিতেছি না ; যদিও কিছু থাকে, তবে তাহা যে কি, তাহাও ত বৃদ্ধিতে পারিতেছি না ; ইহাতেই আমার মনে হইতেছে যে, বৃদ্ধি আমাকে কেবল পবিত্র করিবার জন্তই আপনাদের এখানে আগমন।—

নিম্পৃহ তপস্বিগণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? যদিই বা কিছু থাকে, তবে তাহা যে কি, তাহাও হিমবান্ বৃদ্ধিতে পারিতেছেন না ; কারণ, তপের প্রভাবে সকলই ত ঐহাদের হৃৎভিত্তি।

৬২। “আপনারা নিম্পৃহ; স্মৃতরাং আপনাদের প্রয়োজনীয় কিছু না থাকিলেও, কোন-না-কোন কার্যে আত্মা করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন ;—কারণ, কৰ্ম্মে বিনিয়োগই প্রভুদিগের সম্বন্ধে কিঙ্করগণের প্রতি অনুগ্রহ।—

কৰ্ম্মে নিয়োগ করিলেই ভৃত্য বুঝে যে, প্রভু তাহার উপর তুষ্ট ; কোন কৰ্ম্মে নিয়োগ না করাই বরং অতৃষ্টির লক্ষণ।

৬৩। “এই আমরা, এই আমার দারা, আর এই আমার বংশের প্রাণ-স্বরূপা কন্যা ;—ইহার মধ্যে যাহার দারা আপনাদের কার্যা, বলুন, ( তাহাকেই সেই কার্যার্থ দিব ) ; (ধন-রত্নাদি) বাহ্য বস্তুর কথা ত ধৰ্ত্তবাই নহে।”

দেবর্ষিগণের কার্য-সাধনার্থ হিমবানের অদ্যে কিছুই নাই।

এখানে কেমন কৌশলে ও অবলীলা-ক্রমে কন্যার কথা আসিয়া পড়ায় সপ্তর্ষিগণের উদ্দিষ্ট বিষয় হিমবানের মুখ দিয়াই অগ্রগণ্য হইয়া পড়িল !

৬৪। হিমবানের ঐ কথা গুহা-মুখে বিসর্পিত হইয়া প্রতি-ধ্বনিত হওয়াতে, বোধ হইল যেন হিমবান্‌ই ঐ কথা ছই বার কহিলেন !

‘প্রতিধ্বনি’ ধ্বনিরই অনুরূপ বলিয়া ‘যেন ছইবার’ কহার মত।

‘ছইবার’ কথা অনুরোধাতিশয়-ব্যঙ্গক। এখানে প্রতিধ্বনির দ্বারা যেন সে কার্য সম্পন্ন হইল।

৬৫। হিমবান্ এইরূপ কহিলে, ঋষিগণ, কথাপ্রসঙ্গ-পটু  
অঙ্গিরাঃ-মুনিকে তাঁহাদের অগ্রণী-রূপে উত্তর করিতে কহিলেন।  
তখন, অঙ্গিরাঃ ভূধরকে বলিতে লাগিলেন —

৬৬। “আপনি যে কহিলেন,—আনাদের কার্যে আপনার  
কিছুই অদেয় নাই ইত্যাদি, তাহা, এমন কি, তদপেক্ষাও  
অধিক আপনাতে সূক্ষ্মবে ; আপনার শিখর-সকলও যেরূপ  
সমুন্নত, আপনার মনও তক্রপ।—

স্বাবর-হিমালয়ও যেমন ‘সমুন্নত’-শিখর, জঙ্গম-হিমবান্ও সেইরূপ ‘সমুন্নত’-  
হৃদয়। পরার্থে আত্ম-নিয়োগ, দার-নিয়োগ, কল্যা-নিয়োগাদির প্রস্তাব উন্নত  
হৃদয়েরই লক্ষণ।

৬৭। “( শাস্ত্রে ) আপনাকে যে স্বাবর-রূপী বিষ্ণু কহিয়া  
থাকে, তাহা যথার্থই ;—কারণ, (বিষ্ণুর দ্বারা ) আপনার কুক্ষিও  
ত স্বাবর-জঙ্গম-রূপী চরাচরের আধার।—

গীতায় আছে।—“যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহশ্বি হাবরাণাং হিমালয়ঃ”। অর্থাৎ  
( ভগবান্ কহিতেছেন ) যজ্ঞ-সকলের মধ্যে আমি জপ-যজ্ঞ, হাবরদিগের  
মধ্যে আমি হিমালয়। বিষ্ণু যেমন বিষ্ণোদর, স্বাবর-পক্ষে হিমালয়ও  
তেমনই চরাচর সমস্ত জগতের আধার ;—জগতের স্বাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত  
বস্তুই হিমালয়ে বিস্তৃমান।

৬৮। “আপনি পৃথিবীকে রসাতল-মূল হইতে ধরিয়া না  
থাকিলে, শেষ-নাগ তাহার মৃণাল-কোমল কণা দ্বারা কি  
পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইত ?—

৬৯। “হে পর্বতরাজ ! আপনার কীৰ্ত্তি-সকল, আপনার নদীগুলির জ্বায়া, অবিচ্ছিন্ন ও নিৰ্ম্মল প্রবাহে প্রবাহিত ;— উভয়ই সমুদ্রোৰ্ম্মির বাধা মানে নাই ; এবং উভয়ই পুণ্যস্থ-হেতু লোক-পাবন ।—

হিমালয়ের নদী-সকল যেমন সাগর-তরঙ্গের বাধা না মানিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ; হিমবানের কীৰ্ত্তিসকলও তেমনই তরঙ্গায়িত সাগরের বাধা না মানিয়া, স্বদূর সাগর-পার পর্য্যন্ত প্রসারিত !

হিমালয়োদ্ভূত গঙ্গা-যমুনাদি নদীসকলও যেমন লোক-পাবন, হিমবানের কীৰ্ত্তিগুলিও তেমনই লোক-কীৰ্ত্তিত পুণ্য-লোক ।

৭০। “বিষ্ণু-পাদোদ্ভব বলিয়া গঙ্গার যেমন শ্লাঘা, আপনার উন্নতশিরঃ তাহার দ্বিতীয় উৎপত্তি-স্থান বলিয়াও, তাহার তেমনই শ্লাঘা ।—

গঙ্গোৎপত্তি-বিষয়ে বিষ্ণুপদের পরেই হিমালয়-শিখর ; ইহা হিমবানের অত্যন্ত-পবিত্রতা-সূচক উৎকর্ষ-ব্যাঞ্জক ।

৭১। “হরি যখন ত্রিবিক্রম ( ত্রিপাদ ) দ্বারা ত্রিলোক-আক্রমণে উত্তত হইয়াছিলেন, তখনই-কেবল তাঁহার মহিমা উৰ্দ্ধ, অধঃ, ও তিৰ্য্যক্—সর্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল ; কিন্তু আপনার উৰ্দ্ধ-অধঃ-তিৰ্য্যক্-ব্যাপী মহিমা স্বাভাবিক ।—

প্রাকৃতিক গঠনে হিমালয় তিৰ্য্যক্-উৰ্দ্ধ-অধঃ-ব্যাপী।

৭২। “আপনি যজ্ঞভাগভুক্ ইন্দ্রাদিদিগের মধ্যে স্থান পাইয়া, সুর্যের উচ্চ ও হিরণ্ময় শৃঙ্গকেও ব্যর্থ করিয়াছেন।—

স্বমেরু যখন যজ্ঞভাগভুক্ নহেন, তখন তাঁহার উচ্চ ও হিরণ্ময় শৃঙ্গ থাকি বৃথা হইয়াছে ;—কারণ, যজ্ঞভাগ পাইয়া দেবগণের মধ্যে গণ্য হওয়াই চরম সম্মান-বাক্যক ।

৭৩। “সজ্জনের আরাধনায় পটু এই-আপনার তত্ত্বিমত্ৰ জন্ম-দেহ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি আপনার কাঠিন্ধ্যাংশ-সমস্তই আপনার শিল্যাময় স্বাবর-দেহে অর্পণ করিয়াছেন।—

এই জন্ম-হিমবান্ এমনই ভঙ্কিনত্ৰ, যে ইহাতে স্বাবর-হিমালয়ের কাঠিন্ধের লেশমাত্র নাই ।

৭৪। “এখন, আমাদের আগমনের প্রয়োজন শুধুন ;—সে প্রয়োজন বাস্তবিকই আপনারই ; আমরা কেবল শ্রেষ্ট উপদেশ করিয়া উহাতে অংশীভাগী মাত্র !—

কার্য্যটি বাস্তবিক হিমবানেরই ; কারণ, ইহা তাঁহারই কস্তায় উৎকৃষ্ট বিবাহের প্রস্তাব ; স্ততরাং তিনিই ইহার ফলভোগী ; কবির কেবল উপদেশ মাত্র ।

৭৫। “যে অষ্টগুণ কেবল মহাদেবেরই ঐশ্বর্য্য-বাচক, আর কাহারই নহে—অগ্নিমাди সেই অষ্টগুণ যিনি ধারণ করিয়া



থাকেন ; আর যিনি অর্জুনের সহিত, ‘পরমেশ্বর’ এই নাম ধারণ করিয়া থাকেন ; ( সেই শস্ত্র ইত্যাদি )—

অষ্টগুণ বা বিভূতি, যথা—অগ্নিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামবসায়িতা । এই অষ্টবিধ গুণ কেবল ভগবান্ মহাদেবেই বিদ্যমান, অস্ত্র-কাহাতেই নহে ।

৭৬। “যান-নিয়োজিত অশ্ব-সকল যেমন পরম্পরের সহায়তায় পথে রথকে ধারণ করিয়া থাকে, তেমনই পৃথিব্যাদি যাহার অষ্টমূর্ত্তি পরম্পরের সহায়তা করিয়া এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; ( সেই শস্ত্র ইত্যাদি )—

মহাদেবের অষ্ট-মূর্ত্তি, যথা :—কিতাপ্তেজোমরুংবোম এই পঞ্চভূত এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও যজ্ঞমান ( অথবা অগ্নি ) ।

রথাস্থগনের দ্বায় অষ্টমূর্ত্তির পরস্পর আত্মকুল্যে এই জগত্ত্রণ চলিতেছে ।

৭৭। “যোগিগণ যাহাকে সর্বভূতাস্ত্রযামী পরমাত্মা-জ্ঞানে অন্বেষণ করেন, এবং মণীষিগণ যাহার পদকে পুনর্জন্ম-ভয়-নিবারক कहিয়া থাকেন ; ( সেই শস্ত্র ইত্যাদি )—

৭৮। “বিশ্বের যাবতীয় কর্মের সাক্ষী ও বরদ সেই শস্ত্র সাক্ষাৎ-নিজে আমাদের মুখ দিয়া আপনার কন্যাকে যাক্ষা করিতেছেন ।—

৭৯। “কথার সহিত অর্থের যোগ সাধনের জ্ঞায়, কণ্ঠ্যার, সহিত তাঁহার যোগ সংঘটন করাই এখন আপনার কর্তব্য ;— কারণ, কণ্ঠ্য সংপাত্র-শ্রুত। হইলে, ( কণ্ঠ্য-বিষয়ে ) পিতার কোন দুঃখই থাকে না।—

৮০। “স্বাবর-জন্ম, যাবতীয় সকলেই আপনার এই কণ্ঠ্যকে মাতা জ্ঞান করুক ;—কারণ, মহাদেব জগতের পিতা !—

ইহাতে প্রস্তাবিত বিবাহে কণ্ঠ্যর ভাবী সৌভাগ্য সূচিত। ‘জগৎ-পিতা’র সহিত বিবাহে পার্কর্তী ‘জগন্মাতা’ হইবেন।

৮১। দেবগণ শিতিকণ্ঠকে প্রণাম করিয়া, তৎপরে তাঁহাদের চূড়া-মণির কিরণে এই কণ্ঠ্যর চরণদ্বয় রঞ্জিত করুন।—

ইহাও পার্কর্তীর ভাবী সৌভাগ্য-সূচক। মহাদেব দেবগণের মায়া ; স্তবরাং তাঁহার সহিত বিবাহে পার্কর্তীও দেব-মায়া হইবেন।

৮২। “উমা বধূ, আপনি সম্প্রদাতা, শম্ভু বর এবং আমরা ঘটক ;—এই কারণ-কলাপই আপনার বংশের জীবুদ্ধির পক্ষে পর্যাপ্ত।—

বিবাহ-ব্যাপার চারি ব্যক্তির সহায়তা-সাপেক্ষ—বধূ, দাতা, বর ও ঘটক। এখানে সেই চারিজনই অসাধারণ ! পার্কর্তীর জ্ঞান রূপবতী ও

গুণবতী কন্যা, বধু ; পর্বতাদিরাজ হিমবান্, সম্প্রদাতা ; স্বয়ং মহাদেব, বর ; এবং সপ্তর্ষি-মণ্ডল, ঘটক ! এমন অসাধারণ কারণ-সমবায় সম্প্রদাতার কুলের শ্রীরুদ্ধি-সাধক হইবারই কথা ।

৮৩। “মহাদেবে কন্যাদান করিয়া, আপনি সেই বিশ্ব-  
গুরুর,—যিনি কাহারও স্তব করেন না, অথচ সকলেরই  
স্তবনীয় ; যিনি কাহারও বন্দনা করেন না, অথচ সকলেরই  
বন্দনীয় ;—সেই বিশ্বগুরুও গুরু হউন ।”

এই বিবাহে, হিমবান্ বিশ্বগুরু মহাদেবের শ্রুতরং বন্দ্য হইবেন ;  
ইহা কি তাঁহার পক্ষে সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় ?

৮৪। অঙ্গিরাস:-ঋষি এইরূপ কহিতে থাকিলে, পার্শ্বতী  
পিতার পাশ্বে বসিয়া, অধোমুখে লীলা-কমলদল গণনা করিতে  
লাগিলেন ।

ইহা কন্যার স্বাভাবিক লজ্জা-ব্যঞ্জক । বিবাহ-প্রসঙ্গ<sup>১</sup> শ্রবণে, পার্শ্বতী  
লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, হস্তস্থ কমলের পাপড়ি গুণিতে লাগিলেন ; যেন  
কিছুই গুণিতেছেন না ! ফসতঃ, অতি-আগ্রহের সহিত সবই গুণিতেছেন,  
এবং অন্তরে হর্ষানুভব করিতেছেন, ইহা অস্বমেয় ।

৮৫। পর্বতরাজ, মহাদেবকে কন্যাদান করিতে সম্যক্  
ইচ্ছুক হইয়াও, তবু ( মেনকার অভিপ্রায় জানিবার জন্ত )  
মেনকার মুখের দিকে চাহিলেন ;—যেহেতু কন্যা-সম্বন্ধীয়

বিবয়ে গৃহস্থ ব্যাক্তগণ প্রায়ই গৃহিণীর চক্ষে দেখিয়া-(বা চলিয়া)-  
থাকেন ।

যে-সকল ব্যাপারে ( যেমন কন্যার বিবাহে ) কন্যার শুভাশুভ দেখিতে  
হয়, সেই-সকল কার্যে বুদ্ধিমান গৃহস্থ লোকে গৃহিণীর মতের উপরেই নির্ভর  
করেন ; কারণ, কন্যার শুভাশুভ মাতা যেমন বুঝেন, পিতা তেমন বুঝিতে  
পারেন না । পরের চক্ষে 'দেখা' বা 'চলা' সম্পূর্ণ নির্ভরতা-ব্যতীত ।

৮৬। মেনকাও পতির অভীষিত কার্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন  
করিলেন ; পতিব্রতারা পতির ইষ্ট বিবয়ে কখনই অন্যথা-চারিণী  
হয়েন না ।

৮৭। মুনি-বাক্যাবসানে, হিনবান্ মুনি-প্রস্তাবিত কথায়  
ইহাই সঙ্গতর, মনে স্থির করিয়া, মাস্কলিক ভূষণালঙ্কতা কন্যাকে  
হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া কহিলেন—

৮৮। “হে বৎসে ! এস, তুমি বিশ্বাস্য মহাদেবের জন্য  
ভিক্ষা-স্বরূপে নির্দিষ্টা ; মুনিগণ তাঁহার জন্য তোমাকে চাহিতে-  
ছেন ;—( আজ ) আমি গৃহস্থাত্মীর ফল পাইলাম ।”

সংপাত্রে কন্যাদান গৃহস্থের পক্ষে পুণ্যদায়ক ।

৮৯। তনয়াকে এইরূপ কহিয়া, মহীধর ঋষিদিগকে  
কহিলেন ;—“( এই ) ত্রিলোচন-বধু আপনাদের সকলকে প্রণাম  
করিতেছেন ।”

‘ত্রিলোচন-বধু’ বলায় কন্যাদান সম্পূর্ণ রূপেই স্বীকৃত হইল ।

১০। মুনিগণ তখন, মনোগত-অভিপ্ৰায়ানুযায়ী-কার্য্যকারী হিমবানের উদার বাক্যের সাধুবাদ করিলেন ; এবং শীঘ্রই সকল হইবে, এমন-সকল আশীর্বাদ দ্বারা অধিকার সম্বন্ধনা করিলেন ।

“বার পুত্রের জননী হও” ইত্যাদি-রূপ আশীর্বাদের প্রতি এখানে ইঙ্গিত ।

১১। তখন, প্রণামাসক্তি-হেতু স্থলিত-কনক-কুণ্ডলা ও লজ্জাবতী পার্বতীকে অরুন্ধতী দেবী নিজক্রোড়ে বসাইলেন ।

১২। এদিকে মেনকা ছহিত-স্নেহ-বিহ্বলা হইয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন দেখিয়া, অরুন্ধতী, অনন্যদার বরের (মৃত্যুঞ্জয়হাদি) নানাগুণের উল্লেখ করিয়া, সেই অশ্রুমুখী পার্বতী-মাতাকে বিশোকা করিলেন ।

কন্যার ভাবী-বিচ্ছেদ আসন্ন-প্রায় অমুভব করিয়া মেনকা বিহ্বল হইয়া-  
ছিলেন ; পরে অরুন্ধতীর মুখে বরের অনন্ত-পরিচয় ও চিরজীবিত্বাদি কন্যার  
সৌভাগ্যকর গুণাবলীর কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন ।

১৩। তখন, হর-কুটুম্ব হিমবান্ বিবাহ-যোগ্য তিথি  
জিজ্ঞাসা করিলে, তিন-দিবসান্তে চতুর্থ দিনে বৈবাহিকী তিথি,  
এইরূপ কহিয়া, সেই বদল-বসন ঋষিগণ তথা হইতে প্রস্থানো-  
দ্যোগ করিলেন ।

৯৪। তাঁহারা হিমবানকে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া, তখনই সঙ্কত-স্থলে (মহাকোশী-প্রপাত-স্থলে) মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের কর্তৃক কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে, ইহা মহাদেবকে নিবেদন করিয়া, তাঁহার কাছেও বিদায় লইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন।

৯৫। পার্শ্বতী-পরিণয়ার্থ পশুপতি এমনই উৎসুক হইয়া-  
ছিলেন যে, এই তিন দিন তিনি অতি-কষ্টেই কাটাইতে লাগি-  
লেন;—এই সকল ঔৎসুক্যাদি ভাব যখন (স্মরহর, জিতেন্দ্রিয়) বিভূকেও স্পর্শ করিতেছে, তখন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র অপর কে আছে, যাহাকে ঐ ভাবে বিকার-প্রাপ্ত হইতে না হয়?

বশী মহাদেবও যখন ‘কষ্টে’ ধৈর্য্য রক্ষা করিতেছেন, তখন অবশ লোকে যে ঐরূপ স্থলে বিকল হইয়া থাকে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

“বন্যা-যাজ্ঞা” নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

## সপ্তম সর্গ

১। তিন দিবসের পরে শুক্লপক্ষে, জামিত্র-গুণাদ্বিত তিথিতে, হিমবান্ বজ্রবর্গের সহিত মিলিত হইয়া; বন্যার বিবাহ-সংস্কার-কর্মের অনুষ্ঠান করিলেন।

চন্দ্রের বৃদ্ধি-কাল বলিয়া, শুভ-কর্মে 'শুক্লপক্ষই' প্রশস্ত।

জ্যোতিষে লগ্নের সপ্তম স্থানকে 'জামিত্র' বলে। বিবাহ-ব্যাপারে এই স্থানের শুদ্ধি দেখিতে হয়।

২। সে দিন প্রতিগৃহেই গৃহিণীরা ক্রীতিবশে বৈবাহিক মঙ্গলবিধান-কার্যে ব্যগ্র হওয়ায়, সমস্ত 'ওষধি-প্রস্থ'-পুর ও হিমবানের অন্তঃপুর যেন একই কুলের একই গৃহবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

হিমবানের নিজের অন্তঃপুরেও সেদিন গৃহিণীরা বৈবাহিক মঙ্গল-কার্যে যেমন ব্যস্ত, সমস্ত 'ওষধি-প্রস্থ'-পুরের প্রতিগৃহেই গৃহিণীরা পার্শ্বতীর কল্যাণার্থ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তেমনই ব্যস্ত। কে আপন, কে পর,—ইহা বুঝিবার যো ছিল না;—যেন সকলেই একই বংশের লোক, আর সমস্ত 'ওষধিপ্রস্থ'পুর যেন একই বংশের একই গৃহবৎ! ইহা-দ্বারা হিমবানের প্রজাহুঁরাগ এবং প্রজাদিগের রাজাহুঁরাগ স্চিত।

৩। সে দিন, ‘ওষধি-প্রস্থ’-পুর মন্দির-কুসুমাস্ত্রিত রাজপথ-সকলের দ্বারা সুশোভিত, চীনাংশুক-(পটুবস্ত্র)-বিরচিত কেতু মালায় সুসজ্জিত, এবং কাঞ্চন-তোরণ-সকলের প্রভায় উজ্জলিত হইয়া, স্থানান্তরিত স্বর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

স্বর্গ সুমেরুর উপরে স্থিত; কিন্তু আজ বোধ হইতে লাগিল, যেন উহা স্থানান্তরিত হইয়া হিমালয়ের উপরেই বিরাজ করিতেছে;—ওষধি-প্রস্থ আজ এমনই ‘স্বর্গীয়’ শোভা ধারণ করিয়াছে।

৪। উমরে বিবাহ সন্মিকট বলিয়া, পিতামাতার ও স্বজ্ঞান-দির অনেক সন্তান সবেও একা উমাই এখন তাঁহাদের সবিশেষ প্রাণভূতা হইয়া উঠিলেন;—যেন উমাই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান; যেন উমাকে তাঁহারা বহুকাল পরে দেখিতেছেন;—যেন উমা, প্রাণত্যাগ করিয়া, আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

উমার বিবাহ সম্পূর্ণ; সুতরাং অচিরেই উমা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে চলিয়া যাইবে, এখন এই চিন্তাই পিতা-মাতার এমন স্নেহাবেগের কারণ।

৫। উচ্চারিত আশীর্বাদ পাইতে-পাইতে, পার্বতী ক্রোড় হইতে ক্রোড়ান্তরে বসিতে লাগিলেন; এবং একরূপ ভূষণ ছাড়িয়া অন্যরূপ ভূষণে ভূষিতা হইতে লাগিলেন;—গিরি-কূলের স্নেহ নিজ-নিজ পুত্রাদি কর্তৃক বিভক্ত হইলেও আজ উহা একমাত্র পার্বতীতেই অবিভক্তায়তন প্রাপ্ত হইল।



পৰ্বত-বংশের সমুদয় স্নেহ আজ অবিভক্ত-রূপে একমাত্র পার্বতীতেই স্থান পাইল; অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন সকলেই আজ নিজ পুত্রাদি ভুলিয়া পার্বতীকেই স্নেহ করিতে লাগিলেন, ইহাই ভাব।

৬। মৈত্র-মুহূর্ত্ত, উত্তর-ফল্গুনী-নক্ষত্রে চন্দ্রের যোগ হইলে, পতি-পুত্রবতী কুটুম্ব-স্ত্রীগণ পার্বতীর শরীরে মাস্তুলিক প্রসাধন (সাজসজ্জা) করিতে আরম্ভ করিলেন।

উদয়-মুহূর্ত্তের পরে তৃতীয় মুহূর্ত্তের নাম, 'মৈত্র-মুহূর্ত্ত'।

৭। তখন, পার্বতীকে অভ্যঙ্গ বেশ করান হইল; প্রক্ষিপ্ত শ্বেত সর্ষপের সহিত তুর্ক্বাকুর, নাভির নিম্নে পরিহিত পট্টবস্ত্র, এবং হাতে শর, এই সকলের দ্বারা কি শোভাই 'খুলিল!— যেন পার্বতীই এই অভ্যঙ্গ-বেশকে অলঙ্কৃত করিলেন।

সুন্দর বেশে রূপের শোভা বৃদ্ধি করে; কিন্তু পার্বতীর রূপ এমনই অসাধারণ যে, এমন সুন্দর অভ্যঙ্গ-বেশ তাঁহার রূপের শোভা বৃদ্ধি করিবে কি, বরং তাঁহার সু-অঙ্গে উঠিয়া বেশেরই শোভা বৃদ্ধি হইল! অভ্যঙ্গ-বেশে পার্বতীকে শোভিতা করিতে পারিল না; বরং পার্বতীই অভ্যঙ্গ-বেশকে শোভিত করিলেন।

'অভ্যঙ্গ-বেশ'—যে বেশ-ভূষা করিয়া অঙ্গে মাস্তুলিক তৈল-হরিত্রা মর্দনাদি করিতে হয়।

৮। কৃষ্ণপক্ষের অবসানে, ভানুর কিরণ পাইয়া, শশাঙ্ক-রেখা যেমন আলোকিতা হয়, বিবাহের সেই নূতন শর ধারণ করিয়া, বালা তেমনই শোভা পাইতে লাগিলেন।

তপস্ত্রা-কাল যেন পার্শ্বতীর পক্ষে 'কৃষ্ণপক্ষ'-স্বরূপ। তদন্তে, এখন এই বিবাহ-কালে পার্শ্বতী যেন কৃষ্ণপক্ষাবসানে 'ক্ষীণ শশাঙ্ক রেখা' সদৃশী; বিবাহ-সংস্কারোপযোগী নৃতন বাণ ধারণ করিয়া, গুরুপক্ষে ভাস্ক-কিরণোজ্জ্বলা চন্দ্রলেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

• 'নৃতন শর,' চাক্চিক্য-হেতু সূর্য্য রশ্মির সহিত উপমেয় হইয়াছে।

৯। লোত্র-চূর্ণ দ্বারা অঙ্গ-তৈল উঠাইয়া, তৎপরে ঈষৎ শুষ্ক গন্ধদ্রব্যে অঙ্গরাগ সমাপন করিয়া, এবং স্নান-যোগ্য পরি-  
ধেয় পরাইয়া, নারীগণ পার্শ্বতীকে (মঙ্গল-স্নানার্থ) চতুঃস্তুম্ভ-  
গৃহাভিমুখে লইয়া গেলেন।

১০। সু-বিন্যস্ত মরকত-শিলায় শোভিত, ও আবদ্ধ মুক্তা-  
মালায় বিভূষিত, এই চতুষ্ক স্নান-গৃহে পূর্ণ কনক-কলস-সকল  
হইতে জল ঢালিয়া, মঙ্গল-বাঞ্ছের সহিত, পার্শ্বতীকে স্নান  
করান হইল :

১১। মঙ্গল-স্নানে নির্মলদেহা হইয়া এবং বরোদগমন-  
যোগ্য ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া পার্শ্বতী, বর্ধাস্ত্রে প্রফুল্ল-কাশ-  
কুসুম-শোভিতা বসুধার জায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বর্ধাস্ত্রে বসুধাও 'নির্মল-দেহা' এবং চতুর্দিকে প্রফুল্লিত কাশগুণে যেন  
'ধৌত বস্ত্রাচ্ছাদিতা'।

১২। পরে, পার্বতী, পতিব্রতা রমণীগণ কর্তৃক সেই স্নান-গৃহ হইতে চন্দ্রাতপধারী মণিস্তম্ভ-চতুষ্টয়-যুক্ত কৌতুক-বেদী-মধ্যে সজ্জিত আসনোপরে নীতা হইলেন।

স্নানান্তে, এখন পার্বতীর প্রসাধন-কার্য্য হইবে।

১৩। সেইখানে, তথা পার্বতীকে পূর্বমুখে বসাইয়া, এবং নিজেরা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া, অলঙ্কার-সকল সন্নিহিত থাকিলেও, নারীগণ আকৃষ্ট-নেত্রে পার্বতীর স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া, ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

প্রসাধিকা নারীগণ পার্বতীকে দেখিয়া যেন ভাবিতে লাগিল যে, এমন স্বভাব-সুন্দরীর আর অলঙ্কারে প্রয়োজন কি ?

১৪। পরে, কোন (প্রসাধিকা) নারী, ধূপ-তাপে পার্বতীর কুসুম-খচিত কেশ-পাশ শুকাইয়া লইয়া, ছুর্ব্বা-ভৃগের সহিত গ্রথিত হরিত মধুক্রম-কুসুমের মালা দ্বারা রমণীয় বেণী বন্ধন করিয়া দিল।

১৫। কেহ গৌরীর গাত্র শ্বেত-চন্দনে চর্চিত করিয়া, গোরোচনা-রচিত পত্রাবলী দ্বারা বিশেষিত করিল;—তখন গৌরী, ক্রোবাকাঙ্ক্ষিত-সৈকত-শোভিত গঙ্গার তীরেও অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন।

## সপ্তম সর্গ

বেঁত-চন্দনে 'গঙ্গার বিশদ কাহ্নি' এবং পীত গোরচনা-রচিত পত্রাবলীতে  
'চক্রেবাক-কাহ্নি' ।

'পত্রাবলী'—অর্থাৎ অত্র শোভার্থ বর্ণাদি স্থলে চন্দন-গোরচনাদি আলেপন  
দ্বারা পত্রাকার রচনা ।

১৬। ভূষিত-অলক-শোভায় পার্শ্বতীর মুখ-শ্রী ভ্রমরাস্থিত  
পদ্ম ও মেঘরেখাযুক্ত, চন্দ্রবিম্বকে এমন পরাস্ত করিল যে,  
সাদৃশ্যের কথা প্রসঙ্গ ও অসম্ভব !

১৭। 'তীহার গণ্ডস্থল লোভ-বিলেপনে বিশ্বদীকৃত  
হইয়াছিল, এবং তত্পরি গোরোচনা-বিম্বাসে অভ্যস্ত গৌরবর্ণ  
দেখাইতেছিল ; এমন সময়ে যখন কর্ণে যবাকুর অর্পিত হইল,  
তখন উহা ( বিভিন্ন-বর্ণ-সান্নিধ্য হেতু ) বর্ণোৎকর্ষ পাইয়া  
লোক-চক্ষু আকর্ষণ করিতে লাগিল ।

বিজাতীয় বর্ণের সান্নিধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয় ; এবং এই বর্ণ-  
বৈচিত্র্যই লোক-চক্ষুর আকর্ষণক ।

১৮। সুবিভক্তাবয়ব। পার্শ্বতীর অধরোষ্ঠও মধ্য-রেখা  
কর্তৃক সুবিভক্ত ; তাহা যখন আবার কিঞ্চিৎ মধুচ্ছিষ্ট-লেপে  
সুনির্মল কাহ্নি বিকাশ করিয়া, আসন্ন লাবণ্য-ফলানুভব-হেতু  
কম্পিত হইতে লাগিল, তখন-যে উহা কিরূপ শোভা ধারণ  
করিয়াছিল, তাহা অনির্বচনীয় !

পতি কর্তৃক চূষনাদি 'আসন্ন লাবণ্যকল' অনুভব করিয়া অধরোষ্ঠের কম্প ।

১৯। কোন সখী পার্শ্বতীর চরণদ্বয় লাক্ষারসে রঞ্জিত করিয়া, পরিহাস-পূর্বক আশীর্বাদ করিলেন—‘এই চরণ দিয়া পতির শিরশ্চন্দ্রকলা স্পর্শ করিও।’—তখন পার্শ্বতী মুখে কথাটা না কহিয়া, কেবল মাল্যের দ্বারা সেই সখীকে তাড়না করিলেন মাত্র।

এইরূপ ‘তাড়না’ কৃত্রিমরাগ-বাজক; রতিভাবাত্মক পরিহাসে মনের যে আনন্দ হয়; তাহা গোপন করিবার জগৎ কৃত্রিমরাগ প্রদর্শন করা নবযৌবনার পক্ষে স্বাভাবিক।

২০। প্রসাধিকা নারীগণ, পার্শ্বতীর সমাগুৎপন্ন উৎপল-পত্রের স্থায় রম্য নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়াও, তবু-যে কালাজন গ্রহণ করিলেন, সে কেবল মঙ্গলার্থ;—নতুবা তদ্বারা পার্শ্বতীর চক্ষু-কান্তি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে নহে।

পার্শ্বতীর চক্ষু সহজেই উৎপলপত্র-কান্তি বিশিষ্ট; অজ্ঞানে তাহার আর কি শোভা বাড়িবে? তবে, মঙ্গলার্থ আজ চক্ষে অজ্ঞান দিতে হয় বলিয়াই, প্রসাধিকারা পার্শ্বতীর চক্ষুদ্বয়ে অজ্ঞান-রাগ করিতে উদ্যত হইল।

২১। কুশুমোদগম হইতে থাকিলে লতার, নক্ষত্রোদয় হইতে থাকিলে রাত্রির, এবং ( চন্দ্রবাকাদি ) বিহঙ্গগণ আশ্রয় লইতে থাকিলে নদীর,—যেমন শোভা হয়, আভরণ-সমৃদ্ধ-কালে পার্শ্বতীর তেমনই শোভা ফুটিয়া উঠিল।

নানাবর্ণবহু-হেতু, কুহুমের উপমায় পদ্মরাগ-ইন্দ্রনীলাম্বি আভরণ, নক্ষত্রের উপমায় মৌক্তিকাদি এবং চক্রবাকাদি বিহঙ্গের উপমায় সুবর্ণাভরণাদি সৃষ্টিত।

এখানে আরও একটু সূক্ষ্ম সৌন্দর্য লক্ষ্য ; - তিনটি উপমানই স্বাভাবিক-  
• সৌন্দর্য-বাক্যক ;—কুহুম, লতার ; নক্ষত্র, রাশির ; এবং বিহঙ্গ, নদীর।  
আভরণগুলিও তেমনই যেন পার্শ্বতীর স্বাভাবিক-সৌন্দর্য-সাধক হইল ;—  
অর্থাৎ যদিও কৃত্রিম আভরণাদির সহিত দেহের সহজ সঙ্গ নাহি, তবু পার্শ্বতীর অঙ্গে ঐ আভরণগুলি এমনই সুন্দর অঙ্গাঙ্গিভাবে মানাইল, যেন উহারা পার্শ্বতীর-অঙ্গেই স্বাভাবিক অলঙ্কারিত !

২২। গৌরী, নিশ্চল ও বিক্ষারিত নেত্রে দর্পণমণ্ডলে  
নিজের সেই সুশোভন রূপ অবলোকন করিয়া, মহাদেবকে  
পাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন ;—কারণ, প্রিয় কর্তৃক দর্শনই ত  
ত্রীলোকদিগের বেশ-ভূষার ফল।

পতি-মিলনোন্মুখী পার্শ্বতীর আজ যেমন নিজের স্বরূপই উপলব্ধি করিলেন  
এমন আর পূর্বে কখনও করেন নাই ; তাই 'নিশ্চল ও বিক্ষারিত' নেত্র।

পতি কর্তৃক দর্শনেই ত্রীলোকের বেশ-ভূষা সার্থক ; নতুবা অরণ্য-চন্দ্রিকার  
স্বায়, বেশ ভূষা নিষ্ফল মাত্র।

২৩, ২৪। প্রসাধন-কার্য শেষ হইলে পরে, জননী মেনকা,  
মাজলিক কৌটা দিবার জন্ত, দুই অঙ্গুলি দিয়া জব হস্তিতাল  
ও মনঃশিলা লইয়া পার্শ্বতীর সেই অমল-দন্তপত্র-শোভিত মুখ  
উল্লেখন করিয়া কোন প্রকারে ললাটে বিবাহ-দীক্ষা-ভিলক  
রচনা করিয়া দিলেন। উমার স্তনোদ্ভেদের পর হইতেই

মেনকার মনে যে প্রথমভিলাষ বর্দ্ধিত হইতেছিল, আজ যেন সেই প্রথমভিলাষ সফল হইয়া তিলক-রূপে প্রকাশিত হইল।

‘ঘমল’—অর্থাৎ কলঙ্ক-বর্দ্ধিত, শুভ্র। (‘দম্ভপত্ন’র বিশেষণ)।  
 ‘দম্ভপত্ন’—গজদণ্ড-নির্মিত একপ্রকার কর্ণভরণ বিশেষ।

জননীকে দেখিয়া কালোচিত স্বাভাবিক লজ্জায় পার্শ্বতীর মুখ বদন্ত ছিল; হস্তরাং তিলক দিবার সময়ে মুখ ‘উত্তোলন’ করিতে হইল। মেনকা ‘কোন প্রকারে’ তিলক-রচনা করিলেন;—কারণ, আনন্দ-বাশ্পাকুলোচনে তখন তিনি ভাল দেখিতে পাইতেছিলেন না, মনে করিতে হইবে।

এখানে কবি তাঁহার অল্পম তুলিকাপাতে ইঙ্গিতে মাতৃ-হৃদয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। কস্তার বিবাহ-কালে জননী-মাত্রেয়ই মনোভাব এইরূপ হইয়া থাকে। এখানে মেনকা-পক্ষে তাহা প্রবলতর হইবার বিশিষ্ট কারণ আছে। একমাত্র পুত্র মৈনাককে হারাইয়া মেনকার সমস্ত স্নেহ স্বভাবতঃ একমাত্র কন্যা পার্শ্বতীর উপরেই চ্যুত। আজ সেই কস্তার বিবাহ উপস্থিত। বিশেষতঃ, যৌবনারম্ভে পরম-রূপ-লাবণ্যবতী যে কস্তার মনোমত বরলাভের সুযোগ অপ্রত্যাশিত ভাবে বিস্কৃত হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহাতেও ভগ্নোদ্ধম না হইয়া যে কন্যা জননীর নিষেধ সত্বেও নিজেকে গভীর তপঃ-সাগরে নিমজ্জিত করিতে প্রাণাস্ত-পণ করিয়াছিল, (যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, কস্তার জঁ বিতাশা জননীর মন হইতে প্রায় বিদূরিতই হইয়াছিল); আজ সেই-পার্শ্বতীর বিবাহ সমুপস্থিত এবং বর সেই একান্ত-প্রার্থিত মহাদেব। এমন অবস্থায় কোন জননীর হৃদয় আনন্দে উষল না হইয়া পারে? তাই, আনন্দে আজ মেনকার চক্ষুর্দ্বয় জলজরাক্রান্ত ও হীনদৃষ্টি; তিনি কোন প্রকারে (কষ্টে) কস্তার কপালে তিলক-রচনা-কার্য সম্পন্ন করিলেন

এই শ্লোকে, বহু বিষয়ের পরে কস্তার বিবাহে জননী-কন্যার প্রথমোক্তাস কাব্যোচিত ইঙ্গিতে সূচিত।

কস্তার বিবাহ-ব্যাপারে জননী কর্তৃক কস্তার মাতুলিক-কার্যের মধ্যে এই ললাট-তিলক-রচনাই প্রথম। সেইজন্যই বলা হইয়াছে যে, কস্তার যৌবনারাশ্র দেখিয়া জননীর মনে কস্তার বিবাহ সঙ্কল্পে যে 'প্রথমাভিলাষ' হইয়াছিল, আজ তাহাই যেন পূর্ণ হইয়া তিলক আকারে প্রকাশিত হইল।

২৫। তারপরে, মেনকা বাস্পাকুল-লোচনে এমনই দৃষ্টিহীনা হইলেন যে, কস্তার হস্তে মঙ্গল-সূত্র কোথায় বাঁধিতে কোথায় বাঁধিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, ধাত্রী তাত্তা যথাস্থানে সরাইয়া দিলে, রাণী সে কার্য সম্পন্ন করিলেন।

পূর্ব-শ্লোকে কবি অশ্রুর উল্লেখ না করিয়া কার্যতঃ মেনকার দীনদৃষ্টির ইঙ্গিত করিয়াছেন যাত্র; কিন্তু এখানে স্পষ্টই অশ্রুর উল্লেখ করিয়া কবি দেখাইয়াছেন যে, রাণী একেবারেই দৃষ্টিহীনা। অশ্রুর এই বেগাধিকা এবং তরলবহন মেনকার সম্পূর্ণ দৃষ্টি-হীনতা দেখাইতে কবিকে ভিন্ন-একটি শ্লোকও লিখিতে হইয়াছে; ইহাতেই মনে হয়, তিলক-রচনা-কালের মনোভাব অপেক্ষা এখানে তদপেক্ষা গুরুতর মনোভাব মেনকাকে একেবারে অন্ধা করিয়া কেলিয়াছে! যেন, এত অশ্রু-প্রাবন শুধু 'আনন্দাশ্রু'র কৰ্ম নয়; উহার সহিত প্রবল বিবাদাশ্রুর যোগ ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ কস্তার বিবাহে জননী-মাত্রেই মনোভাব বিধা-বিভক্ত—প্রথমে আনন্দ এবং তৎপরেই আসন্ন বিরহ ভাবিয়া বিবাহ।—

“অদন্তেভ্যাগতা লজ্জা দন্তেতি ব্যথিতং মনঃ।

ধ্বংসহস্তরে নাস্তা দুঃখিতাঃ খলু মাতরঃ।”

—অর্থাৎ কস্তার বিবাহ না দিলে ধ্বংসহানি-জনিত লজ্জা, এবং দিলেও



বিরহ-জনিত মনঃ-কষ্ট ; এই উভয়-সঙ্কটে জননীদিগের মন দুঃখিত । মেনকা,—  
পক্ষেও কবি ঐ ক্রম রক্ষা করিয়া প্রথমে আনন্দাশ্রয় এবং তৎপরেই  
বিষাদাশ্রয় ইঙ্গিত করিয়া কল্যার বিবাহ-কালে জননীর দ্বিধা-বিভক্ত চিত্তের  
নিপুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ! আনন্দাশ্রয় ও বিষাদাশ্রয় ক্রম ও প্রভেদ  
দেখাইবার নিমিত্ত ভিন্ন শ্লোকের ব্যবস্থা বিবাহ-সম্বন্ধ দ্বির হওয়ার  
সময়েই যে-মেনকা “দুহিত-স্নেহ-বিক্রবা” ও “অশ্রুমুখী” হইয়াছিলেন, (৩ষ্ঠ  
সর্গে ২২ শ্লোক) আজ এই আসন্ন দুহিত বিরহ ভাবিয়া তিনি সমাধিক  
বাঙ্গা কুল লোচনা হইয়া অন্ধ প্রায় হইবেন, ইহাই ত স্বাভাবিক সেই জন্ত  
কবি পূর্ব শ্লোকে আনন্দাশ্রয় ক্রিয়া দেখাইয়া, এ শ্লোকে প্রবলতর  
বিষাদাশ্রয় ক্রিয়া দেখাইয়াছেন । সুতরাং একই আনন্দাশ্রয় দিয়া দুইটি শ্লোকে  
ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিলে কবিকে ক্ষম্য করা হয় ।

২৬। নূতন পটুবস্ত্র পরিধান করিয়া, এবং নূতন দর্পণ  
ধারণ করিয়া গৌরী, ক্ষীর-সমুদ্রের ফেনপুঞ্জাচ্ছাদিত বেলার  
নায়, শোভা পাইতে লাগিলেন ।

পার্বতী শুভ্রবে যেন ক্ষীর-সমুদ্রের ‘বেলা,’ পটুবস্ত্র তাহাতে ‘ফেনপুঞ্জ’ ;  
এবা নিখলবে যেন ‘শরতের রাত্রি,’ নূতন দর্পণ তাহাতে ‘পূর্ণচন্দ্র’ !

২৭। বিবাহ-ব্যাপারে যে-যে মঙ্গল-অমুষ্ঠান কন্যাকে  
দিয়া করাওয়া লইতে হয়, মাতা মেনকা তাহাতে সবিশেষ দক্ষা ;  
কুল-দেবতাদিগের পূজা সমাপ্ত হইলে, তিনি কুলের প্রতিষ্ঠা-  
রূপিনী সেই গৌরীকে ঐ সকল কুলদেবতাদিগের কাছে প্রণাম  
করাইয়া, পরে ক্রমানুসারে পতিব্রতা রমণীদিগের পাদ গ্রহণ  
করাইলেন ।

‘ক্রমানুসারে’—অর্থাৎ বয়ঃক্রম-অনুসারে। বয়ঃক্রম-অনুসারেই সন্তান-প্রদর্শনের অগ্র-পশ্চাৎ-রীতি।

২৮। উমা প্রণাম করিতে থাকিলে, তাঁহারা,—“পতির অথও প্রেমলাভ কর”—বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ; উমাও (পরে) হরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া, বন্ধুজনের এই-সকল আশীর্ব্বচনকে পঙ্কচাতে ফেলিয়া, তদপেক্ষা অধিক ফল-লাভই করিয়াছিলেন।

২৯। কৃত্তী ও সামাজিক তিমাঙ্গি, ইচ্ছা ও ঐশ্বর্য্য, এই উভয়ের অনুরূপে পার্শ্বতীর কর্তব্য-সকল নিঃশেষে সমাপন করিয়া, সুহৃদবর্গের সহিত সভায় বৃষাক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পার্কী-সম্বন্ধে যাহা-কিছু কর্তব্য, তাহা হিমবান্ যথেষ্ট ও যথা সামর্থ্য্য-নিষ্পাদন করিতে স্বাকী রাখেন নাই। ইহাতে রুত কণ্ঠের অসাধারণত্ব সূচিত হইয়াছে ;—যেহেতু, কুল-প্রদীপ পার্কীতীর সম্বন্ধে কর্তব্য-পালনে ‘ইচ্ছা’ এবং তৎসম্পাদনোপযোগী ‘ঐশ্বর্য্য’, উভয়ই হিমবানের অসীম।

৩০। যে সময়ে গৌরীর প্রসাধন-কর্ম্ম হইতেছিল, সেই সময়ে কুবের-শৈলে মাতৃকাগণ প্রথম-পাণিগ্রহণানুরূপ প্রসাধন-সামগ্রী পূর-শাসন হরেরও সমক্ষে সাদরে রক্ষা করিলেন।

‘মাতৃকাগণ’—সপ্তমাতৃকা। ব্রাহ্মী, বৈকুণ্ঠী, চৈতন্যী, বোজী, বারাহিকী, কোবেরী, ও কোমারী।—এই সাত জন ‘সপ্তমাতৃকা’ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহা মহাদেবের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ হইলেও, মাতৃকাগণ ‘প্রথম’

পাণি-গ্রহণোপযোগী প্রসাধনেরই উদ্যোগ করিলেন। ইহা মহাদেবের প্রতি মাতৃকাগণের সমধিক আদর-বাস্তবক।

‘হরেরও’—মহাদেব স্বয়ং ঈশ্বর ও পরমযোগী হইলেও, অর্থাৎ প্রসাদনে তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, কেবল বিবাহ-কৃত্য-সাধন কর্তব্য বলিয়া, মাতৃকাগণ তাঁহাকে সাজাইতে আসিয়াছেন।

৩১। মাতৃকাদিগের গৌরব রক্ষার জন্ত, ঈশ্বর সেই প্রসাধন-সম্পৎ কেবল স্পর্শ করিলেন মাত্র; বিভূর ভাস্ক-কপালাদি সেই স্বাভাবিক বেশট (আজ) বিবাহ-যোগ্য ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল!

সেই অলঙ্কার-সম্ভার মহাদেব কেবল ‘স্পর্শ’ করিলেন মাত্র, কিন্তু অঙ্গ ধারণ করিলেন না।

৩২। ভাস্কট তাঁহার শুভ্র-অঙ্গরাগ হইল, কপালই তাঁহার শিরোভূষণশ্রী, এবং গজাজিনেরই গ্রাহুভাগ হংসাদিচিহ্নিত পট্টবস্ত্র-ভাব, ধারণ করিল!

৩৩। অস্ত্রনিবিষ্ট-পীতভার্য-বিশিষ্ট যে চক্ষু মহাদেবের ললাটান্ধি-মধ্যে দীপ্তি পাইতেছিল, সেই ললাট-নেত্রই এখন তাঁহার হরিতালিক-তিলক-ত্রিয়ার স্থান প্রাপ্ত হইল।

পীত-ভার্য ললাট-লোচনই হরিতাল-তিলক হইল।

৩৪। ভুজগেশ্বরেরা যে যে-অঙ্গে ছিল, সে সেই অঙ্গে থাকিয়াই, তদঙ্গোচিত আভরণ প্রাপ্ত হইল; ইহাতে কেবল-মাত্র তাহাদের শরীরই বিকৃতি পাইয়াছিল; ফণরত্নশোভা

পূর্বেও ( ভুজগাবস্থায়ও ) যেমন ছিল, এখনও ( অলঙ্কার-বস্থাতেও ) সেইরূপই রহিল ।

যে ভুজগ হাতে ছিল, সে হাতে থাকিয়াই কঙ্কণাকার পাইল ; যে গলায় ছিল, সে গলায় থাকিয়াই হারের আকার ধারণ করিল ; ইহাতে কেবল • তাহাদের শরীরই পরিবর্তিত হইয়াছিল, কণ-রত্নের পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় নাই ;—যে অঙ্গের যে কণ-রত্ন, সে সেই অঙ্গের অলঙ্কারেরই রূপে শোভা সংবর্দ্ধন করিতে লাগিল ।

৩৫। দিনমানেও কিরণ-কান্তি উদগীরণ করিতেছে এবং অন্নতমু-হেতু যাহার কলঙ্ক দেখা যাইতেছে না, এমন সদা-জ্যোতি ও নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র-কলা যাহার মুকুটের সহিত নিত্য মিলিত, সেই মহাদেবের আর অশ্রু চূড়া-মণি ওহণে প্রয়োজন কি ?

আকাশের চন্দ্র দিবাভাগে মলিন ; হরশিরের চন্দ্রকলা দিবারাত্রি সমুজ্জ্বল ! আকাশের চন্দ্র বর্ধনশীল, হুতরাং বৃদ্ধির সঙ্গে উহার কলঙ্ক ক্রমেই স্পষ্টীকৃত হয় ; হর-লগাটের চন্দ্রকলা কলামাত্র, হুতরাং উহা কলঙ্ক-হীন ! ইহা দ্বারা আকাশের পূর্ণ-চন্দ্রাপেক্ষাও হরশিরচন্দ্রকলার উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে ।

৩৬। যিনি নিজ-প্রভাবে বেশ-বিধানের কর্তা ; অতএব যিনি সর্ববিশিষ্ট আশ্চর্য্যের একমাত্র নিধি,—সেই মহাদেব এই রূপে স্বীয় বেশ-ভূষা সম্পাদন করিয়া পার্শ্বস্থ প্রমথগণ কর্তৃক

অনীত খঞ্জে নিজের প্রতিবিম্বিত রূপ দর্শন করিলেন ।

খঞ্জে নিজরূপ-দর্শন বিবপুরুষদিগের বৈবাহিক আচার ।

৩৭। তখন মহাদেব, কৈলাসারোহণের জায়, নন্দীর বাহু অবলম্বন করিয়া ব্যাঘ্রচৰ্ম্মাচ্ছাদিত বিশাল বৃষভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিলেন ; মহাদেবের বৃষভ বৃহৎ-কায় হইলেও, এখন প্রভুভক্তিবশে সঙ্কুচিত-কায় ।

মহাদেবের বৃষ আকারে, বর্ণে ও বিশালত্বে তুমারাজ্জ্বর কৈলাস-গিরিরই মত ।

৩৮। মাতৃকাগণও মহাদেবের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন ; নিজ-নিজ বাহনের প্রকম্পে তাঁহাদের কর্ণ-কুণ্ডলগুলি দোহুলামান হইয়া, এবং প্রভামণ্ডল-রূপ রেণু মণ্ডলে তাঁহাদের মুখগুলি রক্তবর্ণ হইয়া, তখন অস্তরীক্ষকে যেন পদ্মাকর সরোবর-স্বরূপ করিয়া তুলিল !

মাতৃকাদিগের রক্তিম মুখগুলি যেন পদ্ম ; চক্ল ফুণ্ডল তাহাতে পবন-তাড়িত পর্ণ-স্বরূপ ; এবং মুখের প্রভা-মণ্ডল যেন সেই পদ্মের পরাগ-মণ্ডল ! এইরূপ মুখপদ্মগুলিতে তপন সেই নীলাকাশ, পদ্মাকর সরোবরের জায় শোভা পাইতে লাগিল ।

নীল-বর্ণস্থ-হেতু অস্তরীক্ষ ‘সরোবর-স্বরূপ’ ।

৩৯। সেই কনকপ্রভাময়ী মাতৃকাগণের পশ্চাতে কপালাভরণা কালী শোভা পাইতে লাগিলেন ; যেন বলাকা-শোভিত

নীল পয়োধররাজী সন্মুখে দূরপর্যায় তড়িৎ প্রক্ষেপ করিয়াছে !

কালী যেন 'কালমেঘ-রাশি' ; তাঁহার কপাল-মালা যেন সেই কালমেঘ 'হংস-শ্রেণী' ; এবং অগ্রগামিনী মাহুকাগণের কনক-প্রভা যেন সেই মেঘ হইতে বিকিষ্ট 'বিহ্বাকুটা' !

৪০। মহাদেবের পুরোগামী প্রনথগণ কৃত মঙ্গল-বাত্মধ্বনি দেবগণের বিমান-চূড়ায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রভুর সেবাবসর জ্ঞাপন করিল।

মঙ্গল-বাত্মধ্বনি মহাদেবের বিবাহ-যাত্রা ঘোষণা করিতেছে ; অতএব তৎকালোচিত 'সেবা' করিবার এই সময়। তাহা শুনিয়া দেবগণ বিবাহযাত্রায় যোগ দিয়া দেবাদিদেবের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

৪১। সূর্য্যদেব, বিশ্বকর্মা কর্তৃক নব-নির্মিত ছত্র শিবের নস্ত্রকোপরে ধারণ করিলেন ; মুকুটের অনতিদূরে সেই ছত্রের প্রাপ্তলম্বী শুভ্র, পটুবস্ত্র দোহুলামান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন হর-শিরে গঙ্গা পতিত হইতেছেন !

৪২। সেই সময়ে গঙ্গা ও যমুনা, উভয়েই মূর্ত্তিমতী হইয়া চামর-ব্যঞ্জন মহাদেবের সেবা করিতে থাকিলে, বোধ হইতে লাগিল, যেন এখন ইঁহাদের নদী-রূপ বর্ত্তমান না থাকিলেও ইঁহারা হংসসঞ্চার-বর্জিত হয়েন নাই।

নদী-রূপা গঙ্গা-যমুনা স্বাভাবিক হংস-সঞ্চারে সুশোভিতা। এখন ইঁহাদের সে নদী-রূপ না থাকিলেও হংস-সঞ্চারের সেই স্বাভাবিক শোভাটী

ধেন রহিয়াছে ; হস্তান্দোলিত শুভ্র 'চানর'ই সেই হংস-সংস্কারের শোভা সম্পাদন করিতেছে !

৪৩। আজ বিধাতা ( ব্রহ্মা ) ও শ্রীবৎসাদ্ব ( বিষ্ণু ) উভয়েই, যুগের দ্বারা অগ্নি-সম্বর্দ্ধনের জ্বায়ে, জয়োচ্চারণে মহাদেবের, নহিমা সম্বর্দ্ধন করিতে-করিতে, সাক্ষাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

‘সাক্ষাৎ’—নৈকটা-বাগ্গক। মহাদেবের সহিত ঈশ্বরের একাঘাতা নিবন্ধন ‘সাক্ষাৎ’ সমুপস্থিতিতে কোন বাধা নাই।

৪৪। একই মূর্তি, ( কার্যভেদে ) ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-রূপে ত্রিধা-বিভিন্ন হইয়াছে ; অতএব ঈশ্বরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ভাব সাধারণ ;—কখনও হর বিষ্ণুর আজ, কখনও বা হরি হরের আজ ; কখনও ব্রহ্মা, হরি ও হর উভয়েরই আজ ; আবার কখনও-বা হরি ও হর, ইঁহারা ব্রহ্মার আজ।

ঈশ্বরের তিনের মধ্যে বাস্তবিক ছোট-বড় কেহই নহেন ; হুতরাং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যে মহেশ্বরের মহিমা বাড়াইলেন, ইঁহা অসঙ্গত নয়।

৪৫। ইন্দ্র-প্রমুখ লোকপালগণ ছত্র-চানর-বাহনাদি ঐশ্বর্য্য-চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া, বিনীত বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রভু-দর্শনার্থ নন্দীকে সংস্কৃত করিলেন ; এবং নন্দী মহাদেবের কাছে নিবেদন করিয়া, ( ইনি ইন্দ্র প্রণাম করিতেছেন, ইনি কুবের প্রণাম করিতেছেন, ইত্যাদি রূপ কহিয়া-কহিয়া ) দর্শন

দেওয়াইলে, তাঁহারা কৃতাজ্জলি হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলেন।

এখানে মহাদেবের সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের প্রভু-দাস-সম্বন্ধ অতি হৃন্দরূপে ব্যক্ত; সকলেই নিজ-নিজ 'ঐশ্বৰ্য্য-চিহ্ন ত্যাগ করিয়া', 'বিনাত বেষে', 'পদব্রজে', মহাদেব-সমীপে আসিলেন; আসিয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণুর হৃদয় 'সাক্ষাৎ' মহাদেবের সম্মুখীন হইবার ত কথা নহে; সুতরাং 'নন্দী'র কাছে দর্শন যাচঞা করিতে হইল; 'তাহাও মুখ ফুটিয়া না কহিয়া, 'সঙ্কেতে' নন্দীকে জানাইতে হইল; নন্দী তখন একে-একে 'পরিণয় জ্ঞাপন' করিতে থাকিলে, তখন তাঁহারা মহাদেবকে প্রণাম করিতে পাইলেন।

৪৩। তখন মহাদেব, কমল-যোনিকে শিরঃকম্পনে, বিষ্ণুকে বাক্যে, ইন্দ্রকে ঈষৎ হাস্তে, এবং অগ্ন্যাশ্র দেবগণকে দৃষ্টিদান মাত্রে,—এইরূপে যাহার যেমন প্রাধান্য, তাঁহাকে তদ্ব্যচিৎ সমাদর করিলেন।

৪৭। পরে, সপ্তর্ষিগণ মহাদেবকে “জয়” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, তিনি ঈষৎ-হাস্তপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন—  
“অনুষ্ঠিত এই বিবাহ-রূপ যজ্ঞে আমি ত আপনাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই হোতা-রূপে বরণ করিয়াছি।”

যজ্ঞে যেমন হোতা, এই বিবাহে তেমনই সপ্তর্ষিগণ ঘটক ও কৰ্ম্মকর্ত্তা-স্বরূপে মহাদেব কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই নিয়োজিত হইয়াছেন।

৪৮। বিশ্বাবশু-নামক-গন্ধর্ব্ব-প্রমুখ নিপুণ দেব-গায়কগণ ত্রিপুর-বিজয়ায়ক স্তুতি-গান করিতে লাগিল;—এইরূপে



তমোবিকারাভীত চন্দ্রশেখর বিবাহ-যাত্রা-পথে গমন করিতে লাগিলেন।

এখানে 'তমোবিকারাভীত' বলিবার তাৎপৰ্য্য এই যে, কি এই স্বতিগানে, আর-কি এই বিবাহ-ব্যাপার-সংক্রান্ত সমারোহে. ইহার কিছুতেই তিনি • অভিভূত নহেন ; এ সকলই কেবল কার্ঘ্যোপলক্ষে তাহার লীলা-স্বীকার মাত্র।

৪৯। তাহার বাহন বৃষভ, গল-লগ্ন ক্ষুদ্র-বর্টিকা-গুলিকে শঙ্কায়মান করিতে-করিতে, অতি-সুন্দর-গতিতে আকাশ-মার্গে চলিতে লাগিল ; ( মেঘ-ভেদ করিয়া যাইবার কালে ) যখন মেঘ তাহার শৃঙ্গদ্বয়ে সংলগ্ন হইতেছিল, তখন যেন তটাবিঘাতে কর্দম লাগিতেছিল ভাবিয়া, সে মুহুমুহু শৃঙ্গ-সঞ্চালন করিতে-করিতে যাইতে লাগিল ;—এইরূপে বৃষরাজ মহাদেবকে বহন করিয়া চলিল।

নদী-তটে বপ্ৰ-ক্ৰীড়া-কালে বৃষের শৃঙ্গে কর্দম লাগে, এবং সেই সংলগ্ন কর্দম ফেলিয়া দিবার জন্ত তাহাকে মুহুমুহু শৃঙ্গ-সঞ্চালন করিতে হয় ; এখন মেঘ-ভেদ-কালে মেঘরাশি যেন কর্দমবৎ বৃষভের শৃঙ্গে সংলগ্ন হইতেছিল, এবং যেন উহা ছাড়াইবার জন্তই বৃষভ বারংবার শৃঙ্গ-সঞ্চালন করিতে লাগিল। বাশ্চময় মেঘকে ঘন 'কর্দম'-বোধ বৃষের ক্ষতি-গতি-ব্যাঞ্জক।

৫০। বাহন যেন হর-দৃষ্টিপাত-রূপ সম্মুখ-বিলগ্ন স্বর্ণমুত্র কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই, মুহূর্ত্ত-মধ্যে, নগেন্দ্র-রক্ষিত এবং শত্রু কর্তৃক অদলিত সেই ওষধিপ্রসূ-পুর প্রাপ্ত হইল।

‘হরদৃষ্টিপাত’ পিঙ্গলবর্ণ হেতু স্ববর্ণ-স্বত্র-নামের সঙ্গিত উপমেয় হইয়াছে।  
বাহনের অগ্রে প্রস্তুত এই দৃষ্টিপাতই যেন বাহনকে শীঘ্র টানিয়া লইয়াছে।  
ইহাতে মহাদেবের বাগ্র-ভাবও স্বস্বরূপে স্থচিত।

৫১। ঘননীলকণ্ঠ মহাদেব (ত্রিপুর-বিজয়কালীন) স্ববাণ-  
চিহ্নিত কোন আকাশ-পথ হইতে অবতরণ করিয়া, যখন  
ওষধিপ্রস্তু-পুরের উপকণ্ঠ-প্রদেশে ভূপৃষ্ঠের সমীপবর্তী হইলেন,  
তখন পৌরজন কুতূহল-বশে উর্দ্ধমুখে দেখিতে লাগিল।

৫২। শিবাগমনে ছুটি গিরি-চক্রবর্তী গজবৃন্দাকূট সমৃদ্ধি-  
শালী বন্ধুজনের সহিত তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিলেন ; তখন  
বোধ হইতে লাগিল, যেন গিরিরাজ তাঁহার প্রফুল্ল-কুসুমিত  
বৃক্ষরাজ্য-শোভিত স্বীয় শৃঙ্গগণের দ্বারাই মহাদেবকে প্রত্যাগমন  
করিতেছেন !

‘বদ্রালঙ্কার’-সমৃদ্ধ বন্ধুজন যেন প্রফুল্ল কুসুমিত বৃক্ষ-রাজ্য,—গিরিশৃঙ্গ-রূপ  
গজগণের পৃষ্ঠদেশে বিরাজমান।

এখানে আরও-একটু সৌন্দর্য্য এই যে, গিরিরাজ, তাঁহার (জন্ম ও  
স্বাবর) দুই মূর্তিতেই যেন শিবের আগমন-সন্মাননা করিলেন।

৫৩। পুরদ্বার উদঘাটিত হইলে, দেবদল ও মহীধর  
একত্র হইলেন ; তাঁহাদের পরস্পর সম্ভাষণ-ধ্বনি দূর-পর্য্যন্ত  
বিসর্পিত হইতে লাগিল ;—যেন দুইটা জল-প্রবাহ, তদ্ব্যবস্থ  
একমাত্র সেতু ভগ্ন হওয়ায়, দিগন্তব্যাপী শব্দে পরস্পরের সহিত  
মিলিত হইল !

৫৪। ত্রৈলোক্যের যিনি বন্দনীয়, সেই মহাদেব যখন ভূধরকে প্রণাম করিলেন, তখন ভূধর লক্ষিত হইলেন ; কারণ, তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পূর্ব হইতেই ত দেবাদি-দেবের মহিমায় তাঁহার নিজের মস্তক সুদূর-অবনমিত হইয়াই আছে ।

৫৫। শ্রীতি-বিকশিত-মুখশ্রী হিমবান্, জামাতার অগ্রগামী হইয়া, আগুল্ফ-কুসুমাস্তৃত পণাবীথিকা দিয়া, সমৃদ্ধ নগরে তাঁহাকে প্রবেশ করাইলেন ।

৫৬। মহাদেবের এই পুর-প্রবেশকালে পুর-সুন্দরীরা অগ্ন্যাগ্ন্য কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশান-সন্দর্শন-লোলূপ হইলে, প্রাসাদ-মালায় নিম্নলিখিত ব্যাপার সকল ঘটয়াছিল :—

৫৭। সহসা দ্রুতপদে গবাক্ষ-স্থানে যাইতে কোন রমণীর কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া গেল, এবং গ্রথিত মাল্যও স্থলিত হইয়া পড়িয়া গেল ; তিনি সেই উন্মুক্ত-বন্ধন ও মাল্যহীন কেশপাশ হস্তে ধারণ করিয়াই গবাক্ষ-মুখে চলিলেন ;—যে-পর্যন্ত-না গবাক্ষে উপস্থিত হইলেন, সে পর্যন্ত তাঁহা বাঁধিতে তাঁহার মনেই পড়িল না !—

৫৮। কোন রমণীর চরণে অলক্তক-রাগ হইতেছিল ; প্রসাধিকা তাঁহার দক্ষিণপদ করে ধরিয়া সেই পদের অলক্তক-

রাগ করিয়াছে মাত্র, এমন সময়ে তিনি সেই অলঙ্কৃত পদ আকর্ষণ করিয়া অমন্তর-গতিতে গবাক্ষমুখে যাইতে, গবাক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তপথ সালঙ্কক পদচিহ্নে চিহ্নিত হইল !—

এখানে ‘আকর্ষণ’ অতিশয়-বাগ্যতা-বাগ্যক।

৫৯। অপর কোন রমণী, দক্ষিণ চক্ষু অঞ্জন অলঙ্কৃত করিয়া, বামনেত্রে অঞ্জন-রাগ করিতে আর সময় পাইলেন না ; অঞ্জন-শলাকা হাতে করিয়াই তিনি বাতায়ন-সমীপে গমন করিলেন !—

৬০। দ্রুত গমনে আর-এক রমণীর বসন-গ্রন্থি পুলিয়া গিয়াছিল ; তবু তিনি গবাক্ষে গিয়া গবাক্ষমধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেই থাকিলেন,—নৌবি-বন্ধন করিবার অবসরই যেন না পাইয়া, হস্তের দ্বারাই সেই শিথিল বাস ধরিয়া রহিলেন ;—তাহাতে তাঁহার হস্তের অলঙ্কারপ্রভা নাভি-রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে থাকিল !—

৬১। কোন রমণী অঙ্গুষ্ঠে নৃত্য বাঁধিয়া, তাহাতে মণি পরাইয়া মেখলা গাঁথিতেছিলেন ; অর্দ্ধমাত্র গাঁথা হইয়াছে, এমন সময়ে সত্তর উত্থান করায়, সেই অর্দ্ধ-রচিত মালা হৃৎখের সহিত উৎক্ষিপ্ত হইলে, প্রতি পাদক্ষেপে তাহা হইতে মণিরঙ্গ-সকল স্থলিত হইতে লাগিল ;—এইরূপে রমণী যখন গবাক্ষ-

সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই মেখলার অঙ্গুষ্ঠবন্ধ সূত্রটা কেবল অবশিষ্ট রহিল মাত্র !—

৬২। প্রাসাদ-গবাক্ষ-সকল গাঢ়-কুতূহলাক্রান্ত রমণিদিগের আসবগন্ধী ও চঞ্চলনেত্র-শোভিত মুখমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে, যেন সুগন্ধী ও ভ্রমর-শোভিত পদ্মালঙ্কারেই ভূষিত হইয়াছে, এইরূপ শোভা পাইতে লাগিল !

৬৩। এই অবসরে চন্দ্রশেখর, উন্নত-তারণ-শোভিত ও পতাকাকৌর্ণ রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন ; তখন দিবাকাল হইলেও, তাঁহার শিরশ্চন্দ্রের জ্যোৎস্নাভিষেক প্রাসাদশৃঙ্গ-সকল দ্বিগুণিত-কাস্তি ধারণ করিল।

হরশিরের চন্দ্রকলা দিবাভাগেও ভাস্বর। ( ৩৫ শ্লোক দেখ )

৬৪। তখন, প্রাসাদ-গবাক্ষস্থ নারীগণ, তাঁহাদের একমাত্র দৃশ্য সেই মহাদেবকে নয়নদ্বারা যেন পানই করিতে লাগিলেন ; যেন, সে সময়ে তাঁহারা অজ্ঞান-ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না ;—যেন সেই সময়ে তাঁহাদের অজ্ঞান ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সর্বদ্বন্দ্ব-রূপে তাঁহাদের চক্ষুর মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

সর্বোদ্রিয়-শক্তি যেন সেই সময়ে রমণীদের চক্ষুগত হইয়াছিল ; তাঁহার সেই চক্ষু মহাদেবের রূপ ‘পান’ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ মহাদেব-বর্ণন-ত্ব বা ‘প্রাণ ভরিয়া’ মিটাইতে লাগিলেন।

৬৫। (মহাদেবকে দেখিয়া পুরাঙ্গনারা কহিতে লাগিলেন) — “সুকোমলা হইয়াও এমন বরের জন্ত অপর্ণা পার্বতী যে ছশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্তই হইয়াছিল ; কারণ, যে নারী এমন সুপুরুষের দাসিহ্য লাভ করিতে পায়, সেও যখন নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, তখন যে নারী ইঁহার ক্রোড়রূপ শয্যা লাভ করিবে, তাহার সৌভাগ্যের কথা কি আর বলিতে হয় ?—

তপস্কাকালে পার্বতী গলিতপদ্মাহার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি ‘অপর্ণা’ নামে খ্যাত ।—( ৫ম সর্গে ২৮শ শ্লোক দেখ ) ।

৬৬। “(যেমন পার্বতী বধু, তত্পর্যুক্তই এই মহাদেব বর ; ) এমন স্পৃহণীয় রূপ-যুগল যদি পরস্পরের সহিত মিলিত না হইত, তাহা হইলে এই উভয়ের প্রতি প্রজাপতির রূপসৃষ্টি-যত্নই বিফল হইয়া যাইত !—

৬৭। “এই মহাদেব কোপাক্রান্ত হইয়া মদনের দেহ দক্ষ করিয়াছিলেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে ; বরং মদনই এই সৌম্য-মুষ্টি মহাদেবকে দেখিয়া, লজ্জায় নিজেই দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাই মনে হয় ।—

মহাদেবের রূপের কাছে মদনের প্রসিদ্ধ রূপও নগণ্য, ইহাতেই মদনের

৬৮। “হে সখি! শৈলরাজ পরমাঙ্কুরে এই ঈশ্বরের সহিত তাঁহার অভীষিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, ক্ষিতি-ধারণ-হেতু তাঁহার উচ্চশির আরও উচ্চতর করিয়া ধারণ করিবেন।”

‘উচ্চশির’—( স্বাবর ও জঙ্গম—উভয় পক্ষেই প্রযুক্ত )।

ফলিতার্থ :—মহাদেবকে জামাতা করিয়া, মহামহিম শৈলরাজের মাহমা আরও বর্ধিত হইবে।

৬৯। ওষধিপ্রস্তুত রমণিদের মুখে এইরূপ শ্রবণসুখকর প্রশংসাবাদ শুনিত-শুনিতে ত্রিনেত্র, হিমবানের ভবনে উপস্থিত হইলেন ;—যেখানে এত স্ত্রীলোকের সমাগম হইয়াছিল যে, মঙ্গলার্থ-নিষ্কপ্ত লাজমুষ্টিগুলি ঐ সকল রমণিদের পরস্পরের কেশুর-ঘর্ষণেই চূর্ণীকৃত হইতে লাগিল।

‘কেশুর’—বাহু-ভূষণ। পরস্পরের ‘কেশুর-ঘর্ষণ’ অত্যধিক জনতা-স্বাক্ষক।

৭০। তথায় উপস্থিত হইয়া, বিষ্ণুর হস্তধারণপূর্বক মহাদেব বৃষ হইতে অবতরণ করিলেন ;—যেন শরতের মেঘ হইতে সূর্য্য নামিলেন! পরে, হিমাদ্রির কঙ্কাস্তরে, যেখানে ব্রহ্মা ইতিপূর্বেই আসিয়াছেন,—তথায় মহাদেব প্রবেশ করিলেন।

মহাদেবের বৃষ শুভ্রতায় শরমেঘের সদৃশ, এবং মহাদেবও স্বয়ং সূর্য্য-সদৃশ দীপ্তিশালী।

৭১। যেমন মহৎ প্রয়োজন-সকল প্রকৃষ্ট উপায়ের অনুসরণ করে, সেইরূপ মহাদেবকে অনুসরণ করিয়া ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ, সপ্তর্ষি-প্রমুখ সনকাদি পরমষিগণ, এবং প্রমথগণ, গিরিরাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

দেবগণের প্রয়োজনেই মহাদেব এই বিবাহকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং দেবগণের 'মহৎ প্রয়োজন'ই যেন মহাদেবকে 'প্রকৃষ্ট উপায়' স্বরূপ করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতেছে।

এই অনুসরণ-ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া, এই ক্ষুদ্র উপমাটির দ্বারা, এই কাব্যের মুখ্য ব্যাপার অর্থাৎ 'মহৎ প্রয়োজন' ও 'তত্ত্বযোগী প্রকৃষ্ট উপায়'—এই দুইটিকে যেন মূর্তিমন্ত করিয়া দেখান হইয়াছে;—'প্রকৃষ্ট উপায়'-স্বরূপ মহাদেব আগে-আগে চলিয়াছেন, এবং 'মহৎ-প্রয়োজন'-রূপী দেবগণাদি তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন।

৭২। তথায়, মহাদেব আসনে উপবিষ্ট হইয়া, হিমবান্ কৰ্ত্তৃক আনীত যথাযোগ্য সরস্ব অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও নূতন পট্টবস্ত্র-জোড়,—সকলই মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে গ্রহণ করিলেন।

৭৩। নবোদিত-চন্দ্রকিরণসমূহ কৰ্ত্তৃক শুভ্র-কেনাময় সমুদ্র যেমন বেলা-সমীপে নীত হয়, শুভ্রপট্টবাসাচ্ছাদিত হইয়া মহাদেবও তেমনই অবরোধ-গমন-যোগ্য বিনীত লোকগণ কৰ্ত্তৃক বধু-সমীপে নীত হইলেন।

'শুভ্রপট্টবাসাচ্ছাদিত' মহাদেব যেন 'শুভ্র কেনাময় সমুদ্র'। সমুদ্রের সহিত উপমায় মহাদেবের বিশালত্ব সূচিত।



পার্কী এই সমুদ্রের 'বেলা'-স্বরূপ। বেলা যেমন সমুদ্রোচ্চাসের প্রতীক্ষা করে, পার্কীও তেমনই শিবাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

'বিনীত' অর্থাৎ অল্পদ্রুত লোকেই অবরোধ-মধ্যে যাইবার যোগ্য। এই নিম্ন-স্বভাব হেতু ইঁহারা 'নবোদিত চন্দ্রকিরণ-সমূহের' সহিত উপমেয় হইয়াছেন। সমুদ্র-পক্ষে, চন্দ্রের আকর্ষণেই সমুদ্র উচ্ছসিত হইয়া, বেলা-সমীপে নীত হয়।

ফলিতার্থ :—শাস্ত-স্বভাব লোকেই মহাদেবকে অন্তঃপুরমধ্যে বধুসমীপে লইয়া গেলেন।

৭৪। শরতের শ্রায়, পূর্ণচন্দ্রানন-কান্তি পার্কীতীর সহিত মিলিত হইয়া, শিবের চক্ষু-কুমুদ প্রফুল্ল এবং চিত্ত-সলিল প্রসন্ন হইল।

শরৎ-পক্ষে, পূর্ণচন্দ্রই যেন আনন-কান্তি।

পার্কী-পক্ষে, পূর্ণচন্দ্রের মতই যেন আনন-কান্তি। সেই শরচ্চন্দ্র-নিভাননা পার্কীতীর সহিত মহাদেব মিলিত হইলেন; যেন 'ভুলোক শরতের' সহিত মিলিত হইল। শরদাগমে, কুমুদ যেমন প্রফুল্ল এবং সলিল যেমন প্রসন্ন হয়, পার্কী-মিলনে মহাদেবের 'চক্ষু'ও তেমনই 'প্রফুল্ল' এবং 'চিত্ত'ও তেমনই 'প্রসন্ন' হইল।

৭৫। তখন উভয়ে, উভয়ের মিলনার্থ অধীর দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থির করিয়া, পরে নিবর্তিত করিলেন; ইহাতে উভয়েরই সতৃষ্ণ চক্ষুগুলি সে সময়ে লজ্জা-নিবন্ধন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল।

উভয়ে উভয়কে দেখিবার অল্প সতৃষ্ণ হইলেও লজ্জাবশতঃ দেখিতে পারিতেছেন না, এই 'যন্ত্রণা'।

৭৬। পরে, শৈল-পুরোহিত পার্বতীর রক্তাঙ্গুলি-শোভিত হস্ত শিব-সমক্ষে ধরিলে, শিব তাহা ধারণ করিলেন ; রক্তাঙ্গুলি-শোভিত এই হস্তখানি যেন শিব-ভয়ে পার্বতীতে গুপ্ত-দেহ • মদনের প্রথমাক্ষর ।

পার্বতীর হাতের 'রক্তবর্ণ' ও সুকোমল অঙ্গুলিগুলি যেন প্রথমাক্ষরের গ্রাহ্য । হর-ভয়ে কাম-দেব যেন পার্বতীর মধ্যে লুকায়িত ছিলেন ; এগন আবার পুনরঙ্কুরিত হইতেছেন । এখানে মদনের স্বস্বদেহই পার্বতী-মধ্যে প্রচ্ছন্ন বুকিতে হইবে । সেই স্বস্বদেহ যেন আবার পুনর্জীবিত হইতে চলিল ! পার্বতীর সেই হস্তখানিই যেন উহার 'প্রথমাক্ষর' ।

৭৭। এই হস্ত-সংস্পর্শে, মনোভব-বৃত্তি যেন উভয়ে সমান-রূপে বিভক্ত হইয়া গেল ;—উমার দেহে রোমাঞ্চ পাত্তভূত হইল ; মহাদেবেরও করচরণাঙ্গুলি অবশ হইয়া পড়িল ।

৭৮। যখন, লৌকিক বর-বধূর পাণিগ্রহণ-কালে তাঁহাদের মধ্যে হর-গৌরীর অধিষ্ঠান হয় বলিয়া, ঐকালে তাঁহারা সমধিক কান্তি পোষণ করিয়া থাকেন, তখন স্বয়ং হরগৌরীর এই বিবাহ-কালে তাঁহাদের যে কি ক্রী হইল, তাহা কি আর বলিতে হইবে ?

বিবাহ-কালে, মকল বর-বধূতেই হর-গৌরীর অর্থাৎ বরে হরের এবং বধূতে গৌরীর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহা আগম-বাক্য ।

৭৯। দিবা ও রাত্রি যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া মেলকে

প্রদক্ষিণ করে, তেমনই সেই মধুন (বধূ-বধু) তখন পরস্পর মিলিত হইয়া, উজ্জ্বল-শিখ অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

৮০। পরস্পর-সংস্পর্শ সুখাবেশে নিমোলিত-চক্ষু সেই দম্পতীকে শৈলকুল-পুরোহিত তিনবার অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া, বধুকে দিয়া সেই দীপ্ত-শিখ অগ্নিতে লাজ-ক্ষেপণ করাইলেন।

ইহা বৈবাহিক মঙ্গলাচার।

৮১। বধু তখন, পুরোহিতের উপদেশে, স্বাগার্থে সেই সুগন্ধ লাজ-ধূম অঞ্জলি করিয়া বদন-সমীপে লইতে লাগিলেন ; সেই ধূমের শিখা তৎকালে গৌরীর কপোলে বিস্তারিত হইয়া, ক্ষণকালের জন্য তাঁহার কর্ণোৎপল-ভাব ধারণ করিল।

ধূম-শিখা ব্যাপন-শীল বলিয়া, কর্ণোৎপল-ভাব 'শব্দ'-হায়ী।

৮২। এই আচার-ধূম-প্রাণে বধুবদনের গঁড়স্থল ঈষৎ আর্দ্র ও অরুণ হইয়া উঠিল ; অক্ষি-দ্বয়ের কালাঞ্জন বিশ্লেষিত হইয়া গেল ; এবং যবাকুর-কর্ণপূর ঘন হইয়া পড়িল।

৮৩। পরে, পুরোহিত বধুকে কহিলেন ;—“বৎসে ! অগ্নি তোমার বিবাহ-ব্যাপারে কৰ্ম্ম-সাক্ষী ; (এখন হইতে) নিৰ্ব্বিচারে পতির সহিত ধৰ্ম্মাচরণ করিতে থাক !”

ইহা প্রাজ্ঞাপত্য বিবাহ। স্বামীর সহিত ‘নিৰ্ব্বিচারে ধৰ্ম্মাচরণ’ই এই বিবাহে মুখ্য উপদেশ।

৮৪। নিদাঘ-কালে উৎকট-তাপিতা পৃথিবী যেমন ইন্দ্রের প্রথম বারিধারা ( সাগ্রহে ) পান করে, ভবানীও তেমনই সাগ্রহে, স্বীয় কর্ণদ্বয়কে চক্ষু-পর্যাস্ত বিস্তারিত করিয়া, পুরো-হিতের ঐ বচন-বারি পান করিলেন।

জল পান করিবার সময়ে যেমন মুখ-বাদ্যানের বাহুল্যে তৃণাতিশয়া সূচিত হয় এখানে 'তেমনই কর-বিস্তার দ্বারা শ্রবণগ্রহের আতিশয়া সূচিত।

ইতিপূর্বে ( ৬৪শ স্কন্ধে ) 'নয়ন দ্বারা রূপ পান' পাওয়া গিয়াছে। এখানে 'কর্ণ দ্বারা বচন-পান'। উভয় স্থলেই 'পান' আগ্রহাতিশয়া ও তৃপ্তি-বাক্যক।

৮৫। শাস্তত ও প্রিয়দর্শন স্বামী, বধূকে ধ্রুব-নক্ষত্র দেখা-ইতে থাকিলে, লঙ্কায় ক্ষণক্ষণ বধু অতি-কষ্টে মুখ তুলিয়া ( ধ্রুব নক্ষত্র দেখিয়া ) কহিলেন,—“দেখিলাম”।

১. আকাশে ধ্রুব-নক্ষত্র যেমন স্থির, পতিকূলে তেমনই স্থির হইবার উপদেশ-কালে উদাহরণস্বলে বধূকে 'ধ্রুব-নক্ষত্র' দেখান বিধি।

[ ছুপের বিষয়, বহুকাল হইতে বাঙ্গালা দেশে গাহাদের “বিবাহ”-ক্রিয়া সম্প্রদানের পরদিন সম্পন্ন করা হয়, তাহা-দিগকে দিনমানেই ধ্রুব-নক্ষত্র দেখান হয় ও দেখিতে হয়। ময়ের প্রমাণে রাত্রি মধ্যেই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ারই বিধি; তদন্তায় স্থল-বিশেষে গুরুতর দোষের সম্ভাবনা—বিশেষতঃ য-স্থলে বর-বধু উভয়েরই ঘোঁষাবস্থা। ]

৮৬। বিধিভ্রষ্ট শৈল-কুল-পুরোহিত এইরূপ বিবাহ-ক্রিয়া-সকল সমাপন করিলে তখন বিশ্বলোকের সেই পিতামাতা ( উমা-মহেশ্বর ) পদ্মাসনস্থ পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন।

পিতামহ পিতামাতার পুত্র; এই হেতু বিব্রঙ্কনের ‘পিতামাতা’ উদাহরণের, ‘পিতামহ’ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন।

৮৭। তখন বিধাতা, বধূকে—“কল্যাণি! বীর-প্রসবা হও”—এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন; কিন্তু অষ্ট-মুষ্টি মহাদেবের প্রতি কি আকাঙ্ক্ষা কথিতবা, তাহা তিনি স্বয়ং বাগীশ্বর হইয়াও নির্ধারণ করিতে না পারিয়া, নির্বাক রহিলেন।

বধূর প্রতি ঐ আশীর্বাদ এতলে সবিশেষ সার্থক; কারণ, দেবগণের উপাধৃত বিপদ হইতে উদ্ধার-করেন এক বীর-মুষ্টিই এ কাব্যের মুখ্য লক্ষ্য।

পঞ্চভূতানি অষ্ট-মুষ্টিতে মহাদেব জগদাশ্বক ও জগন্ময়। যখন তাঁহাতেই সব এত সবেই তিনি, তখন আর তাঁহাকে আশীর্বাদের বিষয় কি আছে?

৮৮। পরে, সেই বর বধু পুষ্পরচনাদি-শোভিত চতুষ্কোণ বেদাতে গিয়া, তত্পরিস্থ কনকাসনে উপবেশন করিলেন; এবং মস্তকে আর্দ্র আতপ-তণ্ডুল গ্রহণ—এই যে লোকাচার প্রসিদ্ধ—আছে, সেই বাঙ্কনীয় লোকাচার স্বীকার করিলেন।

৮৯। তখন লক্ষ্মী, সেই বর-বধুর মস্তকোপরে দীর্ঘনালাদণ্ড কমল-হস্ত ধারণ করিলে, কমলদলের প্রান্তভাগ সংলগ্ন জলবিদুম্বালা, রাজহস্তের প্রান্তাবলম্বী মুক্তাকলাপের শোভা আহরণ করিয়াছিল।

সামান্ত বর-বধুর মস্তকোপরে মুক্তার-ঝালর-দেওয়া সানাত্ত (কুট্রিম) ছাড়া থরা হইয়া থাকে; এবং সামান্ত ছত্রধরেই তাহা ধরিয়া থাকে। এখানে

কাষের বর-বধূর শিরোপরে স্বয়ং লক্ষ্মী ছত্র ধরিলেন ; সে ছত্রই বা কেমন ! দীর্ঘনাল-রূপ দেওর উপরে সহস্রদল পদ্মই সেই ছত্র ! সহস্রদলের প্রাক্তলসী জলবিন্দু-মালা এই ছত্রে মুক্তা-ঝালরের শোভা প্রদান করিয়াছে !

৯০। পরে সরস্বতী,—বরৈণ্য বরকে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে এবং বধূকে সুখবোধ্য প্রাকৃত,—সেই দম্পতীর স্তুতি করিলেন।

৯১। তখন, অঙ্গরাজ্য বর-বধূর প্রীত্যর্থে এক নাটকান্ধিনয় করিল ; ঐ নাটকের রচনা ও অভিনয়, উভয়ই অতি পরিপাটী ; উহার সন্ধি-গুলিতে ভাবভেদে ভাষার বৃত্তিভেদ সুস্পষ্টীকৃত এবং রসভেদে যথানিয়ম রাগ-ভেদও সুপ্রযুক্ত ; এবং সর্বত্রই মধুর অঙ্গবিক্ষেপে অভিনয়টী অতিশয় মনোরম ;—দম্পতী, ক্ষণকাল এই অভিনয় দেখিলেন।

সংস্কৃত-নাটকের গল্লাংশ—মৃগ, প্রতিমৃগ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংস্কৃতি, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ; এই বিভাগগুলিই নাটকের ‘সন্ধি’।

‘ভাষার বৃত্তি’ অর্থাৎ ভাষার ভঙ্গি (style)। সংস্কৃতে রস-ভেদে চারি প্রকার বৃত্তির ব্যবহার প্রসিদ্ধ ;—শৃঙ্গার-রসে “কৈশিকী,” বীর-রসে “সাহসী,” রোদ্র ও বীভৎস-রসে “আরভটী,” এবং সর্বরসে “ভারতী”।

‘রস’ নয়-প্রকার ;—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রোদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, ও শাস্ত। কোন মতে ‘বাৎসল্য’ ধরিয়া রস দশ-প্রকার।

‘রস-ভেদে রাগ-ভেদ’ যথা ;—রোদ্র, অদ্ভুত ও বীর-রসে “পুংরাগ”—শৃঙ্গার, হাস্য ও করুণ-রসে “স্ত্রী-রাগ”—এবং ভয়ানক, বীভৎস ও শাস্ত-রসে “নপুংসক-রাগ,” ব্যবহার্য ; ইহাই সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রের উপদেশ

৯২। সর্বশেষে, দেবগণ নিজ-নিজ মুকুটে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, কৃতদার মহাদেবকে প্রণাম পূর্বক, এই যাচঞা করিলেন যে, এখন শাপমুক্ত মদন পুনরায় দেহলাভ করিয়া, তাঁহার সেবা করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হউন।

হরপার্কীতীর পরিণয়ান্তেই মদনের প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপের অস্ত্র ; ( ৭র্থ সর্গে ৪৩৪৪ শ্লোকে দেখ )। সুতরাং শাপান্তে, এখন হরপার্কীতীর সেবার্থ মদনের পক্ষ হইয়া দেবগণ মহাদেবের অনুমতি চাহিতেছেন।

৯৩। বিগত-ক্রোধ মহাদেব, তখন নিজের উপর পঞ্চ-শরের কার্য অনুমোদন করিলেন ; কার্যান্ত ( অথবা, অবসরান্ত ) ব্যক্তিগণ অবসর বুঝিয়া প্রভুসম্বন্ধে ( কিছু ) প্রার্থনা করিলে, তাহা সিদ্ধই হইয়া থাকে ; কদাচ অন্যথা হয় না।

মহাদেবের প্রতি মদনের কার্যের এই উপযুক্ত ‘অবসর’ বুঝিয়া দেবগণ তাঁর নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করায়, মহাদেব উহা সহজেই স্বীকার করিলেন ; দেবগণেরও কার্য সিদ্ধ হইল।

৯৪। পরে, চন্দ্রশেখর দেবগণকে ত্যাগ করিয়া, স্বহস্তে মহীধররাজ-কন্যাকে ধারণ করিয়া, মঙ্গল-শয্যাগৃহে চলিলেন ; সেখানে পূর্ণ কনক-কলস-সকল স্থাপিত ছিল ; পুষ্পমালাদি শোভা পাইতেছিল ; এবং ভূমিতলে বর-বধূর জন্ত শয্যা বিরচিত ছিল।

৯৫। সেখানে নবপরিণয়-লজ্জাভূষণা পার্বতীর লজ্জা দূর করিবার জন্য মহাদেব তাঁহার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিলে, পার্বতী মুখ ফিরাইয়া লইয়া, শয্যা-সখিদের প্রতিও অতি-কষ্টে কথার উত্তর দিতে লাগিলেন ; তখন মহাদেব তাঁহার প্রমথ-গণকে দিয়া বিকৃত-মুখভঙ্গি করাইয়াও, সেই অতি-লজ্জাশীল পার্বতীকে গুঢ়ভাবে হাসাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন মাত্র ।

শয্যা-সখিদের কাছেও ‘অতিকষ্টে’ কথার উত্তর করা লজ্জাতিশয়া-বাক্যক ।

মুখ তুলিয়া লজ্জাভঙ্গ করিতে গিয়া সকল না হওয়ায়, মহাদেব প্রমথ-গণকে দিয়া পার্বতীকে হাসাইবার চেষ্টা করিলেন—হাসাইলে যদি লজ্জা ভাঙ্গে । কিন্তু তাহাতেও মহাদেব সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইলেন না;— প্রমথগণের বিকৃত মুখভঙ্গি দেখিয়া পার্বতী ‘গুঢ়ভাবে’ অর্থাৎ মনে-মনে হাসিলেন মাত্র । কিন্তু সে হাসি বাহিরে প্রকাশ পাইল না । এখানে পার্বতীর লজ্জাশীলতা স্মৃতি স্মরণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে ।

“উমা-প্রদান” নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ।

গ্রন্থ সমাপ্ত



## শুদ্ধি-পত্র

### শুদ্ধি

| মিকা-পৃষ্ঠা     | চ   | তারকা-স্বর                |
|-----------------|-----|---------------------------|
| টাকা-সমেত শ্লোক | ১২০ | ... অধাতুকতা-দোষ          |
| ” ...           | ৬৪৮ | ... দীপো নিবর্তিতো নেক্তে |
| ” ...           | ৪৩৪ | ... ভস্মই                 |
| ” ...           | ৪৪৬ | ... তৃতীয় সর্গে          |
| ” ...           | ৫৬  | ... কুণ্ঠিতা হয়.         |
| ” ...           | ৫৪০ | ... প্রস্তাব-সহজে         |
| ” ...           | ৫৭০ | ... তোমায়                |
| ” ...           | ৬৩৮ | ... সাধারণতঃ              |
| ” ...           | ৬৫৫ | ... যেন                   |
| ” ...           | ৬৭৭ | ... মনীষিগণ               |
| ” ...           | ৭২৫ | ... ক্ষুণ্ণ               |

Approved as a Prize-Book & a Library-Book.

কবি শ্রীনিবাসনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এল,

প্রণীত

## ভিখারিণী

পদ-লালিত্যে                      ভাব গাঙ্গীধো

চন্দ-বৈচিত্র্যে                      ক্রতি মাধুধ্যো

অতুলনীয়

ভাষা প্রাঞ্জল                      ভাব অন্তরঙ্গশী

ইহা পাঠ করিলে

হৃদয়ে তেজ,                      কর্ষে উৎসাহ

জীবনে আনন্দ,                      মনে শান্তি,

জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি

সঞ্চার হয়।

কবির কবিত্ব                      প্রেমিকের প্রেম

ভক্তের ভক্তি,                      সাধকের সাধনা,

সমস্তই একাধারে বিদ্যমান।

**মানসী**--“বিশিষ্ট ও সাধারণ দুঃপদৈত্তের কথা রসাস্বক বাণ্যে

প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবে নূতনত্ব আছে। গভীর অল্পভূতি ও উন্নত কাব্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির উক্তি প্রাণময়। কবির বীণা বিশ্বের বেদনার দ্বারা আহত হইলেও তাঁহার স্বরে আশার বাণী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।”

**A. B. Patrika**--“Each one of the poems is pregnant with celestial fire”.

**অতুলনীয়**--“প্রথম কবিতাতেই প্রাণের স্পর্শ পাইলাম। সর্বত্রই একটা হৃদয় ও প্রশান্ত শান্তিরসে হৃদয় আর্দ্র হয়।”

**Bengalee**--“Several lines are gems of purest ray serene. The thoughts, the style, the conceptions & sentiments make the book interesting to all lovers of literature.”

কবি শ্রীনলিনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত

## কাব্য-কাহিনী

সুন্দর-সুন্দর বর্ণ্যকর্ষক চিত্রে সুশোভিত

যাঁহার লেখনী ইউরোপ আমেরিকা এমন কি সমাগরা  
পরিত্রোকে এক সময়ে উদ্বেলিত উত্তেজিত ও মোহিত করিয়া  
তুলিয়াছিল এবং যাঁহার প্রতিভা আজিও “কুমেরু অবধি  
সুমেরু হইতে” বিকশিত সেই অমর কবি

### সেক্সপীয়ারের

কয়েকখানি নাটক সরল ও সাধু ভাষায় গল্পাকারে লিখিত  
হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব সমাবেশ।

এককথায় কাব্যকাহিনী বাংলার Lamb's Tales বলিলেও  
হয়। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতি সুললিত, সুমধুর, সাধু  
ও সরল ভাষায় গল্পগুলি বর্ণিত।

### প্রত্যেক গল্প চিত্তাকর্ষক

আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই পাঠোপযোগী।

### Prize Book বা উপহারের

একটা অপূর্ব কোহিনুর বলিলেও অত্যাঙ্কি হয় না।

যাঁহারা মূল সেক্সপীয়ারের রসাস্বাদনে বঞ্চিত, তাঁহাদের  
নিকট ইহা চির-আদরের সামগ্রী।

**A. B. Patrika**—Stories have all been rendered in Bengali in an elegant style & simple language. The idea of adaptation is commendable & the execution admirable. It is just the book for the boys. The author has shown consummate skill in the choice of suitable Bengali names of Stories. Bengali literature expects much from him

রায় শ্রীযুক্ত দাননাথ সান্মাল বাহাদুর বি-এ, এম্-বি

কর্তৃক সংগ্রহীত ও অনূদিত

## শ্লোক-রত্নাবলী

আনন্দ-বাজান—

“.....এই বৃহৎ গ্রন্থে সান্মাল মহাশয় সংস্কৃতের বিপুল ভাণ্ডার হইতে বহু শ্লোক সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। শ্লোকগুলি সহজ, সুন্দর ধর্মমূলক এবং উপদেশাত্মক। নির্বাচিত শ্লোকের সরল বাঙ্গলা অর্থ দেওয়া হইয়াছে। বাহারা সংস্কৃত শ্লোক পড়িতে চাহেন, তাঁহাদের কাছে পুস্তকখানি আদরণীয় হইবে।”

**Amrita Bazar Patrika**—“.....Slokas with their translation in simple chaste Bengali. The compilation ranges from Post Vedic to almost recent times. The selection has been happy and the reading public will not find much difficulty in enjoying their beauty. A book like this was a long-felt want.”

**বসুমতী**—... ..সান্মাল মহাশয় অমূল্য সংস্কৃত সাহিত্য হইতে শ্লোক-রত্নমালা আহরণ করিয়া এই গ্রন্থে সংজ্ঞিত করিয়াছেন। তাঁহার এই অবচিত কুহুম-নিচয়ে বাঙ্গালী রসজ্ঞ পাঠক প্রীতি ও জ্ঞান লাভ করিবেন একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।”

**Advance**—“.....A collection of Slokas from various sources, devotional, philosophic & literary and expounded in the venerable translator's inimitable way in chaste and dignified Bengali. The slokas have been selected with discrimination & care & woven together into a chaplet of flowers. The compilation will stand all knights of the pen and the tongue in excellent stead. The book will make a special appeal to those who have drunk deep at the fountain of Sanskrit learning. An attempt has been made to string together all slokas expressive of real poetic feeling & fervour & giving a new & inspiring interpretation of life.”

রায় শ্রীদাননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম্-বি,

কর্তৃক ব্যাখ্যাত সমালোচিত ও সম্পাদিত

অমরকবি মাইকেল মধুসূদনের

## তিনোত্তমা-সম্ভব

এই পয়ার-প্রাবিত দেশে অকস্মাৎ এক নূতন প্রকার অমৃতচন্দে বাঙ্গালা কাব্য বাহির হওয়াতে তাৎকালিক বিদ্বজ্জন-সমাজে কিরূপ একটা তুমুল কল্লোল-কোলাহল উখিত হইয়াছিল এবং কিরূপে সেই কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া এই কাব্য-খানি বাঙ্গালা সাহিত্যে নব-যুগের প্রবর্তন করিয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ কবিরের জীবনী সহ গ্রন্থারম্ভে

- বিস্তার্ত ভূমিকায় ও সমালোচনায় দেগান হইয়াছে

**A. B. Patrika**—"In the introductory part of the book, the editor has dealt with the history of Bengali Poetry ; how the old style had been gradually supplanted by the new, what part Madhu Sutan played & what struggle the immortal poet made during the transition period of Bengali literature. So vivid is the description that the reader feels the pulsation which the poet himself felt. He has very ably put the mind of the poet before the readers. The edition is a valuable acquisition to the Bengali literature."

**ভাষ্য-সম্বন্ধ**—"শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় মাইকেলের মেঘনাদ-বধের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা ইতঃপূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়াই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার শক্তির পরিচয় সকলে পাইয়াছিলেন। বর্তমান পুস্তকের ব্যাখ্যা ও সমালোচনাতেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুপ্রকাশিত।"

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম-বি,  
কর্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত

## ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা

মাইকেল মধুসূদনের এই 'ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনা' ভাষা ও ভাব-সৌন্দর্যে  
মহুগম। যিনি বঙ্গ-সাহিত্যে অমিত্রচন্দ্রের প্রবর্তন ও পরিপুষ্টি সাধন  
করিয়াছেন, তাহারই লেখনী হইতে মধুর মিত্রাকরের এই 'ব্রজাঙ্গনা'  
কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। দেখিয়া বাস্তবিকই চমকিত ও মুগ্ধ হইতে হয়  
আবার অমিত্রাকরজনে এই 'বীরাঙ্গনা' তাহার শেষ কাব্য। সুতরাং  
কবির ভাষা ও চন্দ্র যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে হয়, তাহাই হইয়াছে। এই  
কাব্যে, ভাষা কুরুপ সুললিত ও সরল এবং চন্দ্র সর্বত্র কেমন মধুর ও  
সঙ্গীত স্বাদ-বিশিষ্ট, গ্রন্থারম্ভে বিস্তীর্ণ সমালোচনায় তাহাই দেখান হইয়াছে  
সুন্দর আণ্টিক কাগজে-পরিষ্কার অক্ষরে ছাপা।

**তত্ত্ববোধিনী**—“প্রথমেই মুগ্ধবদে একটি নাতিলিখিত সমা-  
লোচনায় ব্রজ সমালোচকের লেখনী সম্পাতে সমগ্র কাব্যখানির একটি  
নিবিড় রসানুভূতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে ইহা তাহারই  
একান্ত নিজস্ব দান।”

**A. B. Patrika**—“.....The annotator has shown  
special skill & power in analysing the mind of our  
emotional Poet. He has lucidly explained the key-  
note of the great poems. The hidden beauty of the  
two poems has been nicely explained in his admirable  
introduction.”

**ভারতবর্ষ**—“পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় 'তিনি কেমন  
অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যেক শব্দটির আলোচনা করিয়াছেন। সমালোচনা  
করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন।”

রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম্-বি,

কর্তৃক সংকলিত

## রামায়ণ (সচিত্র)

Revised 2nd Edition

সরল গদ্যে সমগ্র বাণ্যীকির সার সংকলন।

মহর্ষি বাণ্যীকির মহাকাব্যখানি ভারতীয় আৰ্য্য সভ্যতার কালজয়ী অমূল্য কীর্তি-সম্ভব স্বরূপ। ভারতে আৰ্য্য-সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিল, রামায়ণ সেই সময়ের কাব্যানুব্যক্তি। ইতরাং সেই যুগের বাণী, আদর্শ ও ধারা এবং তৎকালিক সমাজের ধ্যান, ধারণা, চিন্তা ও কর্মপ্রণালী জানিতে ও বুঝিতে হইলে, ঐ রামায়ণের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই কাব্য-বাহুল্যের দিনে আগন্তু পড়িবার অবসর অনেকেরই নাই। অথচ গৌরব-মণ্ডিত আৰ্য্য সভ্যতার এমন এক সমৃদ্ধ লিখন ও চিত্র, এমন একখানি জগন্নাথ বিধিকাব্যের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

**বঙ্গবাসী**—“.....রচনার গুণে ইহা যে বালক, বৃদ্ধ ও বনিতা সকলেরই স্থখপাঠ্য হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য.....”

**A. B. Patrika**—“.....a very valuable addition to the Bengali literature. The language & style is extremely elegant & simple. The author has taken great care & pain to develop the Epic beauty & grandeur in plain & simple prose.....”

**আত্মশক্তি**—“তৎসমাজিক ভাষায় লিখিত। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে এই পুস্তকখানি আদৃত হইবে আশা করা যায়।”

**প্রবাসী**—আলোচ্য পুস্তকখানি ভাষায় ও রচনাগুণে ছেলে মেয়েদের উপযোগী হইয়াছে। এই হৃদয় সংস্করণটী আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।”

রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম্-বি,

কর্তৃক অনূদিত ও সমালোচিত

## কুমারসম্ভব

Revised Second Edition.

ইহাতে সরল অর্থসম্পন্ন গল্পে স্নোকে ভাবানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার বিশ্লেষণমূলক-সমালোচনা বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে।

Telegraph—".....The book is a beautiful translation. His command over the language & thoughts is unrivalled. The most learned, erudite & educative portion of the book is the introduction. He begins with the gradual evolution of human nature & the influence of the poet & moralist upon it. Such an able, learned, clear, simple & refreshing analysis as well as symphthetic introduction has never adorned a Bengali book..."

বামানোপ্রিনী—".....কাব্য-দেহের রস-ধাতু কিজানে ও বিশ্লেষণে এমন বিচক্ষণ কয়জন আছেন, জানি না। তিনি কুমার দুখিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন! ইহার ভূমিকা অপূর্ণ বস্তু। ইহা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য লিপি-রূপে চিহ্ন-পূজিত হইবে।"

প্রবাসী—"লেখক ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে প্রেম ও সৌন্দর্য এই দুইটা অল্পভূতিই মানব-জন্মের পরম উপাদেয় উপাদান-বস্তু। সামাজিক ধর্ম প্রেমে প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের মূল সত্য-ধর্ম।.. লেখক সমস্ত ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, স্নোক অনুবাদ করিয়াছেন, চীকার প্রত্যেক শব্দের তাৎপর্য বিচার করিয়াছেন। ইহাতে লেখকের ভাবুকতার হৃদয় পর্যাবক্ষণ ও পটুতার অনেক পরিচয় আছে। এই পুস্তকে কুমারের নূতন আনোক-পাত দেখিতে পাওয়া যায়।



**বঙ্গবাসী** - "অনেক কাল মঙ্গিনাথের চীকায় কুমারের যে কবির সৌন্দর্য্য প্রস্ফুট হয় নাই এই ব্যাখ্যাটা জায়া হইয়াছে। ভূমিকায় কাব্য-কীৰ্ত্তি ও শাস্ত্র-কীৰ্ত্তির যে অপূৰ্ণ বিয়োগ হইয়াছে তাহা বঙ্গসাহিত্যের বিরাট বিশেষত্ব। ভূমিকার প্রত্যেক পত্রে ইন্দিপুৰ চিত্র-শিল্পীর কচির সাহিত্য-কাব্য-কীৰ্ত্তিরই পরিচয় পাই।"

রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সাক্তাল খান-এ, এম্-এ, এম্-এ,

## সীতা ও সরমা

3rd Edition.

সীতা ও সরমা চিত্রে মধুসূদনের যে কি অসাধারণ সুন্দর কাব্যকলা লক্ষিত হয় বিস্তারিত সমালোচনায় তাহা দেখান হইয়াছে। ভাবে ভাষায় ও বিশ্লেষণে এমন মধুগ্রাহী সমালোচনা বঙ্গভাষায় নিতান্তই বিরল।





